তুমিই ধর্ম তুমিই বিদুর

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

পূর্বাচলে রক্তিম আভার জন্ম হতেই একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে উষার আলো। আবার একটি দিন আগত।

সারারাত ভাল ঘুম হয়নি বিদুরের। মাঝে মাঝেই ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন। বিচিত্র সব স্বপ্ন। এ স্বপ্ন যেন সারা দেহ আর মনকে অবশ-অবসন্ন করে দেয় যার রেশ থেকে যায় ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার পরেও। যদিও স্বপ্ন স্বপ্নই, তবু একটা চাপা আশঙ্কা তির তির করে কাঁপতে থাকে সারাক্ষণ।

উষার আলো ফুটে ওঠার আগেই শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়লেন হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী, পাণ্ডু আর ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ প্রতিম বিদুর। বিছানায় নিদ্রিত স্ত্রীকে একবার স্মিত মুখে দেখে নিয়ে পায়ে পায়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

দূর আকাশে দিকচক্রবালে লালের আভা ততক্ষণে প্রকট হয়ে উঠেছে। শীতের শেষ, বাতাসে এখনও সামান্য শিরশির করা ভাব। গায়ের উত্তরীয় টেনে নিলেন বিদুর। কানে এল তার পাখিদের কলকাকলি।

ক্ষণপূর্বের চিন্তার কথাটা মনে পড়তে একটু ভাবিত হয়ে পড়লেন বিদুর।

কেন এমন দুঃস্বপ্ন দেখছেন তিনি কয়েকটা রাত ধরে? অবচেতন মনে তার সব সময়েই যেন একটা চাপা আশঙ্কা তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে তাকে। অথচ ঠিক বুঝতে পারছেন না এ আশঙ্কার কারণ কি হতে পারে, কোথায়ই বা এ-র উৎস।

চিন্তা মানুষকে বড় দুর্বল করে দেয়। তাই নিজেকে সত্যিই বড় দুর্বল মনে হচ্ছে তার বেশ কিছুদিন ধরেই।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে বিদুরের চোখে পড়ল হস্তিনাপুর

ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে। নগরবাসীদের অনেকেই দৈনন্দিন কাজ-কর্মে আত্মনিয়োগ করতে চলেছে। পরিপূর্ণ প্রশান্তি বিরাজ করছে সর্বত্র।

বিদুরের মনে পড়ল পুরনো কিছু কথা। ঠিক এই ভাবে আরও একদিন তার মন নিদারুণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। পুরনো স্মৃতি জেগে উঠতেই একটু কেঁপে উঠলেন বিদুর। হ্যাঁ, তার মনে পড়ছে মহারাজ পাণ্ডুর জীবনাবসানের কদিন আগে তার এরকম চাঞ্চল্য ঘটেছিল। ছায়া কি পূর্বগামিনী?

তবে কি কুরু রাজবংশে আবার কোন অমঙ্গল ঘটতে চলেছে? কে বলতে পারে? তিনি জানেন রাজবংশের তিনি প্রকৃত কেউ নন, শুধু দাসীপুত্র। কিন্তু এ বংশের ভাল বা মন্দের তিনি অংশীদার। বাড়তি দায় তাঁর মহামন্ত্রী হিসেবে।

হঠাৎ হাতে কারো স্পর্শ পেয়ে ঘুরে তাকালেন বিদুর।

স্ত্রী পরাশরী পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'এত কি চিন্তা করছ?' পরাশরী স্বামীকে প্রশ্ন করলেন। 'রাতেও বিছানায় কেমন ছটফট করছিলে টের পেয়েছি। ভাল ঘুম হয়নি?'

'চিন্তার কথা বলছ? হ্যাঁ, চিন্তা একটু হচ্ছে আমার, অথচ এর কারণ কি বুঝে উঠতে পারছি না, ভাল ঘুমও তাই হয়নি। বারবার তাই ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছি।'

'কি এমন চিন্তা তোমার, আমাকে বলা যায় না?'

স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখলেন বিদুর।

'তোমাকে বলা যায় না এমন কোন গোপনীয় কথা বা চিন্তা আমার নেই। আসলে আমি নিজেই এর উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত নই,' বিদুর বললেন।

'পাণ্ডুপুত্রদের সম্পর্কে আজকাল তুমি বড় ভাবো, হয়তো প্রিয়জনের জন্য তোমার এই অকারণ ভাবনাই তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে চাইছে।'

স্ত্রীর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন বিদুর। তার মুখ উজ্জ্বল

হয়ে উঠল।

'সত্যিই আশ্চর্য! মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি কি সহজ ভাবে তুমি সব সমস্যার উত্তর খুঁজে বের কর। ঠিক বলেছ পাণ্ডবদের জন্যেই আমার এমন দুশ্চিন্তা। কিন্তু এ দুশ্চিন্তা কেন এর কারণ জানতে পারছি না, প্রিয়া।'

'হ্যাঁ, তোমার দুশ্চিন্তা অস্বাভাবিক বলতে পারব না। আমিও বুঝতে পারি ওরা পাঁচভাই অনেকের কাছেই যেন সমস্যা হয়ে উঠেছে।'

'ঠিকই অনুমান করেছ, আর আমার সন্দেহ নেই,' বিদুর দৃঢ়স্বরে বললেন। 'আমার নিশ্চিত বিশ্বাস একটা গভীর ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠছে পাণ্ডুপুত্রদের অনিষ্ট করার জন্য। আর দুর্যোধনই এসবের মূল।'

'দুর্যোধন?' পরাশরী বলে উঠলেন।

'অবাক হয়ো না, পরাশরী। এ ভবিতব্য। দুর্যোধনের ঈর্ষাই একদিন চরম সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করে দেবে ভরতবংশের। আমার মনে পড়ছে ওদের সেই ছেলেবেলার কথা। দুর্যোধন প্রতিমুহূর্তে শত্রুতা করে এসেছে পাণ্ডবদের। দুর্যোধন ঈর্ষার বশবর্তী হয়েই একদিন ভীমকে বিষ প্রয়োগ করে মারতে চেয়েছিল।'

'কিন্তু—।'

'কোন কিন্তু এতে নেই, কল্যাণি। শোক আর ঈর্ষাই হল মানুষের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রিপু! দুর্যোধন যে কোন ভাবেই পাণ্ডবদের পথের কাঁটা হিসাবে উপড়ে ফেলতে চায়। দুঃখ হয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কথা ভেবে। পুত্রস্নেহে তিনি অন্ধ, অথচ পাণ্ডুপুত্রদের যে ভালবাসেন না বা তাদের স্নেহ করেন না তাও নয়।'

'ষড়যন্ত্র করে পাণ্ডবদের কি রকম ক্ষতি করতে পারে ওরা?' পরাশরীর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর গোপন রইল না।

'আমি কদিন আগে লক্ষ্য করেছি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মন্ত্রী কণিককে নিজের মহলে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, অথচ আমাকে ডাকেন নি। এর উদ্দেশ্য একটাই হওয়া সম্ভব। তিনি কণিককে ডেকে

কোন গোপন পরামর্শ করেছেন, সেখানে আমার উপস্থিতি হয়তো বাঞ্ছনীয় ছিল না।'

'মহারাজ যে কোন মন্ত্রীকেই তো পরামর্শ করার জন্য ডাকতে পারেন, এ নিয়ে এত ভাবছ কেন?' পরাশারী বললেন।

হাসলেন বিদুর।

'কণিককে তুমি চেননা। সে এক মহা ধূর্ত আর কূটবুদ্ধিশালী ব্রাহ্মণ। আমাকে এড়িয়ে তার কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ তাই সাধারণ ব্যাপার হতে পারে না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অজানা নেই পাণ্ডবরা আমার স্নেহের পাত্র। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নিতে পারা যায় এই পরামর্শ পাণ্ডবদের সম্পর্কেই হবে। আমাকে এ বিষয় জানানো তাঁর অভিপ্রেত নয়। তাছাড়া আরও একটা ব্যাপারে চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক।'

'সেটা কি?'

'হস্তিনাপুরের মানুষ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বদলে যুবরাজ যুধিষ্ঠিরকেই হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনে আসীন দেখতে চায়। একথা আর গোপন নেই। অবশ্যই তা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কানেও পৌঁছেছে। এ হলে পাণ্ডবদের জন্য ভাবনা হবেই, পরাশরী। যে কোন মুহূর্তে তাদের ভয়ানক বিপদই ঘটে যেতে পারে। দুর্যোধন কোন মূল্যেই এটা হতে দেবে না। এ তাদের কাছে জীবন মরণের প্রশ্ন।'

পরাশরী দারুণ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন বিদুরের কথায়।

'তাহলে তুমি এখনই ওদের পাঁচ ভাইকে সাবধান করে দাও গো, দেরি কোরনা,' পরাশরী বলে উঠলেন।

এবারও হাসলেন বিদুর।

'তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করোনি, প্রিয়া, যে, দুর্যোধন আমার গতিবিধির উপর সব সময়ই তীক্ষ্ণ নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে?' বললেন বিদুর। 'আমার পক্ষে এই কারণেই ওদের পাঁচ ভাই বা কুন্তীদেবীর সঙ্গে দেখা করা কোন ভাবেই অসম্ভব, কথা বলা তো পরের কথা।'

'সে কি?'

'হ্যাঁ, অতএব নিশ্চয়ই এবার বুঝতে পারছ একটা ষড়যন্ত্রই অতি গোপনে রাজঅন্তঃপুরে পালন করা হয়ে চলেছে। তবে আশার কথা এটাই, যুধিষ্ঠির, ভীম অর্জুন, নকুল আর সহদেবও মূর্খ নয়। তারা আত্মরক্ষায় সমর্থ, মহাবীরও বটে। তবে, তুমি ঠিকই বলেছ, আমাকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে বৈ কি।'

'তুমি যা বললে তাতে আমার বড় ভয় করছে,' পরাশরী কাঁপা গলায় বলে উঠলেন। 'পাণ্ডুপুত্রদের যেন কোন রকম ক্ষতি না হয় এটা যেমন করেই হোক তোমাকে করতে হবে।

'হ্যাঁ, প্রিয়া তা আমি অবশ্যই করব। আমি হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী অথচ আমার সম্পর্কে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সন্দেহ পোষণ করেন,' বিদুর বললেন, 'আমার গতিবিধি সীমাবদ্ধ। অথচ ধৃতরাষ্ট্রকে আমি কম শ্রদ্ধা করি না, চিরকালই তাকে আপন বড় ভাইয়ের মতই মান্য করে এসেছি। আমি জানি তিনি দুর্যোধন আর শকুনির হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তিনি একান্ত অসহায়। আমার ভয় সেখানেই, পরাশরী। কি কর্তব্য প্রায়ই তিনি ওদের কূটচালে ভুলে যান।'

ঠিক সেই মুহূর্তে বিদুরের একজন বিশ্বস্ত অনুচর ঘরে প্রবেশ করল। সে অভিবাদন করে সামনে এসে দাঁড়াল।

'কোন খবর এনেছ?' বিদুর তাকে প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, মহামন্ত্রী। নগরের অনেকেই বারণাবত নগরের খুব প্রশংসা করতে শুরু করেছে। বারণাবত নাকি অতি অপরূপ, সেখানকার আবহাওয়া আর প্রকৃতির সৌন্দর্য চমৎকার বলছে সবাই।'

'বুঝেছি। আচ্ছা, তুমি এখন যাও; তবে সাবধান আমাকে যে এ খবর দিয়েছ কেউই যেন জানতে না পারে। আর কোন খবর থাকলে জানাতে ভুলোনা,' বিদুর বললেন।

অনুচর প্রণাম করে বিদায় নিলে বিদুর এবার পোশাক বদলে রাজসভায় যাওয়ার জন্য তৈরী হতে লাগলেন। গ্রীষ্মকালের মেঘের মত তার মুখ থমথমে হয়ে উঠল। স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ালেন

আবার বিদুরের স্ত্রী।
'কি খবর শুনলে?' তিনি জানতে চাইলেন।
'ষড়যন্ত্র এবার বোধ হয় পূর্ণতা পেতে চলেছে, পরাশরী', বিদুর উত্তর দিলেন। 'আমার আশঙ্কাই সত্য হল। এ সবই কণিকের পরামর্শেরই অবশ্যম্ভাবী ফল তাতে কোন সন্দেহ নেই।'
হস্তিনাপুরের রাজঅন্তঃপুরে তখন বিদুরের চোখের আড়ালে ঘটে চলেছে বিচিত্র এক নাটক, কুশীলব তার দুর্যোধন ও তার মাতুল শকুনি।
ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ দুর্যোধন। সামনে উপবিষ্ট তার শকুনি।
'বৎস দুর্যোধন, খুবই বিচলিত মনে হচ্ছে যেন তোমাকে?' শকুনি বললেন।
'বিচলিত হওয়া কি অস্বাভাবিক, মাতুল?' দুর্যোধন তীব্র স্বরে উত্তর দিলেন।
'শোন দুর্যোধন', শকুনি চাপা গলায় বললেন, 'কৌশলই হল কার্যোদ্ধারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রই হবেন আমাদের কার্যোদ্ধারের চাবি। শোন, মহারাজকে অনুরোধ জানাও পাণ্ডবদের যে কোন পথেই হোক বারণাবতে পাঠাতে। তারপর···।'
'এর অর্থ?' দুর্যোধন বলল।
'শত্রুর শেষ রাখা শাস্ত্রবিরুদ্ধ, বারণাবতেই সে কাজ সমাধা সম্ভব।'
'তাহলে কি গুপ্তহত্যা?'
হাসলেন শকুনি। 'না, দুর্যোধন, দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা তো কারও হাতে নয়।

পরবর্তী দৃশ্যেরও উন্মোচন ঘটল রাজঅন্তঃপুরেই। দুর্যোধনের কথায় হৃদয় যেন গুঁড়িয়ে যেতে চাইছিল মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের। ঠিকই বলেছে দুর্যোধন। এ রাজসিংহাসন তো জ্যেষ্ঠ হিসেবে তাঁরই প্রাপ্য ছিল।
'পিতা, যে ভাবেই হোক কুন্তী আর পাণ্ডবদের বারণাবতে

পাঠানোর ব্যবস্থা করা আপনার পক্ষেই সম্ভব।' দুর্যোধন কাতর অনুরোধ জানাল। 'আমরা এ রাজ্য অধিকার করার পরই তারা ফিরে আসতে পারে।
'কিন্তু দুর্যোধন, এ রাজ্যের প্রত্যেকেই পাণ্ডবদের অনুরক্ত', ধৃতরাষ্ট্র বললেন. 'তাছাড়া ভীষ্ম দ্রোনাচার্য আর বিদুরও তা মেনে নেবে না। আমি এটা চাইলেও তাতো সম্ভব হবে না—।'
'ভয় নেই, পিতা, এ রাজ্যের সকলকেই আমি উৎকোচে বশ করেছি, তারা বাধা দেবে না। পিতামহ ভীষ্মকেও ভয় নেই, দ্রোনাচার্যকেও তাই।' তাঁরা পক্ষপাতিত্ব করবেন না। শুধু বিদুরকেই ভয়। সে আমাদের অন্নে পালিত হয়েও পাণ্ডবদের গুপ্তচর—।'
'কি হল আমাকে বল,' পরাশরী উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন আবার।
'দুর্যোধনও এক কূটচাল চেলেছে। সম্ভবতঃ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে রাজি করিয়ে সে নগরের মানুষকে উৎকোচে বশীভূত করেছে। তাদের দিয়ে সে বারণাবত নগরের প্রশংসা করানোর ব্যবস্থা করেছে সন্দেহ নেই।' বিদুর যেন সবই কল্পনার চোখে দেখতে পেলেন।
'বারণাবত?'
'হ্যাঁ।'
'কিন্তু তাতে ভয় পাচ্ছ কেন?'
ব্যথাতুর হাসি খেলে গেল বিদুরের মুখে।
'কূটনীতি আর রাজনীতি বড় জটিল, পরাশরী', বললেন বিদুর। 'এ তুমি বুঝবে না। এই কূটচালের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক গভীর দুরভিসন্ধি। বারণাবতের প্রশংসা শুনে যাতে কুন্তীদেবী আর তার ছেলেরা সেখানে যেতে আগ্রহী হয়ে ওঠে আসল উদ্দেশ্য এটাই।'
'সেখানে গেলে তাদের কোন অনিষ্ট হতে পারে ভাবছ?'
'নিশ্চয়ই। পাণ্ডবদের আর তাদের গর্ভধারিণীকে বারণাবত নগরে পাঠানোর অর্থই হস্তিনাপুর থেকে তাদের নির্বাসন। তারা সহজে এখানে আর ফিরে আসতে পারবে না। আপ্রাণ সেই চেষ্টাই করতে চাইবে কৌরবেরা। তাছাড়া বারণাবত গেলে সম্পূর্ণ

বিচ্ছিন্নও হয়ে পড়বে পাণ্ডবেরা। দুর্যোধনও সহজে তার কাজ হাঁসিল করতে পারবে।'

'কিন্তু যুধিষ্ঠির আর কুন্তীদেবী যে সেখানে যেতে চাইবেন তাই বা ভাবতে চাইছ কেন?'

'ওখানেই তো আমার ভয়, পরাশরী।' বিদুর উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন। 'যুধিষ্ঠির পরম ধর্মপরায়ন, তাছাড়া কূটচালেও রপ্ত নয়, সে অতি সরল। ধৃতরাষ্ট্র বারণাবত দেখে আসার প্রস্তাব দিলে সে রাজি না হয়ে পারবে না। আর কথা দিলে সে প্রাণ গেলেও তার অপলাপ করবে না। জ্যেষ্ঠতাতের অনুরোধই হবে তার কাছে আদেশ।'

'তাহলে যেমন করে পার ওদের বারণাবত যাওয়া বন্ধ করার ব্যবস্থা কর।

আবার হাসলেন বিদুর।

'তোমার উদ্বেগ বুঝতে পারছি, প্রিয়া। পাণ্ডবেরা তোমার কাছে তোমার নিজের সন্তানের মতই যে প্রিয় তা আমি জানি। কিন্তু সমস্যা কোথায় তাতো জানই, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে একান্তে কথা বলব কেমন করে? সে সুযোগ পাওয়া অসম্ভব, দুর্যোধনের অনুচর সব সময়েই আমার উপর নজর রেখে চলেছে। এ রাজ্যের মহামন্ত্রী হলেও ধিক্ আমাকে। এই মন্ত্রীত্ব ছেড়ে প্রবজ্যা গ্রহণ করাই হয়তো আমার বিধিলিপি।'

একবার বিদুর ভাবলেন এ বিষয়ে ভীষ্মের সঙ্গে আলোচনা করলে কেমন হয়। পরক্ষণেই তার মনে হল তাত ভীষ্ম ব্যাপারটা অন্যভাবেও নিতে পারেন। তিনি হয়তো বা ভেবে নেবেন বিদুর অহেতুক অসূয়া ছড়াচ্ছেন, বড় বেশি দূর ভেবে নিচ্ছেন। চিন্তাটা তাই ত্যাগ হল তাকে।

আর সময় ছিল না হাতে। রাজসভায় যাওয়া দরকার।

রাজসভায় পৌঁছে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আর সকলকে অভিবাদন জানিয়ে আসন গ্রহণ করলেন বিদুর।

চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে নিলেন বিদুর। সভায় সকলেই আজ যথারীতি হাজির। নির্দিষ্ট আসনে যথারীতি আসীন সচিব আর মন্ত্রীরা। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে মুকুট মাথায় সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখা যাচ্ছে। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব, পাঁচ ভাইও নিজেদের আসনে। যথারীতি উপবিষ্ট দুর্যোধন আর শকুনি, সঙ্গে কুরু ভ্রাতারাও। আচার্য দ্রোণ ও ভীষ্ম, তাঁরাও গরহাজির নন। হস্তিনাপুরের রাজসভায় জাঁকজমকেরও অভাব নেই। সব কেমন শান্ত। একি ঝড়ের পূর্ব পাঠ? কথাটা খেলে গেল মহামন্ত্রী বিদুরের মনে। হয়তো বা বিনা কারণেই, কে বলতে পারে।

বিদুরের মনে হল আজ যেন অন্যান্য দিনের চেয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র একটু বেশি মাত্রায় খুশি। মহারাজকে এভাবে কখনই দেখেছেন বলে মনে হল না বিদুরের।

কথায় কথায় কয়েকজন সচিব ও সম্মানিত নাগরিক বারণাবতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে একটা শিহরণ বয়ে গেল বিদুরের শিরায় শিরায়। তাঁর বুঝে নিতে দেরি হল না এর সবই পূর্বপরিকল্পিত সেই চক্রান্তেরই প্রথম দৃশ্য।

বক্তাদের প্রত্যেকেই উচ্ছ্বসিত। বারণাবতের প্রশংসা তাদের মুখে আজ যেন বাঁধ মানতে চাইছে না। প্রত্যেকেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বারণাবতের অপরূপ সৌন্দর্যের কথা শোনাতে ব্যস্ত।

বিদুরের দৃষ্টি সোজা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের উপর। কাঠ হয়েই বিদুর পরবর্তী অধ্যায়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন। কে জানে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আজ কোন খেলায় মেতে উঠেছেন। যে খেলাই তিনি খেলতে ইচ্ছুক হন সেটা যে কখনই পাণ্ডবদের পক্ষে সুখবর হয়ে উঠবে না বুঝতে পারলেন মহামন্ত্রী বিদুর। কিন্তু এমন হলে তার করার কিছুই নেই, তিনি অসহায়। ধৃতরাষ্ট্র যেন খুশিতে টগবগ করছেন আজ।

ধৃতরাষ্ট্র বলে উঠলেন, 'ঈশ্বরের বিধান কেউই লঙ্ঘন করতে পারে না, এ সাধ্য কারো নেই। হস্তিনাপুরের রাজদণ্ড আমার করায়ত্ত

হলেও আমি এর ব্যতিক্রম নই। আমি জন্মান্ধ, তাই আপনাদের প্রশংসা শুনে ইচ্ছা জাগলেও বারণাবতের সৌন্দর্য উপভোগ করার ক্ষমতা আমার নেই। আজ সত্যিই দুঃখ হচ্ছে আমার দৃষ্টিশক্তি নেই বলে। হায়, আমি প্রকৃতই দুর্ভাগা।'

বিদুর কাঠ হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ওই কপটতা লক্ষ্য না করে পারলেন না। তার বুঝে নিতে দেরি হলনা ধৃতরাষ্ট্র শুধু উত্তেজিত করতে চাইছেন পাণ্ডুপুত্রদের, প্রধানতঃ যুধিষ্ঠিরকেই। যুধিষ্ঠিরই তার দাবার ঘুঁটি।

কত বদলে গেছেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। দুর্যোধন আর কণিকের কূটচালে তিনি তার স্বকীয়তা সম্পূর্ণই হারিয়ে ফেলেছেন। পাণ্ডুপুত্ররা হস্তিনাপুরে পরিপূর্ণই শত্রু বেষ্টিত, অবাঞ্ছিত আজ।

বিদুর উদ্বিগ্ন হয়ে অন্য সকলের অলক্ষ্যে রাজসভায় উপস্থিত প্রধানদের একবার জরিপ করে নিতে চাইলেন। রাজসভায় যেন একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলেছে। মন মুখের দর্পন। বিদুর মানুষের মুখ দেখে তার অন্তরের চেহারার আন্দাজ করার ক্ষমতা রাখেন। একাজ তিনি পারেন অন্যের অজান্তেই।

শকুনি আর দুর্যোধন পাশাপাশি বসে। দুজনেই উদগ্রীব হয়ে আড়চোখে যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করে চলেছে।

বিদুরের মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল। না, আর কণামাত্র সন্দেহ নেই একটা গভীর কূট চক্রান্ত গড়ে তুলেছে ধার্তরাষ্ট্ররা। একটা গভীর ষড়যন্ত্রেরই জাল বিছিয়ে দেওয়া হতে চলেছে পাণ্ডবদের চারপাশে। বারণাবত নগরীর এই সার্বিক প্রশংসা নিঃসন্দেহেই এরই অঙ্গ।

এবার বিদুর দেখে নিতে চাইলেন পাণ্ডবদের প্রতিক্রিয়া কেমন। একটা ধাক্কা খেলেন মহামন্ত্রী বিদুর। তিনি যেমন ভয় পেয়েছিলেন সেটাই বুঝি ঘটার অপেক্ষায়। পাণ্ডুপুত্রদের মধ্যে বারণাবত নগর সম্পর্কে যে আগ্রহ জেগে উঠেছে সেটা আর গোপন নেই।

যুধিষ্ঠির একবার বলেও ফেললেন একসময়, 'বারণাবত যে এমনই

চমৎকার নগর একথা তো আগে শুনিনি।'

ধৃতরাষ্ট্র কথাটা যেন লুফে নিলেন, 'বৎস যুধিষ্ঠির, বারণাবতে একটি মেলাও বসেছে শুনেছি। হস্তিনাপুর থেকে কারও সেখানে যাওয়াও উপযুক্ত বিবেচনা করি। সেখান থেকে এ বিষয়ে আমন্ত্রণও এসেছে। তুমিই এ রাজ্যের যুবরাজ। যদি ইচ্ছা হয় কয়েকটা দিন সবাই মিলে বারণাবতে সানন্দে কাটিয়ে আসতে পারো। সেটা সম্মানেরও হবে। তুমিই হবে আমার প্রতিনিধি।'

বিদুরের ইচ্ছে হল উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেন, 'শুধু পাণ্ডুপুত্ররা কেন, সঙ্গে চলুন ধার্তরাষ্ট্ররাও। ভাল জিনিসের স্বাদ উভয় পক্ষই উপভোগ করুক—' কিন্তু পারলেন না বিদুর, কেউ যেন তাঁর কণ্ঠ চেপে ধরল।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে একটু চুপ করে রইলেন যুধিষ্ঠির। বিদুর উদগ্রীব, কি উত্তর দেয় ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

বিদুর স্তব্ধ,. নির্বাক, কিন্তু এটুকু বুঝলেন যুধিষ্ঠির মূর্খ নয়। সে পরিষ্কার উপলব্ধি করেছে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনোবাসনা কি। পাণ্ডুপুত্রদের কৌশলে বারণাবতে পাঠানোই ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত ইচ্ছা এ বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই পরিস্থিতিতে কিছুটা অসহায় যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন ধৃতরাষ্ট্রকে, 'মহারাজ যেমন আদেশ করলেন তাই হবে। আমরা সকলে বারণাবত ভ্রমণে যেতে চাই। আমাদের সেই অনুমতি দিন।'

এই ভয়ই করে আসছিলেন বিদুর। উত্তেজনায় তিনি প্রায় উঠে দাঁড়াতে গিয়েও থমকে গেলেন। তাকে লক্ষ্য করেনি কেউ, করলে বিপদ ঘটতে পারত পাণ্ডবদের। কিন্তু যুধিষ্ঠির যে এমন ভাবে এত সহজেই এই ফাঁদে পা দিল শেষ পর্যন্ত?

হ্যাঁ, এটা যে একটা ফাঁদ সে বিষয়ে তর্ক তোলা নিস্ফল। কিন্তু কৌরবদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কি সেটাই আঁচ করতে পারছেন না বিদুর। শুধু কি পাণ্ডবদের নির্বাসন না আরও ভয়ানক কিছু? নিজের মনেই বিদুর বলে উঠলেন, 'হায়, যুধিষ্ঠির, তুমি জানোনা ভবিষ্যতে

তোমার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে! কেন, কেন তোমরা বারণাবতে যাওয়ার জন্য হস্তিনাপুর ছেড়ে যেতে রাজি হলে? বিদুর বুঝলেন হাতের তীর ছোঁড়া হয়ে গেছে, এ তীর আর তূণে ফিরে আসবে না। যুধিষ্ঠির প্রাণ গেলেও কথার খেলাপ করবে না। এবং কারো অনুরোধেও না।

বিদুর অসহায় হয়েই দেখলেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত হয়েই যুধিষ্ঠিরকে অনুমতি দিয়ে বললেন, 'আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই তোমাদের অনুমতি দিচ্ছি, বৎস, যুধিষ্ঠির। তোমরা পাঁচ ভাই ও কুন্তীদেবী স্বচ্ছন্দে বারণাবতে কয়েকদিন আনন্দ উপভোগ করে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন কর। তোমাদের মঙ্গল হোক!'

সভা ভঙ্গ হতে ভারাক্রান্ত মনে উঠে দাঁড়ালেন হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী বিদুর। মহামন্ত্রী হলেও আজ কোন অনুভূতি নেই তাঁর। পাণ্ডবদের বারণাবত পাঠানোর ব্যাপারে কোন পরামর্শই তার কাছে নেননি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। সভায় আজ তিনি থেকেও যেন ছিলেন না।

ধৃতরাষ্ট্রের কৌশলী বাক্য প্রয়োগে সহজেই মাত হয়ে গেছে পাণ্ডবরা। এবপর অভিনীত হবে দ্বিতীয় অঙ্ক, হ্যাঁ এই বিচিত্র নাটকের পরের অঙ্ক। সতর্ক থাকতে হবে তাকে ভাবলেন বিদুর। তার কাজ অনেকটাই এখন বেড়ে গেল; পাণ্ডবদের নিয়ে ওরা কোন খেলায় মেতেছেন তা তাকে আবিষ্কার করতে হবে। পাণ্ডবদের রক্ষা করাই হবে এখন থেকে তার কর্তব্য।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রেকে তাঁর মহলে পৌঁছে দিয়ে নিজের কক্ষে প্রবেশ করলেন এবার বিদুর। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার ধৃতরাষ্ট্র আজ সম্পূর্ণ নির্বাক হয়েই রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে ফিরলেন। তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ চাঞ্চল্য আজ অনুপস্থিত। বিদুর মনে মনে না হেসে পারলেন না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র হয়তো মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করতেই ব্যস্ত। তিনি যদি এই মুহূর্তে তাঁর মন্ত্রী বিদুরের মন পড়ে ফেলতে পারতেন তাহলে নিশ্চয়ই চমকে উঠতেন। যে ভাবনাকে

পরম চেষ্টায় তিনি বিদুরের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে অতি-মাত্রায় ব্যস্ত, তার সবই তাঁর মহামন্ত্রী, অনুজ বিদুরের কাছে দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ।

নিজের কক্ষে ফিরলেন বিদুর। আগের চেয়ে ঢের বেশি চিন্তা-ক্লিষ্ট তিনি। মুখে সামান্য বিষণ্ণতা।

পরাশরী বাতাস করতে শুরু করলেন স্বামীকে। কিন্তু আহারে মন বসল না বিদুরের।

স্বামীকে প্রশ্ন করলেন পরাশরী, 'আজ রাজসভায় কিছু ঘটেছে? খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তোমাকে।'

বিদুর স্ত্রীকে সমস্ত কিছুই খুলে বললেন

'এই আশঙ্কাই আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু কি করতে পারি আমি? শেষের কথাটা যেন স্বগতোক্তির মতই শোনাল।

বিচিত্র বিধাতার লীলা। হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী বিদুর আজ এ কেমন অসহায়। এই কূট চক্রান্তের পরিণতি একদিন সর্বনাশা বিপর্যয়ই হয়তো ডেকে আনবে কুরুবংশে। কৌরব আর পাণ্ডব দুপক্ষই তাঁর আপনার জন অথচ অনিবার্য এই ভয়ঙ্কর রাজনীতির খেলায় এই রাজ্যের মন্ত্রী হয়েও কেউ নন তিনি। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আজ স্বয়ং ঈর্ষা আর ভেদনীতির হাতের ক্রীড়নক। তাকে বাধা দেবার কেউই নেই।

বিদুরের চোখের সামনে অতীতের এক দৃশ্য যেন আবার অভিনীত হতে চলেছে।

মহারাজ পাণ্ডুর জীবনে রাজনীতির কূটচালেই সেদিন নেমে এসেছিল চরমতম বিপর্যয়। শুধু বিপর্যয় নয়, এক অভিশাপও। এই দুটির প্রবল আকর্ষণেই ঘটে গেল অনিবার্য প্রমাদ—অকাল মৃত্যু বরণ করতে হল শান্তনু বংশের নৃপতি পাণ্ডুকে।

আজ কেউ না জানলেও আর না বুঝে থাকলেও বিদুরের অজ্ঞাত নেই মহারাজ পাণ্ডুর বনে যাওয়ার কারণ কি। মৃগয়া করতে যাওয়ার অবকাশে কি কুক্ষণেই মহারাজ পাণ্ডু রাজমুকুট সাময়িক মনে

করে দিয়ে গিয়েছিলেন জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের হাতে। ফিরে আসার পর সে রাজমুকুট আর তাঁর শিরে ওঠেনি। ধৃতরাষ্ট্র শর্ত পালন করেন নি, তিনি ফিরিয়ে দেননি অনুজকে হস্তিনাপুরের রাজত্ব। জন্মান্ধ হওয়ার কারণে রাজদণ্ড একদিন হারাতে হয়েছিল জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রকে। এ জ্বালা তিনি বিস্মৃত হতে পারেন নি। সুযোগ এসে পড়ল অভাবিত ভাবেই তাঁর সামনে। ধৃতরাষ্ট্র সে সুযোগ আর হাতছাড়া করেন নি। বিমর্ষ, হতোদ্দম পাণ্ডু চক্রান্তের শিকার হয়ে তাঁর দুই মহিষী কুন্তী ও মাদ্রীকে নিয়ে শেষ অবধি বনবাসে যেতে প্রায় বাধ্যই হন সেদিন। অথচ প্রচার করা হল অন্য এক কাহিনী, মহারাজ পাণ্ডু স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসিয়ে বনগমন করেছেন। তাঁর বনগমন নাকি আত্মিক শুদ্ধি লাভের জন্য।

হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদের কোণে কোণে এই মুহূর্তে শুধু চক্রান্ত আর হত্যার পরিকল্পনা। এই বিষ কৌরবদের জন্মলগ্নেই প্রবিষ্ট হয়েছিল তাদের রক্তের মধ্যে।

এর পরিণতি কোথায় ভেবে শিহরিত হলেন বিদুর।

মনে পড়ছে তাঁর দুর্যোধনের জন্মলগ্নের কথা। সে সময় সারা রাজ্যে আচমকা জেগে উঠেছিল অমঙ্গলের চিহ্ন। স্বয়ং দুর্যোধনের কণ্ঠচিরে শোনা গিয়েছিল গর্দভের কর্কশধ্বনি, রাজ্যের প্রান্তে জেগে ওঠে শকুন আর শৃগালের ডাক। ভয় পেয়েছিলেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। কিন্তু সমাগত জ্ঞানী পুরুষদের উপদেশ সেদিন শোনেননি ধৃতরাষ্ট্র। দুর্যোধনই যে কুরুকুল ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠবেন একথা মানতে পারেন নি ধৃতরাষ্ট্র। বিদুরও তাঁকে বলেছিলেন দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে। কুরুরাজ সেদিন প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ আর ক্রুদ্ধ হয়ে বিদুরকে ভৎর্সনা করেছিলেন সন্তান ত্যাগ করার পরামর্শের জন্য।

রাজনীতি কি এমনই অমানবিক আর ভয়ঙ্কর? ভাবলেন বিদুর। হয়তো তাই। রক্তের টান সেখানে মূল্যহীন।

কিন্তু শুধুই কি কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র? বিদুরের স্পষ্ট মনে পড়ছে যুধিষ্ঠিরের

জন্মের খবর রাজধানীতে এসে পৌছনর পর ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে খুশি হয়ে উঠলেও পরক্ষণেই সে ভাব তাঁর কেটে যায়। গান্ধারীর তিরস্কারই ছিল এর কারণ।

প্রমত্ত ঈর্ষায় সেদিন মহারাণী গান্ধারীও নিজেকে সামলে রাখতে পারেন নি। কুন্তীর সন্তান আগে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরিণতি কি হতে পারে সেটুকু উপলব্ধি করতে গান্ধারীর দেরী হয়নি। পাণ্ডুর সন্তান আগে ভূমিষ্ঠ হওয়ায় সেই হবে ভবিষ্যতে সিংহাসনের প্রথম দাবীদার।

ঈর্ষায়, ক্রোধে মহারাণী গান্ধারী সেদিন নিজের গর্ভপাত পর্যন্ত ঘটিয়েছিলেন। শুধু এটাই নয়, পাণ্ডুর অক্ষমতা তাঁর অজানা ছিল না। এ অবস্থায় কুন্তীর ক্ষেত্রজ সন্তান কি সমাজগ্রাহ্য হতে পারে এমন প্রশ্নও তুলেছিলেন গান্ধারী।

ঈর্ষা আর লোভ। শক্তিশালী দুই রিপু। কুরুবংশের অবলম্বন শুধু এই দুটিই। হয়তো তা বিধাতারই বিধান। এই ধূমায়িত গরল থেকে অমৃত টেনে বের করা সম্ভবতঃ কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। অসহায় বিদুরের পক্ষে তা কেমন ভাবে সম্ভব? বিদুর বুঝলেন এই ভয়ঙ্কর সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া কতখানি কঠিন।

আশ্চর্য হওয়ার কারণ আরও যে নেই তা নয়। কুরুবংশের চির অভিভাবক স্বয়ং গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম। অথচ তিনি এসব যেন দেখেও দেখছেন না। এ এক আশ্চর্য রহস্য বিদুরের কাছে। কেন ভীষ্মের এ অনীহা? কৌরব আর পাণ্ডব, দুপক্ষেরই অথচ তিনি একান্ত শুভাকাঙ্খী। পাণ্ডবদের বারণাবতে নির্বাসন তিনি অনুমোদন করলেন কেন?

তবে কি গঙ্গাপুত্র কিছুটা অভিমানী হয়ে পড়েছেন? কে দেবে এই বিচিত্র আর জটিল প্রশ্নের উত্তর? অভিমানী হলেও এতদীর্ঘ সময় পেরিয়ে কেন?

আচার্য দ্রোণ? কৃপাচার্য? তাঁরা?

রহস্য, শুধুই রহস্য!

সবশেষে গান্ধারীর ভাই শকুনি।

ইতিহাস কখনও মিথ্যা হয় না। ভগিনীপতির বাড়িতে শ্যালকের থাকার এই বিড়ম্বনা।

ভাবনার অন্ধকার জগত থেকে আবার বাস্তবে ফিরে এলেন বিদুর।

পরাশরীর কোমল স্পর্শে তাকালেন বিদুর স্ত্রীর দিকে।

'পঞ্চপাণ্ডবের উপর আস্থা রাখ, দেখবে কোন বিপদই ওদের স্পর্শ করবে না,' পরাশরী বললেন।

স্ত্রীর হাতে হাত রাখলেন বিদুর, তারপর স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'সে আস্থা আমার যে নেই তা নয়, পরাশরী। পঞ্চপাণ্ডবেরা পাঁচ ভাইই মহাবীর, পরম ন্যায়াশ্রয়ী। অগ্রজ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভাইদের সত্যের পথে ঠিকই চালনা করবে। অন্যায় চিন্তা ওরা করেনা। আমার শুধু আজ ইচ্ছে হচ্ছে মহর্ষি বেদব্যাস যদি আজ এই হস্তিনাপুরে হাজির থাকতেন তাহলে তাঁর অমূল্য উপদেশ আমার পাথেয় হত।'

'মহর্ষি ব্যাসদেবের আশীর্বাদ তো সবসময়েই তোমার আর পাণ্ডবদের উপর বর্ষিত হয়ে চলেছে, তবে এত চঞ্চল হচ্ছ কেন?' পরাশরী বললেন।

'চঞ্চলতার কারণ আছে, পরাশরী। এক চরম ষড়যন্ত্র লালিত হয়ে চলেছে পাণ্ডবদের সর্বনাশ সাধনের জন্য। বারণাবত যাত্রা তারই সূচনা মাত্র। আমাকে সতর্ক থাকতেই হবে, প্রিয়া, সতর্কতাই হবে পাণ্ডুপুত্রদের রক্ষার প্রথম উপায়।'

উঠে দাঁড়ালেন বিদুর।

'কোথায় যাচ্ছ?' পরাশরীও উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন।

সস্নেহে তাকালেন বিদুর।

'ঠিকই ধরেছ, বিশ্রামের অবকাশ এক মুহূর্তও নেই। আমাকে এখনই জানতে হবে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধন কোন খেলায় মেতে উঠেছে—।'

স্বামী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পরাশরী চিন্তিত ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইলেন।

কোথায় যেন কর্কশ স্বরে মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে রাতজাগা পাখিরা।

নিদ্রাহীন মহামন্ত্রী বিদুর। হয়তো এই মুহূর্তে সারা নগরে তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি নিদ্রার কোলে আশ্রয় নিতে পারেন নি। অবশ্য এ রাত্রি জাগরণের এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

সকালে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ বারবার মনকে নাড়া দিয়ে চলেছে হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী বিদুরের মনকে। নিশীথ এই অন্ধকার রাতে বিদুরের কাছে আসবে তারই এক অতি বিশ্বস্ত অনুচর। তারই অপেক্ষায় নিদ্রাহীন ভাবে অপেক্ষা করছেন বিদুর।

রাতের এই অন্ধকার অবশ্য বেছে নেওয়ার কারণও রয়েছে। যুবরাজ দুর্যোধনই এর কারণ। বিদুর জানেন তার সমস্ত কার্যকলাপ গোপনে চরের মাধ্যমে জেনে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সে। দিনে কোন অনুচরের সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা করা নেহাতই অসম্ভব, সে খবর নিশ্চিতভাবেই পৌঁছে যাবে দুর্যোধনের কানে।

রাতের অন্ধকারে অনুচরের সঙ্গে এই গোপন দেখা করার কথা বিদুর তাঁর স্ত্রীকেও জানিয়েছেন। স্ত্রীকে শয্যার আশ্রয় নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে তাই অপেক্ষা করে চলেছেন বিদুর।

গোপনে তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত অনুচরকে বিদুর বলে দিয়েছেন সতর্কভাবে দুর্যোধনের সমস্ত কার্যকলাপ লক্ষ্য করে তাঁকে সংবাদ দিতে। বিশেষ কেউ দুর্যোধনের কাছে আসে কিনা, বা সে কোন অনুচরকে কারও কাছে পাঠায় কিনা এটাই বিশেষভাবে খোঁজ করতে অনুচরকে বলেছেন বিদুর।

উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন বিদুর। শুক্লপক্ষের রাত। চাঁদের মিষ্টি রুপোলি আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, যেন এক মোহময়

মায়াজাল বিস্তৃত চারপাশে। কিন্তু এই অপার্থিব স্বর্গীয় সৌন্দর্য উপভোগ করার মত মনের অবস্থা ছিলনা মহামন্ত্রী বিদুরের। তাঁর কাছে প্রত্যেকটি মুহূর্তই মূল্যবান। তাঁর কৌশলী সতর্কতাই হবে বারণাবতে পাণ্ডবদের জীবনরক্ষার চাবিকাঠি। ষড়যন্ত্রের অকুস্থল বারণাবত নয়, হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদ।

রাত একপ্রহর পার হয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। বিদুর জানেন কথামত তার অনুচর এখনই যে কোন সময়ে এসে পড়বে। কিন্তু সে কি তাঁর আদেশ মত খবর সংগ্রহে সক্ষম হতে পেরেছে? কে জানে?

বেশিক্ষণ অবশ্য অপেক্ষা করতে হলনা বিদুরকে। দরজায় সাঙ্কেতিক শব্দ জেগে উঠল একটু পরেই।

বিদুর ধীর পায়ে অস্পষ্ট আলো আঁধারির মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেউড়ি উন্মুক্ত করলেন।

ছদ্মবেশী, তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর ভিতরে প্রবেশ করতেই দরজা বন্ধ করে তাকে এক নিরালা কক্ষে নিয়ে গেলেন বিদুর। ঘরে শুধু মাত্র একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। এর চেয়ে জোরালো আলো প্রাসাদে কারও সন্দেহ উদ্রেক করুক চাননা বিদুর। তিনি জানেন এ প্রাসাদের দেয়ালেরও কান আছে, চোখ আছে।

'কোন খবর সংগ্রহ করতে পেরেছ, সুভদ্র?' প্রশ্ন করলেন বিদুর।

'আপনার আদেশ মতই কাজ করেছি, মহামন্ত্রী, আর সফলও হয়েছি', অনুচর লোকটি সবিনয়ে বলল।

'কেউ তোমাকে কোন রকম সন্দেহ করেনি তো?'

'না, মহামন্ত্রী। আমি অত্যন্ত সতর্ক ছিলাম।'

'বেশ, এবার বল কি জানতে পেরেছ? বিদুর বললেন।

'যুবরাজ দুর্যোধন তার প্রিয় অনুচর মন্ত্রী পুরোচনকে ডেকে পাঠিয়ে গোপন পরামর্শ করেছেন, মহামন্ত্রী।'

'পুরোচন?' বিদুর একটু চমকিত না হয়ে পারলেন না। তিনি জানেন পুরোচন অতি কৌশলী আর করিৎকর্মা। সুচতুরও বটে।

'হ্যাঁ, মহামন্ত্রী বিদুর। যুবরাজ দুর্যোধন দীর্ঘ সময় তার সঙ্গে

নিজের মহলে গোপন পরামর্শ করেছেন। তবে পরামর্শ কি বিষয়ে জানতে পারিনি,' অনুচর জানাল।

'না, সেটা তোমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা', অন্যমনস্কভাবে বললেন বিদুর। 'কিন্তু, তার পরের ঘটনা কি রকম জানতে পেরেছ?'

'পেরেছি, মহামন্ত্রী', অনুচর উত্তর দিল। 'পুরোচন আজই মধ্যাহ্নে চারটি দ্রুতগামী অশ্বতরবাহিত রথে কোথায় যেন রওয়ানা হয়ে যায়। আমি তাকে বেশ উৎফুল্লই দেখেছি। তার সঙ্গে রয়েছে হস্তিনাপুরের চারজন দক্ষ কারিগর।'

'কারিগর? কিসের কারিগর, সুভদ্র?'

'গৃহনির্মাণের কারিগর, মহামন্ত্রী।'

'গৃহ তৈরির কারিগর?' চাপা উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন বিদুর তারপর ঘরে পায়চারি করতে শুরু করলেন। তারপর আবার বসে পড়ে বললেন, 'এবার অনুমান করতে পারি পুরোচন কোথায় যেতে পারে। হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবেই সে রওয়ানা হয়েছে বারণাবতের দিকে। তার উদ্দেশ্যও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি। বারণাবতে বিশেষ পদ্ধতিতে কোন গৃহনির্মাণই এসবের উদ্দেশ্য। সে গৃহে পাণ্ডবদের থাকার ব্যবস্থা করবে পুরোচন। এ গৃহ হবে দাহ্য পদার্থে তৈরি জতুগৃহ।'

'আমি এবার বিদায় নিতে পারি, মহামন্ত্রী?' বিদুরের অনুচর বলল।

'ওঃ অবশ্যই, সুভদ্র', বিদুর বললেন। 'তোমার এ উপকার কোন-দিনই ভুলতে পারব না। তুমি আজ আমার বুক থেকে পাষাণভার নামিয়ে দিয়েছ। এই নাও সামান্য উপহার—,' বিদুর নিজের গলা থেকে সোনার হার খুলে অনুচরের হাতে দিলেন। 'খুব সাবধান, তুমি যে রাতের অন্ধকারে আমার কক্ষে এসেছ একথা কোনভাবেই কেউ যেন জানতে না পারে। ভবিষ্যতেও চোখ কান খোলা রেখ আর জানাবার মত কিছু থাকলে সঙ্গে সঙ্গেই জানিও।'

অনুচর বিদুরকে প্রণাম জানিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'আমি আপনার আর পাণ্ডবভ্রাতাদের সেবক মহামন্ত্রী বিদুর।

আমি সতর্ক থাকব।'

অনুচর রাতের অন্ধকারে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে বিদুর ঘৃতের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে চন্দ্রালোকিত পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন ঘরের জানালার সামনে এসে।

তাঁর মুখ দিয়ে স্বগতোক্তি বেরিয়ে এল, 'হায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, আপনি জানেন না যে আগুন আপনি জতুগৃহে দুর্যোধন আর শকুনির প্ররোচনায় জ্বালাতে চলেছেন সে আগুনে দগ্ধ হবে আপনারই হাত। আর সেই অনল ছারখার করে দেবে আপনার সংসার, রাজসিংহাসন আর কুরুবংশ! কেউ আজ এ ভবিতব্যকে রোধ করতে পারবে না। আপনি চোখ না থাকায় অন্ধ, কিন্তু দুর্যোধন চোখ থেকেও তাই। যে সর্বনাশের বীজ সে রোপন করতে চলেছে, তাতে পাণ্ডবরা নয়, ধ্বংস হবে সে নিজেই—।'

ক্লান্ত পায়ে শয্যার দিকে এগিয়ে গেলেন বিদুর। শয্যায় আশ্রয় নিয়েও ঘুম এলনা বিদুরের। পাশে নিদ্রিত স্ত্রীকে একটু দেখে নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন তিনি।

কাজ তার অনেকটা বেড়ে গেল সন্দেহ নেই। নিষ্ঠুরতায় কোন জুড়ি নেই দুর্যোধনের। পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা সুযোগ পেলেই সে যে নিশ্চিতভাবেই করবে কোন তর্কের অবকাশ এতে নেই।

সঙ্গে পুরোচন রয়েছে এই সময়, সে মহাধুরন্ধর, কূটবুদ্ধিতে পারদর্শী। ছলে বলে কৌশলেই সে পাণ্ডবদের তুষ্ট করে জতুগৃহ তৈরী করে তাদের বাসের ব্যবস্থা করবে। সরল বিশ্বাসেই পাণ্ডু-পুত্ররা আর কুন্তীদেবী সেখানে বাসও করবে আর সুযোগ এসে পড়লেই সেই গৃহে অগ্নিসংযোগ করবে দুরাত্মা পুরোচন।

শিউড়ে উঠলেন বিদুর। মৃত্যু আসবে অতর্কিতে, ভয়ঙ্কর ভাবে। কোনক্রমেই আত্মরক্ষা সম্ভব হবেনা পাণ্ডবদের! তাহলে এইই কি হবে পরিণাম ওদের?

'না, না, কখনও পাণ্ডুপুত্রদের এই ভয়ঙ্কর পরিণতি আমি জীবিত

থাকতে মেনে নিতে পারি না,' স্বগতোক্তি করে উঠে বসলেন আবার বিদুর। 'একটা পথ আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু সে উপায় কি হবে?'

স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে পরাশরীর ঘুম ভেঙে গেলে তিনি উঠে বসলেন। 'একি, এখনও ঘুমোও নি?' তিনি স্বামীর হাতে হাত রেখে প্রশ্ন করলেন।

'না, প্রিয়া, ঘুম আমার আসবে না। পাণ্ডবদের সুরক্ষার ব্যবস্থা না করলে আমাকে চিরদিনই হয়তো নিদ্রাহীন রাত কাটাতে হবে,' বিদুর আপন মনেই যেন বলে চললেন। 'এ প্রাসাদের আবহাওয়া মৃত্যুগন্ধী, বাতাসে হিংসার বিষ—।'

'আজ কোন নতুন ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছ তাই না?'

'হ্যাঁ, ভয়ানক, কালান্তক সে পরিকল্পনা! শুনলে তুমি আতঙ্কে শিউড়ে উঠবে, পরাশরী। পাণ্ডবদের কুন্তীদেবীর সঙ্গে সম্ভবতঃ জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করতে চলেছে দুষ্টমতি দুর্যোধন। অথচ হস্তিনাপুরের কেউই তা জানে না, কল্পনাও করতে পারবে না তারা কি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে দিতে চলেছে দুর্যোধন! জতুগৃহ তারই রূপরেখার চরম উদাহরণ।'

'কি হবে তাহলে? কেমন করে ওদের বাঁচাবে?' উদ্বেগে ভেঙে পড়লেন পরাশরী। স্ত্রীর কাঁধে সস্নেহে হাত রাখলেন বিদুর।

'উপায় একটা করবই পরাশরী, বৃথাই না হলে এই পার্থিব জীবন,' বিদুর উত্তর দিয়ে স্ত্রীকে সান্ত্বনা জানালেন।' আমি জানি যুধিষ্ঠির প্রাজ্ঞ, বিদ্বান আর বুদ্ধিমান। সে অবশ্যই তার চোখ কান খোলা রেখেছে। উপায় আমিও একটা চিন্তা করে ঠিক করতে পেরেছি, যথা সময়ে ওদের তা জানিয়ে দেব, ভেবোনা। আগামীকাল সকালে পাণ্ডবভ্রাতারা আর কুন্তীদেবী বারণাবত রওয়ানা হবেন। উপযুক্ত মুহূর্তে সাঙ্কেতিক বাক্যেই আমি তাদের আত্মরক্ষার প্রাথমিক উপায় নিশ্চয়ই নির্দেশ করতে পারব। তারপর পরের কাজ—।'

'আমি জানি তুমি সফল হবে,' পরাশরী বললেন। 'এবার বাকি

রাতটুকু একটু ঘুমিয়ে নাও।'

'তাই ভালো', বিদুর উত্তর দিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিলেন আবার।

আবার এক প্রভাতের উদয় হল হস্তিনাপুরে। সোনালী আলোয় উদ্ভাসিত নগরের পথে যথারীতি কর্মচাঞ্চল্যও জেগে উঠতে দেরি হল না। নগরবাসীরা কেউই জানেনা তাদের প্রিয় পঞ্চপাণ্ডবেরা আজই এক নির্বাসনে যাত্রা করতে চলেছে একটু পরেই। প্রকৃত রহস্য তাঁরা জানলে কি হত বলা যায়না।

বিদুর শয্যাত্যাগ করেছেন অনেক আগেই। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি তার চোখে স্পষ্ট হলেও তাঁর ব্যস্ততার সীমা ছিলনা।

আজই সেইদিন। এমন একদিনের কথা আবার মনের পটে জেগে না উঠে পারে না ধর্মাত্মা বিদুরের। সেদিনও এই হস্তিনাপুর ত্যাগ করে আপাতদৃষ্টির স্বেচ্ছা নির্বাসন বেছে নিয়েছিলেন শান্তনু বংশের গৌরব মহারাজ পাণ্ডু। কুন্তী ও মাদ্রী, এই দুই মহিষীর হাত ধরে মহারাজ পাণ্ডু বনগমন করেছিলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের মাথায় রাজমুকুট তুলে দিয়ে। এরপর একদিন ফিরে এসেছিল হস্তিনাপুরে পাণ্ডুর মৃতদেহ।

না, না, এই অমঙ্গল চিন্তা করতে চাননা বিদুর। জোর করেই মন থেকে এই চিন্তাকে দূর করে দিতে চাইলেন বিদুর। এখন অতীত রোমন্থন করার কণামাত্র সময় নেই। রূঢ় বাস্তব মুখব্যাদান করে এগিয়ে আসছে, এর মোকাবিলা করাই তাঁর একমাত্র কর্তব্য। আজ, এই অশুভ লগ্নে পাণ্ডবদের রক্ষার মন্ত্রগুপ্তি জানা আছে শুধুমাত্র তাঁরই—হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রীর।

ঠিক এই সময় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কি ভেবে চলেছেন জানেন না বিদুর, তবে তিনি ভালভাবেই দুর্যোধনের মন পড়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু দুর্যোধন কি জানে তাঁর মনে কি আছে? বিদুরের মন পাঠ করতে পারলে দুর্যোধন নিঃসন্দেহে তাঁকে হত্যা করতেও বোধ হয় কুণ্ঠিত হতনা।

কিন্তু আর নষ্ট করার মত সময় হাতে নেই জেনেই বিদুর রাজসভায়

যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে নিলেন।

বাতাসে কি আজ ষড়যন্ত্রের গন্ধ? পাণ্ডবদের এই নির্বাসন কি অনিবার্য ছিল? মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অতি কৌশলী, পাণ্ডুপুত্রদের বারণাবত গমনকে তিনি কখনই নির্বাসন আখ্যা দেবেন না।

রাজসভায় যাওয়ার মুখে বিদুর একবার শুধু ভাবলেন মহামতি ভীষ্মের সঙ্গে একবার আলোচনা করা কি যুক্তিসঙ্গত হবে?

পরক্ষণেই এই চিন্তা ত্যাগ করলেন বিদুর। তিনি ভাবলেন তাতে হিতে বিপরীত ঘটে যাওয়াও অসম্ভব না হতে পারে। এসময় মন্ত্রগুপ্তিই হবে আসল অস্ত্র। দুর্যোধনের কুটিল ষড়যন্ত্রের নাড়ীনক্ষত্র আজ সম্ভবতঃ আর অজানা নেই বিদুরের। এ সম্পর্কে কাউকেই কণামাত্র আঁচ করতে দেওয়া ঠিক হবেনা, এমন কি মহামতি, কুরু-বংশের সর্বোজ্যেষ্ঠ ভীষ্মকেও নয়।

চিন্তাকুল হয়েই আজ রাজসভায় ঢুকলেন বিদুর। অন্য প্রতিটি দিনের মতই আপাত অচঞ্চল সমগ্র রাজসভা। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এখনও সভায় আসেন নি। তবে ঘোষক সবেমাত্র ঘোষণা শেষ করেছে মহারাজ আসছেন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধীর পদক্ষেপে রাজসভায় প্রবেশ করলেন একজন অনুচরের কাঁধে হাত রেখে। বিদুর এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলেন, তারপর ধৃতরাষ্ট্রের হাত ধরে সিংহাসনে বসতে সাহায্য করলেন। নিজের আসনে বসার ফাঁকে রাজসভায় উপস্থিত সকলকে একবার দেখে নিলেন বিদুর। কৌরব বংশের প্রত্যেকেই উপস্থিত। দুর্যোধন যেন অতিমাত্রায় খুশি। মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য সকলেই নিজের নিজের আসনে উপবিষ্ট। ভীষ্ম যেন সামান্য চিন্তান্বিত। হয়তো পাণ্ডবেরা কিছুদিনের জন্য ভ্রমণে যাবে ভেবেই। তিনি যে তাদের প্রকৃত একজন শুভাকাঙ্ক্ষী এতে তো কোন সন্দেহ হওয়ার কারণ নেই। কিন্তু ভীষ্ম জানেন না এর পিছনে কি ভয়ঙ্কর চক্রান্ত আছে।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র একসময় বলে উঠলেন, 'আজ আমার মন একটু

চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমার প্রিয় পাণ্ডুপুত্রেরা বারণাবতে কিছুদিন কাটিয়ে আসতে চলেছে। তাদের অদর্শন জনিত চিন্তাই আমাকে ভাবনায় ফেলতে চাইছে।'

বিদুর মনে মনে বিষাদের হাসি হাসলেন। হায় মহারাজ, এ কপটতার কি কোন প্রয়োজন আছে? আপনি ভালই জানেন প্রায় জোর করেই দুর্যোধনকে সন্তুষ্ট করার জন্য আপনি যুধিষ্ঠিরকে বারণাবতে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজি হতে বাধ্য করেছেন।

ধৃতরাষ্ট্রের কপটতার তখনও আরও বাকি ছিল। তিনি বিদুরকে কাছে ডাকতে সেটা প্রকট হল।

'ভাই, বিদুর,' ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'চক্ষুষ্মান হলে আমিও বারণাবতে পাণ্ডুপুত্রদের সঙ্গী হতাম। তবু ওদের আনন্দেই আমার সুখ। তুমি দেখ, ওদের যাত্রায় যেন কোন বিঘ্ন না হয়। রথ প্রস্তুত আছে তো, বিদুর?'

'হ্যাঁ, মহারাজ!' বিদুর জানালেন, 'অশ্ববাহিত রথ প্রস্তুত আছে।'
ঘোষক তখনই ঘোষণা করল পাণ্ডুপুত্ররা, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল সহদেব আর তাঁদের জননী কুন্তীদেবী বারণাবত রওয়ানা হওয়ার জন্য মহারাজের কাছে আশীর্বাদ চাইতে আসছেন।

বিদুরের শরীরে যেন বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে গেল। সেই লগ্ন এসে পড়েছে। কিন্তু পাণ্ডুপুত্রদের কাছে তাঁর মনের কথা সোজাসুজি ব্যক্ত করার কোন উপায় নেই। দুর্যোধন আর শকুনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব দিকে নজর রাখছে কোন সন্দেহ নেই। এখন কৌশলে তার উপদেশ জানাতে হবে যুধিষ্ঠিরকেই, আর কাউকে নয়। যুধিষ্ঠির ম্লেচ্ছ ভাষায় পারঙ্গম, সঙ্কেতের মধ্য দিয়ে ওই ভাষাতেই সংক্ষেপে সব জানাতে হবে।

সভার মধ্যে ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন যুধিষ্ঠির আর কুন্তী। পিছনে বাকি চার ভাই।

যুধিষ্ঠির অগ্রসর হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম জানালেন। সঙ্গে বাকি সকলে।

'জ্যেষ্ঠতাত, বারণাবতে রওয়ানা হওয়ার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি.' যুধিষ্ঠির বললেন।

'তোমাদের কল্যাণ হোক, তোমরা নিরাপদে কিছুদিন কাটিয়ে এস, এই আশীর্বাদ করি.' ধৃতরাষ্ট্র বললেন।

নিরাপদেই বটে! ভাবলেন বিদুর।

পঞ্চপাণ্ডব এবার বয়োজ্যেষ্ঠ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য আর কৃপাচার্যকেও প্রণাম করলেন।

এবার বিদুরের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন যুধিষ্ঠির। বিদুরের সারা মন অনুশোচনায় ভেঙে যেতে চাইছিল। স্পষ্ট ভাষায় কিছু জানানোর উপায় নেই। আরও একটু অপেক্ষা তাঁকে করতেই হবে। রথে ওঠার মুহূর্তই হবে উপযুক্ত সময়।

রাজসভার বাইরে সুসজ্জিত রথের দুপাশে পথের উপর অসংখ্য মানুষের ভিড় যেন উপচে পড়ছে। আবালবৃদ্ধবণিতা কেউই বাদ নেই। বিদুর অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে রাজসভা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে পাণ্ডবরা কুন্তীর সঙ্গে রথের দিকে। আচমকাই বিদুর লক্ষ্য করলেন হস্তিনাপুরের বয়োজ্যেষ্ঠ কয়েকজন ব্রাহ্মণ এগিয়ে আসছেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। তারা বেশ উত্তেজিত। ব্রাহ্মণেরা যুধিষ্ঠিরকে কিছু বলতে চাইছেন, শুনতে পেলেন না বিদুর, তবে আন্দাজ করতে পারলেন. ব্রাহ্মণেরা নিন্দা করছিলেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবদের বারণাবতে পাঠানোর চক্রান্তের জন্য। তারাও পাণ্ডবদের সঙ্গী হতে চাইছিলেন।

বিদুর দেখলেন যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের প্রণাম জানিয়ে বুঝিয়ে তাদের নিরস্ত করেছে।

এবারই অবসর। সকলে পাণ্ডবদের বিদায় জানাতে ব্যস্ত। বিদুর কাছে এগিয়ে গেলেন। তিনি ভালভাবেই জানেন কাছাকাছিই রয়েছে দুর্যোধনের গুপ্তচর। বিদুর তাই ম্লেচ্ছ ভাষায় সম্বোধন করলেন যুধিষ্ঠিরকে।

'যুধিষ্ঠির, মানুষ মরণশীল, কিন্তু যে জ্ঞানবান, নীতিশাস্ত্রবিদ, সব কিছুই যে লক্ষ্যণীয় মনে করে বিপদ তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না। এই নীতিশাস্ত্রবিদ পুরুষের একমাত্র কর্তব্য অনাগত বিপদ থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হওয়া। দাবানল সৃষ্টি হলে তৃণের অভ্যন্তরে বিবর খনন করে আশ্রয় নিলে অগ্নি তার কোন ক্ষতি করতে পারেনা, সে দগ্ধও হয়না। একথা যে জানে যে মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে পারে। শত্রু যত ক্ষুদ্রই হোক সে শত্রু, শত্রুর কাজ কুমন্ত্রণা দান করা, এই কুমন্ত্রণা অনেক সময়েই নিদারুণ ক্ষতিরও কারণ হয়ে ওঠে। একথা যার অজানা থাকেনা কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারে না।

'একমাত্র দৃষ্টিহীন মানুষ দিকভ্রম করে। সে পথ চিনতে সক্ষম হয় না, কারণ, তার সে ক্ষমতা থাকেনা। যে অধীর, তারও প্রজ্ঞা কাজ করেনা। সেও দিকভ্রম করে থাকে। এর বেশি বলা সম্ভব নয়, এর অর্থ অবশ্যই তোমার পক্ষে জেনে নেওয়া সম্ভব হবে। যে সব সময় পথ পরিক্রমা বা ভ্রমণে দক্ষ, যে জিতেন্দ্রিয়, সে কখনও অবসাদে ভেঙে পড়ে না! হে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, আমার সাঙ্কেতিক বাক্য নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

যুধিষ্ঠির মুখ তুলে বিদুরের দিকে তাকাতেই বিদুরের মন আনন্দে পরিপূর্ণ না হয়ে পারলনা। পরমে প্রশান্তিতে সমস্ত দেহ মন ভরে গেল মহাধার্মিক বিদুরের। যুধিষ্ঠির যখন উত্তর দিলেন 'বুঝেছি', এই একটি মাত্র শব্দেই সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান হল বিদুরের, তিনি হাসিমুখে আশীর্বাদ করলেন তাকে।

যাত্রা লগ্ন এগিয়ে এল।

রথে উঠলেন যুধিষ্ঠির কুন্তীর সঙ্গে। তাদের পেছনে বাকি চারজনেও। মুহূর্তের মধ্যে বায়ু বেগে ছুটে চলল রথ! রথ ক্রমে দৃষ্টির আড়ালেও চলে গেল বিদুরের। মনের মধ্যে এই প্রথম কেমন যেন এক অপার শূন্যতা টের পেলেন বিদুর। পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তীদেবীর অদর্শনে কিভাবে সময় কাটাবেন এই কথা ভাবতে ভাবতেই আবার ফিরে

চললেন বিদুর। এখন ভবিষ্যতই বলতে পারে কি ঘটতে চলেছে।
সারা হস্তিনাপুরের মানুষও বিষণ্ণ বুঝলেন বিদুর।
রাজসভা ত্যাগ করে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নিজের মহলে ফিরে গেছেন।
মহামন্ত্রী বিদুরের জন্য অপেক্ষা করেন নি। তাতে খুশিই হলেন
বিদুর। ঠিক এই মুহূর্তে কোন কপটতা তার ভাল লাগত না।
নিজের কক্ষে ফিরে এলেন বিদুর।
তাঁর কাজ শেষ হয়নি, একমাত্র প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। এবার
দ্বিতীয় পর্ব শুরু করতে হবে। একান্ত বিশ্বাস ভাজন খনককে এই
লগ্নেই ডেকে পাঠাতে হবে সেই হবে এই চরম বিপদের কাণ্ডারী।

শুক্লপক্ষের একাদশীর চাঁদ সারা হস্তিনাপুরের উপর যেন হালকা
রুপোলী চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। এমন কোমলস্পর্শে মন ভরে ওঠে।
রাত সবেমাত্র একপ্রহর অতীত হয়েছে। ইতিমধ্যেই নগরের
মানুষ বিশ্রাম সুখে বিভোর। আজও নিদ্রাহীন হস্তিনাপুরের
মহামন্ত্রী বিদুর। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কারও অপেক্ষা করে
চলেছেন তিনি।
এই মুহূর্তে বিদুরের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তার একান্ত বিশ্বস্ত
খনকের। সকালে খনককে বিশেষ অনুচরের মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়ে
ছিলেন বিদুর রাত একপ্রহর পার হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে দেখা
করতে। হয়তো এর প্রয়োজন ছিলনা, দিনের বেলাও দেখা করার
প্রশস্ত সময় অবশ্যই ছিল। দুর্যোধন আনন্দে উৎফুল্ল, তাই হয়তো
বা কিছুটা নিরুদ্বেগ। শত্রুপক্ষকে হস্তিনাপুর থেকে খুব সহজেই
সরানো সম্ভব হয়েছে, ভয় পাওয়ার কারণ আর নেই।
কিন্তু ঝুঁকি নিতে চাননি বিদুর। তাঁর কাজের উপরই নির্ভর করছে
ছটি নিরপরাধ মানুষের জীবন। দুর্যোধন কুটিল, নিষ্ঠুর, কে বলতে

পারে সে কী করে চলেছে।

পরাশরী শয্যায় আশ্রয় নিলেও ঘুমোননি। স্বামীর মত তিনিও উদ্বিগ্ন, তাই এক সময় তিনি পাশে এসে হাতে হাত রাখলেন বিদুরের।

'ও, তুমি—', বিদুর বললেন। 'এখনও ঘুমোও নি?'

হাসলেন পরাশরী। 'হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী বিনিদ্র রাত কাটাতে পারলে তাঁর স্ত্রী কি পারে না?'

'অবশ্যই পারে,' স্মিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন বিদুর।

'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম—', পরাশরী বললেন।

'কি তোমার জিজ্ঞাস্য, বল?'

'তোমার কাছে যা শুনেছি দুর্যোধন জতুগৃহ তৈরি করে তারই মধ্যে পাণ্ডুপুত্র আর কুন্তীদেবীকে পুড়িয়ে মারতে চায়, ভাবছি ওরা সেই জতুগৃহে বাস না করলেই তো পারে? এতে বিপদ এড়ানো যেতে পারে নিশ্চয়ই।'

'ভুল ধারণা তোমার প্রিয়া,' উত্তর দিলেন বিদুর। 'পঞ্চপাণ্ডব আজ সহায়হীন, রাজ্যের প্রধানরা আজ দুর্যোধনের বশীভূত, সেনাদল তারই আজ্ঞাবহ। জতুগৃহ নিমিত্ত মাত্র। এ উপায় ব্যর্থ হলে দুর্যোধন অন্য যে কোন উপায়েই পাণ্ডুপুত্রদের হত্যা করতে কণামাত্র দ্বিধা করবে না। আমি নিশ্চিত দুর্যোধন সেই ব্যবস্থাই করেছে। আমার একমাত্র চিন্তা দুর্যোধন আগুন লাগানোর জন্য কোন সময় বেছে নেবে। সময় তাই বড় কম, পরাশরী—।'

বিদুরের কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজায় বেজে উঠল সাঙ্কেতিক কোন শব্দ।

'তুমি বিশ্রাম নাও, পরাশরী, আমি খনকের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে নিই,' বিদুর স্ত্রীকে একথা বলেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজা উন্মুক্ত করতেই ছদ্মবেশী খনক ঘরে ঢোকার পর বিদুর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

'প্রণাম, মহামন্ত্রী বিদুর', খনক অভিভাবদন জানাল বিদুরকে।
'কল্যাণ হোক তোমার.' বিদুর বললেন। 'আসন গ্রহণ কর, খনক।'
দুজনে মুখোমুখি বসতেই ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালালেন বিদুর।
'আমাকে কেন আহ্বান করেছেন, মহামন্ত্রী, বলুন, কোন কাজ সমাধা করতে হবে?' খনক বলল।
'বলছি. সেই কারণেই তোমাকে ডেকেছি', বিদুর বললেন। 'তুমি কি জান, খনক, কোন গৃহে অগ্নিভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ কি?'
'জানি. মহামন্ত্রী। গৃহের মধ্যে গর্ত তৈরি করাই শ্রেষ্ঠ পথ। ইঁদুর এই পথেই বেঁচে থাকে।'
'চমৎকার তুমি একদিনে কতখানি পরিমাণ গর্ত কাটতে সক্ষম?' বিদুর বললেন।
'শিব সহায় থাকলে দৈনিক দুই সহস্র হাত বিবর খনন করতে পারি', খনক সগর্বে উত্তর দিল।
বিদুর এই উত্তর শোনার পর উঠে দাঁড়িয়ে খনকের কাঁধে হাত রাখলেন।
'সৌম্য, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে, আশা করি তা পূরণ করবে', বিদুর বললেন 'আর তোমাকে যা বলব তা জীবন বিপন্ন হলেও প্রকাশ করবে না।'
'প্রভু, আমি আপনারই সেবক, যে কাজ আমাকে করার আদেশ দেবেন জীবনপণ রেখেই তা আমি সম্পন্ন করব। 'কারো কাছে কোন কথা প্রকাশও করব না।'
'আমি সেকথা জানি বলেই তোমাকে ডেকেছি', বিদুর স্নেহার্দ কণ্ঠে বললেন। 'শোন, এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের ভার আমি তোমাকে অর্পণ করতে চাই, আর তা এই মুহূর্তেই। তুমি জান, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর তাঁদের জননী কুন্তীদেবী বারণাবত নগরে ভ্রমণে গিয়েছেন?'
'হ্যাঁ, মহামন্ত্রী।'
'বেশ। শোন, যুবরাজ দুর্যোধন চক্রান্ত করেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে

দিয়ে তাঁদের বারণাবতে পাঠিয়েছে। সেখানে তাঁর মন্ত্রী পুরোচন তাঁদের জন্য ঘৃত, লাক্ষা, তৈল, শন, জতু, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে এক জতুগৃহ তৈরী করেছে। এর উদ্দেশ্য হল সুযোগ এলেই ওই গৃহে অগ্নি সংযোগ করে পঞ্চপাণ্ডব আর তাঁদের জননীকে দগ্ধ করে হত্যা করা। হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসন নিষ্কণ্টক করাই তাঁর উদ্দেশ্য।'

'কি ভয়ানক!' খনক বলে উঠল।

'হ্যাঁ, অতি ভয়ানকই,' বিদুর বললেন। 'এবার তোমার উপরেই নির্ভর করছে ওঁদের জীবন। তুমি কাল প্রত্যুষেই বারণাবত যাত্রা করবে আর সেখানে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দেবে। প্রমাণ হিসাবে বলবে আমি তাঁকে যাত্রাকালে যা বলে-ছিলাম তিনি তার উত্তরে 'বুঝেছি' এই উত্তর দেন। এরপর তোমার কাজ হবে ওই গৃহের মেঝেয় নিচে বিবর খনন করে পঞ্চপাণ্ডবদের পালানোর সুব্যবস্থা করে রাখা, যাতে গৃহে আগুন লাগামাত্র তাঁরা পালানোর সুযোগ পায়। এছাড়া পুরোচন বা তার কোন অনুচর ওই বিবরের অস্তিত্ব যাতে টের না পায় সে জন্য গর্তের মুখ কৌশলে ঢেকে রাখারও ব্যবস্থা করবে। তুমি বারণাবতবাসীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সেখানে বাস করবে, আর জতুগৃহ ধ্বংস হলে সকলের সঙ্গে মিশে থেকে ওই গোপন পথের অস্তিত্ব লুপ্ত করবে যাতে কারও সন্দেহ না জাগতে পারে। আমার অনুমান পুরোচন আগামী অমাবস্যার অন্ধকার দিনটিই এই পাপকাজের যোগ্য দিন বলে মনে করে। এর আগে সে পাণ্ডবদের বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা করবে। তবুও আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। তোমার তৈরী সুড়ঙ্গপথই হবে পাণ্ডবদের উদ্ধারের পথ।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মহামন্ত্রী,' খনক উত্তর দিল, 'দুই দিবসের মধ্যেই আমি এমন গহ্বর ও সুড়ঙ্গ পথ তৈরী করব যার মধ্যে পাণ্ডবেরা ও মাতা কুন্তীদেবী আশ্রয় নিতে পারবেন আর আশু সময়ে বহুদূর নিষ্ক্রান্তও হতে পারবেন।

'বেশ, তুমি তবে প্রস্তুত হয়ে আগামীকাল সকালেই রওয়ানা হও। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন,' বিদুর বললেন। 'তবে সতর্ক থেকো কোনভাবেই তোমার পরিচয় যেন কেউ না জানে।'

খনক উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানাল বিদুরকে, তারপর বিদায় নিল।

রাত দুই প্রহর কেটে গেছে ইতিমধ্যে। গত সাতদিনের মধ্যে বিদুর এই প্রথম একটু মানসিক শান্তি লাভ করেছেন বলেই তাঁর মনে হল। গত এক সপ্তাহে তাঁর চোখে ঘুম ছিলনা, হৃদয়ও হয়েছিল উদ্বেলিত, পরম আপনার জন পাণ্ডুপুত্রদের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি মানসিক স্থৈর্যও যেন হারাতে বসেছিলেন। এখন সব কিছু নির্ভর করছে খনকের উপর। সে কি পারবে এমন গুরুদায়িত্ব পালন করতে ?

ভাবনার অতল দোলায় দোলায়মান হয়েই শয্যার আশ্রয় নিলেন হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী বিদুর। একসময় তাঁর চোখে ঘুমও নেমে এল। নিদ্রার কোমল স্পর্শে সমস্ত দেহমন শীতল, শিথিল হয়ে এল বিদুরের একটু একটু করে। গভীর অজ্ঞানতায় ডুবে গেলেন তিনি।

অন্ধকার বনপথে ছুটে চলেছিলেন বিদুর। কেউ কোথাও নেই। মাঝে মাঝে কোথায় যেন কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠছিল রাতজাগা পাখিরা।

উদভ্রান্তের মত ছুটছিলেন বিদুর। হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রীর দেহে ছিন্ন পোশাক, মাথার চুল অবিন্যস্ত। এই নির্জন অরণ্যে তার গন্তব্য কোথায় তিনি নিজেও বোধ হয় জানেন না।

হঠাৎই এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন বিদুর। উন্মাদের মত দৃষ্টি মেলে ধরলেন চারপাশে। প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে তার চারদিকের সমস্ত এলাকা, কেমন যেন রক্তিম আভা জেগে উঠছে সামনে কোন জায়গা থেকে।

পাগলের মত তাকালেন অসহায় ভঙ্গীতে বিদুর। রক্তিম সেই

আভা কোন অজ্ঞাত জায়গা থেকে সারা বনাঞ্চলকেই যে আলোকিত করে তুলেছে ততক্ষণে।

পালাতে চাইলেন বিদুর। কিন্তু পালাবেন কোথায়? চারদিকে প্রচণ্ড উত্তাপ। তবে কি দাবানল সৃষ্টি হয়েছে বনে?

আচমকা তাঁর কানে এল কাদের আর্তস্বর 'বাচাও! বাচাও! অদ্ভুত এক দৃশ্য ফুটে উঠল বিদুরের চোখের সামনে।

দাউ দাউ করে জ্বলছে তাঁরই চোখের সামনে প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ। কোথায় নিমেষে হারিয়ে গেছে অন্ধকার অরণ্য! চারদিক রক্তিম আভায় বিচিত্র এক পরিবেশ গড়ে তুলেছে।

ভয়ে উন্মত্তের মত তাকালেন বিদুর। একি! কারা ওই বেরিয়ে আসছে পাগলের মত জ্বলন্ত প্রাসাদের মধ্য থেকে। হায় ওরা যে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব আর জননী কুন্তী! তাদের সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কাঠ, বাঁশ আর লাক্ষা দহনের চট্‌চট্‌ শব্দ। ওদের পিছনে রাক্ষসের মত অট্টহাসি হাসছে কেউ…কে? কে ও?

পাথরের মত মাটির বুকে আটকে গেলেন বিদুর। ও কি, ও যে সেই নরাধম পুরোচন! সে উন্মুক্ত তরবারী হাতে ছুটে আসছে পাণ্ডবদের পিছনে উন্মত্ত এক জিজ্ঞাসায়।

বিদুর চিৎকার করে পাণ্ডবদের বলতে চাইলেন 'ভয় নেই, আমি আছি!' কিন্তু তার গলা দিয়ে কোন আওয়াজ নির্গত হলনা।

আপ্রান চেষ্টা করলেন বিদুর। কিন্তু তিনি অসহায়। কিছুতেই পাণ্ডবদের কাছে পৌছতে পারছেন না। জ্বলন্ত পোশাকে ছুটে আসছে পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তীদেবী, তাদের পিছনে মূর্তিমান বিভীষিকার মত সেই পুরোচন…

ভয়ে, অবসাদে ঘুম ভেঙে ঘর্মাক্ত কলেবরে জেগে উঠলেন বিদুর। সবই এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু স্বপ্ন কত হৃদয়বিদারক হয়ে উঠতে পারে হৃদয় দিয়ে অনুভব না করে পারলেন না বিদুর।

ধীরে ধীরে নিজের সত্তা ফিরে পেলেন বিদুর। পাশে শায়িত, নিদ্রা-মগ্ন স্ত্রীকে একবার দেখে নিলেন তিনি। এমন স্বপ্ন আগে কখনও দেখেন নি।

রাত শেষ হওয়ার আর তেমন দেরি নেই। আকাশে অস্পষ্ট স্বচ্ছতার প্রকাশ ঘটতে শুরু করেছে। বিদুর শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লেন। অন্ধকার ঘরের মধ্যে দিয়ে জানালার কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। ক্ষণকাল আগের সেই ভয়ানক স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি হতে পারে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করতে চাইলেন বিদুর। কেন এমন হৃদয় বিদারক স্বপ্ন দেখলেন তিনি? কোথায় এর উৎস?

আস্তে আস্তে একটা বিশ্লেষণ জেগে উঠল বিদুরের মনে। তিনি শান্ত হলেন। তাঁর প্রিয় পাণ্ডবদের কল্যাণাকাঙ্ক্ষাই তাঁকে অহরহ চিন্তিত করে তুলেছিল বলেই অবচেতন মনে সৃষ্টি হয়েছিল এক জটিল প্রতিক্রিয়া। এ স্বপ্ন তারই ফলশ্রুতি মাত্র। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন তিনি পাণ্ডবদের কোন বিপদ যেন স্পর্শ না করে। তাঁর পরিকল্পনা যেন ব্যর্থ না হয়। খনক যেন বিবর খনন করে পঞ্চপাণ্ডব আর দেবী পৃথার জীবনরক্ষায় সফলকাম হতে পারে। এই পৃথিবীতে তাঁর আর কিছুই কাম্য নেই।

হস্তিনাপুরে আর একটি সূর্যোদয়ের আর দেরি নেই! পূর্ব দিগন্তে তারই প্রকাশ ঘটতে চলেছে।

বিদুর দুহাত জোর করে সূর্যদেবের বন্দনা করে চললেন: 'হে সূর্য, হে প্রভাকর, হে বিবস্বান, হে তেজঃপতি আমার প্রণতি গ্রহণ করুন। হে দীপ্তাংশু, হে বিভাবসু যদি আমার ধর্মে অচলা আস্থা থাকে তবে আমাকে এই আশীর্বাদ করুন যেন পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তীদেবীর জীবন রক্ষায় সতত সমর্থ হই।'

হস্তিনাপুরের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে কিছু দুঃখবোধ জেগে উঠেছে টের পেতে দেরি হলনা রাজ্যের মহামন্ত্রী বিদুরের। নগরের সাধারণ মানুষ পাণ্ডবদের অনুপস্থিতিতে কতখানি অসুখী তা আর চাপা নেই।

কিন্তু আসল রহস্য তো তারা জানেনা, জানলে বিদ্রোহ দেখা দেওয়াও অসম্ভব নয়। পঞ্চপাণ্ডব সাধারণ মানুষের প্রকৃত বন্ধু একথা জানেন বিদুর। কিন্তু সব কথা প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তাতে বিপদ ঘটবে পাণ্ডবদের। যে কোন ভাবেই সমস্ত গোপনীয়তা রক্ষা করতেই হবে। মন্ত্রগুপ্তিই কার্যোদ্ধারের সেরা উপায়।

সভায় উপস্থিত হওয়ার আগে বিদুর একবার দেখা করতে গেলেন তাত ভীষ্মের সঙ্গে।

ভীষ্ম চিন্তিত হয়ে নিজের ঘরেই বসেছিলেন। বিদুর এগিয়ে গিয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করতেই মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালেন ভীষ্ম।

'কল্যাণ হোক, পুত্র। কিন্তু তুমি কি দিকভ্রম করে এসে পড়েছ?' ভীষ্ম প্রশ্ন করলেন।

হাসলেন বিদুর। উত্তরে বললেন, 'একথা বলছেন কেন, তাত?'

'জানি হস্তিনাপুরের প্রধানমন্ত্রী ব্যস্ত পুরুষ, তবু আশা করেছিলাম তিনি হয়তো জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্মের প্রতি বিরূপ নন। না কি বিশেষ কোন কারণে মহামন্ত্রী চিন্তান্বিত?'

'আমি আপনার প্রতি বিরূপ হতে পারি, তাত?' হাসলেন বিদুর। 'আর আমি চিন্তান্বিত এ কথাই বা ভাবলেন কেন, তাত?'

'বয়সের এক বিশেষ চরিত্র থাকে। অভিজ্ঞতা তার জয়লব্ধ। তোমার মুখের উপর যে চিন্তার সুস্পষ্ট ছায়া পড়েছে সেটা তোমার নিজের কাছে অজানা বটে তবে অন্ততঃ এই বৃদ্ধের কাছে নয়।' ভীষ্ম পায়চারি করতে করতে বললেন। 'তোমার চিন্তার কারণ অবশ্য স্বাভাবিক, বিদুর। আর সে চিন্তা কেন তাও আমার অজ্ঞাত নয়। পাণ্ডুপুত্রদের আর কুন্তীর কুশল সংবাদ পেয়েছ?'

'কোন সংবাদ পাইনি তবে অচিরেই পাওয়ার আশা করছি,' বিদুর উত্তর দিলেন।

'স্নেহের চরিত্রই এই, বিদুর,' ভীষ্ম আনমনে বললেন, 'সে অকারণ উদ্বেগের সৃষ্টি করতে চায়। প্রিয়জন চোখের আড়াল হলে অকারণ অমঙ্গল আশঙ্কার সৃষ্টি হয়।'

'কিন্তু, তাত, আপনি কি ভাবছেন—,' বিদুর একটু কেঁপে উঠে প্রশ্ন করতে যেতেই বাধা দিলেন ভীষ্ম।

'আমি মূর্খ বা দৃষ্টিশক্তিহীন নই, বিবেচনাবোধও আমার লুপ্ত নয়। দুয়ে আর দুয়ে যে চার হয় তাও আমার অজানা নয়, বৎস বিদুর। হস্তিনাপুরের রাজঅন্তঃপুরে যে হিংসা আর ঘৃণা লালিত হয়ে চলেছে সেটা অনুভব করা কি খুব কঠিন?'

বিদুর কোন উত্তর দিলেন না।

'তোমার মন যে চঞ্চল তার জন্য তোমাকে দোষ দিতে পারি না, বিদুর,' ভীষ্ম আবার বললেন। 'আমি দেখতে পাচ্ছি আকাশের কোণে অশনি সংকেত যে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আকাশে জমা হয়েছে তা হয়তো অচিরেই প্রবল ঝঞ্ঝারই আকার নিতে চলেছে। যা কিছু ঘটছে এসব তারই মুখবন্ধ মাত্র, বিদুর। তুমি আর আমি নিমিত্ত মাত্র, আমরা প্রাণপাত চেষ্টা করেও সে ভবিতব্য খণ্ডন করতে পারব না। তবে আমরা অবশ্যই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব না। আমাদের নির্দিষ্ট কাজ আমরা যথারীতিই করে যাব, তারপর দেখা যাক।'

বিদুর আবার চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন ভীষ্মকে।

'তাত, রাজসভায় যাওয়ার অনুমতি দিন আমায়,' বিদুর বললেন।

'হ্যাঁ, অবশ্যই, বিদুর', ভীষ্ম বললেন। 'পাণ্ডবদের কুশল সংবাদ আমাকে জানাতে ভুলোনা। হ্যাঁ, আর একটা কথা—।'

'বলুন, তাত।'

'শকুনির উপর নজর রাখার চেষ্টা কর।'

ভীষ্মের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার পরেও বিদুর তাঁর শেষ কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ আবিষ্কার করতে পারলেন না। শকুনির উপর বিশেষ নজর রাখার প্রয়োজন কেন? তবে কি সে নতুন কোন বিপজ্জনক খেলা শুরু করতে চাইছে? তাত ভীষ্ম তারই ইঙ্গিত করেছেন?

পাণ্ডবেরা বারণাবতে যাওয়ার পর এক পক্ষকাল কেটে গেছে। বিদুর গোপনে সংবাদ পেয়েছেন তাঁরা কুশলেই রয়েছে। পুরোচনের বিশ্বাস জন্মানোর পর পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তীদেবী সেই জতুগৃহে বাস করে চলেছেন।

শুক্লপক্ষ শেষ হয়ে কৃষ্ণপক্ষ চলেছে। আর একদিন পরেই অমাবস্যা। একটু কেঁপে উঠলেন বিদুর। ওই দিনটি বড় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে নিঃসন্দেহে। পুরোচন হয়তো নিশ্চিতভাবেই ওই অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতকেই তার পরিকল্পনা কাজে লাগানোর প্রকৃষ্ট সময় বলেই বেছে নেবে।

নিজের কক্ষে বসে চিন্তায় বিভোর বিদুর।

তার একমাত্র সান্ত্বনা পাণ্ডুপুত্র আর তাদের জননী কুন্তীদেবীকে রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ই গ্রহণ করেছেন তিনি। তিনি খনকের কাছ থেকে গোপন বার্তা পেয়েছেন সে দীর্ঘ এক সুড়ঙ্গ তৈরী করে পাণ্ডুপুত্রদের সকলের পালানোর বন্দোবস্ত করে রেখেছে। একথা মনে হতে অনেকটা শান্ত হল তাঁর মন।

কিন্তু তিনি ভুলতে পারছেন না তাত ভীষ্ম শকুনির উপর নজর রাখার কথা কেন বলেছিলেন। নজর রাখা কঠিন, তবুও বিদুর সে ব্যবস্থাও করেছেন কিন্তু বিশেষ কোন নতুন ষড়যন্ত্রের আভাস পাননি। দুর্যোধন আর সে উৎফুল্ল, এটাও ঠিক হয়তো অল্পসময়ের মধ্যেই শত্রু নিপাত হবে এটা ভেবেই তাদের ওই আনন্দ।

বিদুরের শুধু দুঃখ হল ধৃতরাষ্ট্রের কথা ভেবে। মাঝে মাঝে ধৃতরাষ্ট্রের কপটতা অসহ্য মনে হয় তাঁর।

অমাবস্যার রাতই যদি জতুগৃহ ধ্বংসের নির্দিষ্ট দিন হয় তাহলে এর পরবর্তী ধাপ সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে এই মুহূর্ত থেকেই। সে

গ্রাপ হবে পাণ্ডুপুত্র আর কুন্তীদেবীকে নদী পার করে অপর পারে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা। অবিলম্বে সে ব্যবস্থা কর্তব্য জেনেই বিদুর সে কাজও সম্পন্ন করে রেখেছেন আগেই। অতি বিশ্বস্ত তাঁর এক অনুচর ইতিমধ্যেই নদীর তীরে যন্ত্রচালিত আর পালসহ চমৎকার একটি নৌকা তৈরী রেখে অপেক্ষারত। পাণ্ডুপুত্র আর কুন্তীদেবী জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করার পরেই সুড়ঙ্গ পথে পৌঁছবেন ওই নদী কুলে। তাঁর ওই অতি বিশ্বস্ত অনুচর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর কুন্তীদেবীকে সহজেই নদীর অপর পারে ওই নৌকাতে পৌঁছে দেবে।

বিদুর ভবিষ্যতের ঘটনাগুলো যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তাঁর মন নিতান্ত চঞ্চল না হয়ে পারল না। পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তীদেবী রাজ-অন্তঃপুরের নিরাপদ ছত্রছায়ায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। আজ তাঁদের সহায় সম্বলহীন হয়ে উদভ্রান্তের মত প্রাণরক্ষার তাগিদে দেশে দেশে ছুটে বেড়াতে হবে। এর চেয়ে হৃদয় বিদারক আর কি হওয়া সম্ভব? ন্যায়তঃ তাঁরা হস্তিনাপুরের সিংহাসনের দাবীদার। যুধিষ্ঠির স্বয়ং হস্তিনাপুরের যুবরাজ। ঘৃণ্য চক্রান্ত আর কপটতার স্বীকার হয়ে আজ ধর্মপুত্র সিংহাসনচ্যুত। কেবল তাই নয়, তিনি আজ ভাই আর মাতার সঙ্গে নির্বাসিত, জীবন ভয়ে ভীত। অথচ রাজঅন্তঃপুরে শুধু চক্রান্ত আর হিংসার খেলা। নিষ্ঠুর দুর্যোধন। সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার বাসনায় সে উন্মত্ত, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তার হাতের ক্রীড়নক মাত্র, তার নিজস্ব কোন সত্তাই নেই। এ অবস্থায় এই রাজপুরীতে বসে তিনি, হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী শুধু নামেই মহামন্ত্রী। কি করতে পারেন তিনি পাণ্ডুপুত্রদের জন্য, তাদের রাজত্ব ফিরিয়ে দিয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য?

না, কিছুই না। শুধু পারেন অহরহ চোখকান খুলে রেখে তাদের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করে যেতে। কিন্তু এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় কত-দিন তিনি তাতে সক্ষম থাকবেন কে বলতে পারে? মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে হয় এই কলুষিত রাজপুরী ছেড়ে প্রিয় পঞ্চপাণ্ডবদের আর কুন্তী-

দেবীর কাছেই আশ্রয় নিতে।

ভাবনার পোকাগুলো যেন কুরে কুরে খেয়ে চলেছে বিদুরের মনটাকে। এ রাজপুরী ছেড়ে তাঁর পক্ষে কোনভাবেই তো যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না জানেন বিদুর। আর তা হবে আত্মহত্যার সামিল। পাণ্ডবদের কাছেও মারাত্মক, কেননা এই প্রাসাদের আনাচে কানাচে লালিত চক্রান্তের আভাস পাওয়া কারও পক্ষেই তবে সম্ভব হবে না। তাতে নিদারুণ ক্ষতি হবে পাণ্ডুপুত্রদের আর বিদুর কোন ভাবেই তা হতে দিতে পারেন না। পাণ্ডবেরা শক্তি আর সামর্থে স্বয়ম্ভর না হওয়া পর্যন্ত তাই এই রাজপুরী ত্যাগ করতে পারেন না বিদুর। করলে তা হবে পাণ্ডবদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। মৃত পাণ্ডুর আত্মা তাহলে কখনই ক্ষমা করবেন না বিদুরকে।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন বিদুরকে।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের কক্ষে উপস্থিত হয়ে প্রণাম জানালেন তাঁকে।

'কে, বিদুর এসেছ ?' ধৃতরাষ্ট্র বললেন। 'কেন তোমাকে এই অসময়ে ডেকে পাঠালাম জান বিদুর ? আমার মন হঠাৎ বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জানি না এর উৎস কোথায়।'

বিদুর কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করেই রইলেন। ধৃতরাষ্ট্র কেন ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁকে সে কথাই ভাবছিলেন তিনি।

ধৃতরাষ্ট্র ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আজ একপক্ষকাল পার হয়েছে পাণ্ডু-পুত্ররা তাদের মাতার সঙ্গে বারণাবতে। তাদের কথাই বারবার আজ মনকে উতলা করতে চাইছে আমার।'

এই প্রথম ধৃতরাষ্ট্রর জন্য কিছুটা অনুকম্পা বোধ করলেন বিদুর। ধৃতরাষ্ট্রের মনে যে মানষিকতা এখনও অবশিষ্ট সেই ভাবটুকুই তাঁর অবচেতন মনে পাণ্ডবদের হিতের কথা ভেবে চলেছে বুঝলেন বিদুর। বিদুর আরও দুঃখবোধ করলেম এটুকু ভেবে যে জতুগৃহ দাহ করে পাণ্ডবদের হত্যার চক্রান্তের কথা অন্ততঃ ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতেই হতে চলেছে। দুর্যোধন আর শকুনির এ ভয়ঙ্কর চক্রান্তের কথা তিনি

জানেন না।
বিদুরের একবার অদম্য ইচ্ছে হল ধৃতরাষ্ট্রকে প্রশ্ন করেন পাণ্ডবদের নৃশংস ভাবে হত্যা করার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তিনি তা জানেন কিনা। যদি না জেনে থাকেন তবে এই মুহূর্তে সেই পরিকল্পনা যাতে পূর্ণ নাহয় তারই ব্যবস্থা করতে।
পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করলেন বিদুর। এ কাজ কখনই করা সঙ্গত হবে না। এ হবে তাহলে মারাত্মক। দুর্যোধন জানতে পারলে নিশ্চিতভাবেই পাণ্ডবদের অচিরেই হত্যা করবে তাতে কণামাত্র সন্দেহ নেই।
নিজের অদম্য ইচ্ছা দমন করে বিদুর বললেন, 'মহারাজ হয়তো বৃথাই চঞ্চল হয়েছেন। পাণ্ডুপুত্ররা আর তাদের জননী কুন্তীদেবী অচিরেই প্রত্যাবর্তন করবেন।'
'তাই যেন হয়, বিদুর,' ধৃতরাষ্ট্র বললেন। 'কিন্তু তুমি হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রীই শুধু নও, বিদুর। তুমি আমার ভাই। তোমার কাছে ভাইয়ের মন নিয়েই কথা বললাম। আশা করি তুমি সেটা অনুধাবন করতে পেরেছ?'
'আপনি যা বললেন তা আমি বুঝেছি, মহারাজ।'
'আঃ, বিদুর, বারবার মহারাজ বলে সম্বোধন কোরনা, ভাল লাগে না।'
গান্ধারী উপস্থিত থেকেও এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। এবার তিনি বিদুরকে কাছে ডাকলেন।
'বিদুর, তুমি ধার্মিক, বুদ্ধিমান। ভরতবংশের মঙ্গলামঙ্গলের দায়িত্ব তোমারও কিছুটা আছে, নয় কি?'
'সে বিশ্বাসে চির ধরার মত কিছু কি ঘটেছে, মহারাণী গান্ধারী?' বিদুর বললেন। হাসলেন গান্ধারী।
'তুমি খুবই কৌশলী, বিদুর। যাই হোক মহারাজের মত আমিও বলছি অন্ততঃ এখানে মহারাণী সম্বোধন কোরনা। আমার অন্য পরিচয়ও আছে তোমার কাছে। আজ নতুন করে তোমার মুখে সে

সম্বোধন শোনার কেন জানিনা আকাঙ্ক্ষা জাগছে আমার।
বিদুর উঠে দাঁড়িয়ে এবার প্রণাম করলেন ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারীকে।
'এবার তাহলে আসি?' বিদুর বললেন।
'এসো,' ধৃতরাষ্ট্র বললেন। 'শুধু একটা কথা তোমাকে বলি, প্রিয় বিদুর। আমার দৃষ্টিশক্তি নেই, কিন্তু অনুভূতি তীক্ষ্ণতা হারায় নি। অন্ধকারের অবসানে আলোকের স্পর্শ থাকে এ বিশ্বাস আমার আছে—।'
বিদুর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। মাঝে মাঝে কেন জানি মনে হল বিদুরের তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে ঠিক বুঝতে পারেন না। ধৃতরাষ্ট্রের সবটাই কি কপটতা না স্বাভাবিক?
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রর মহল অতিক্রম করে পায়ে পায়ে চলে আসতে চাইলেন বিদুর। ক্রমে পেরিয়ে এলেন দুর্যোধনের মহল। আরও একটু এগোলেন তিনি। সামনেই শকুনির কক্ষ। সেই কক্ষের পাশ দিয়ে চলতে গিয়ে আচমকা গতি শ্লথ হয়ে গেল বিদুরের। ঘরের মধ্যে শকুনির চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন বিদুর।
এক মুহূর্ত মাত্র। বিদুর সুস্পষ্টভাবেই শুনতে পেলেন শকুনি কাউকে বলছে 'কাল জতুগৃহদাহ।'
আর দাঁড়ালেন না বিদুর।

প্রায় একটা ঘোরের মধ্য দিয়েই নিজের ঘরে ফিরলেন বিদুর। তাঁর সমস্ত ধ্যান ধারণা কেমন নাড়া খেয়ে গেছেই বলে মনে হল বিদুরের।
যা শুনলেন একটু আগে তা কি সত্যি না কল্পনামাত্র? কিন্তু কল্পনা কখনও হওয়া সম্ভব নয়। নিজের কানেই শকুনির কণ্ঠস্বর শুনেছেন তিনি। চাপা স্বরে শকুনি বলছে। কাল জতুগৃহদাহ।
কিন্তু কাকে একথা জানাতে চাইছিল শকুনি? এ এক বিচিত্র রহস্য। আশ্চর্য এ ঘটনা। শকুনি বুদ্ধিহীন নয়, সে কেন অপরের কর্ণগোচর হতে পারে এমনভাবে জতুগৃহদাহের কথা প্রকাশ করে দেবে? এ কল্পনা করাও অসম্ভব।

তবে কি শকুনির আসল উদ্দেশ্য তাকেই এটা জানানো ?
বিদুর প্রচণ্ড ধাঁধায় পড়ে গেলেন। অনেক চিন্তার পর শেষের ধারণাটাই বিদুরের সত্য বলে মনে হল। এক গূঢ় উদ্দেশ্যেই শকুনি বিদুরকে জতুগৃহদাহর কথা আগাম জানিয়ে দিতে চেয়েছে। বিদুর বুঝলেন শকুনিকে তিনি যত কূটবুদ্ধিশালী বলে ভেবেছেন তার চেয়ে সে অনেক বেশি চতুর আর দূরদর্শী।
আর একটা ব্যাপারেও নিশ্চিত না হয়ে পারলেন না মহামন্ত্রী বিদুর। যত গোপনেই তিনি পাণ্ডুপুত্রদের রক্ষার ব্যবস্থা করে থাকুন না কেন শকুনির কাছে সে কথা মোটেও অজানা নেই। এই পরিকল্পনার নাড়ী নক্ষত্র শকুনির জানা আছে।
একটু কেঁপে উঠলেন বিদুর। তাহলে কি জতুগৃহের ভিতরের সুড়ঙ্গ তৈরীর কথাও জেনে নিতে সক্ষম হয়েছে শকুনি ? একথা জেনে সে কি দুর্যোধনকেও ওয়াকিবহাল করে দিয়েছে ? এটা সে করে থাকলে সমূহ সর্বনাশ। দুর্যোধন অবশ্যই তার কৌশল পাল্টাবে।
ঘরে একাই ছিলেন বিদুর। গত বেশ কিছুদিন ধরেই নানা চিন্তায় প্রায় ক্লান্ত তিনি। কিন্তু তার ঠিক এই মুহূর্তের চিন্তার কোন তুলনা নেই। অদ্ভুত এক পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে আজ।
দুহাতে মাথা টিপে বসে পড়লেন বিদুর। কোন পথে অগ্রসর হবেন এবার ? আগামীকাল জতুগৃহদাহ। অথচ নতুন কিছুই আর করণীয় নেই, এখন কেবল অপেক্ষার পর অপেক্ষা। শেষ পর্যন্ত বিদুরের মন এই ভেবেই শান্ত হল যে শকুনির উদ্দেশ্য কেবল তারই জানা আছে, তবে নিশ্চিতভাবেই যে তার উদ্দেশ্যর কথা দুর্যোধনকে জানায় নি। জানালে পাণ্ডবদের বিপদ ঘটত আগেই। তেমন কোন ঘটনাস্রোত দেখা যায়নি। এই বিপুল রহস্য পাথারে হাবুডুবু খাওয়া ছাড়া পথ নেই বিদুরের।
মনকে শেষ পর্যন্ত প্রবোধ দিয়ে ভবিতব্যের কথা ভেবে ভবিষ্যতের দিকেই তাকাতে চাইলেন অসহায় বিদুর।

আহার, নিদ্রা কোন কিছুতেই যেন রুচি নেই ধর্মাত্মা বিদুরের। স্ত্রী পরাশরী স্বামীর এ অবস্থা দেখে নিদারুণ চিন্তিত না হয়ে পারছেন না।
আগামীকাল কৃষ্ণপক্ষের অন্তিমলগ্নে অমাবস্যার রাত নেমে এলে নরাধম পুরোচন জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করে হত্যা করতে চলেছে পাণ্ডুপুত্রদের আর তাদের জননী কুন্তীদেবীকে। স্বামী স্ত্রী দুজনের কাছেই এই ভীষণ পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে এক নিদারুণ দুশ্চিন্তা।
বিদুর সাধ্যমত সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন পাণ্ডবদের রক্ষার জন্য কিন্তু··· হ্যাঁ তবুও কোথায় যেন একটা 'কিন্তু' রয়ে গেছে কাঁটা হয়ে। তাঁর নিখুঁত ব্যবস্থা মত সব কিছু ঘটবে তো? এরই মধ্যে বিদুরের মনে পড়ছে শকুনির সেই কণ্ঠস্বর। কোন বিচিত্র রহস্য বয়ে আনছে বিচিত্র সেই কথা কটি কে বলতে পারে?
রাত ক্রমশঃ গ্রাস করেছিল পৃথিবীর সমস্ত আলোই বুঝি সেদিন। বারণাবতে দীর্ঘ সময় ইতিমধ্যে কাটিয়েছেন পাণ্ডবেরা কুন্তীসহ। দুর্যোধনের একান্ত বিশ্বস্ত মন্ত্রী পুরোচন নিঃসন্দেহ হয়েছে তারা কেউই কোন কিছু সন্দেহ করেনি। এরপর কোন উপযুক্ত সময়ে অগ্নিসংযোগ করতে হবে এই জতুগৃহে, আনন্দে বিভোর পুরোচন।
জতুগৃহের অভ্যন্তরে ঘটে চলেছে সেই মুহূর্তে অন্য নাটক। তার কুশীলব পঞ্চপাণ্ডব আর তাদের জননী কুন্তী। সকলেই উদগ্রীব একটু পরেই সুড়ঙ্গ পথে পালাতে হবে।
যুধিষ্ঠির বলে উঠলেন 'প্রিয়, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব, আজই আমাদের জতুগৃহ ছেড়ে যেতে হবে। উপযুক্ত সময়ও উপস্থিত। এক নিষাদী তার দুটি সন্তানকে নিয়ে আজ রাতে উপস্থিত রয়েছে। জতুগৃহে আমাদের অগ্নি সংযোগে দুঃখের কথা, তারাও পুরোচনের সঙ্গে দগ্ধ হবে। কিন্তু আমরা অসহায়, আর কোন পথই নেই।'
রাত ক্রমেই গভীরতর হয়ে এল। যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে সুড়ঙ্গের মুখ উন্মুক্ত করে একে একে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন কুন্তী, নকুল, সহদেব, অর্জুন ও যুধিষ্ঠির। ভীম সবশেষে আয়ুধাগারে, পুরোচনের

গৃহে আর জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করলেন। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন, নির্গত হতে চাইল প্রচণ্ড শব্দ··· ।

···অতিকষ্টে সুড়ঙ্গপথে ছুটে চললেন পাণ্ডবেরা। পদে পদেই তারা স্খলিত হতে চাইলেন। মহাপরাক্রান্ত একমাত্র ভীমই হয়ে উঠলেন সকলের পরিত্রাতা। জননী কুন্তীকে কাঁধে আর নকুল ও সহদেবকে কোলে নিয়ে, যুধিষ্ঠির আর অর্জুনের হাত ধরে বায়ুবেগে ছুটে চললেন ভীম। তার চলার বেগে বিদীর্ণ হতে চাইল অসংখ্য তরু··· পদাঘাতে যেন চূর্ণ হয়ে গেল ধরাতল··· ।

বিদুরের দৃষ্টির আড়ালে ঘটে গেল সেই ঘটনা।

অমানিশার সেই ভয়ানক রাত একসময় অতিক্রান্ত হল। সারারাত ধরে নিদ্রাহীন হয়ে পায়চারি করে কাটিয়েছেন বিদুর। সারা দেহে তার অসহনীয় জ্বালা, হৃদয়ে যেন পাষাণতুল্য ভার।

জানালা দিয়ে প্রভাতসূর্যের রক্তিম আভা ফুটে উঠতেই দুহাত জোর করে প্রণাম জানালেন বিদুর। আজকের এ দিনটি যেন সুসংবাদ বহন করে আনে, তাঁর একান্ত আপনার জন পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তীদেবী যেন দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়ে থাকে। এই মুহূর্তে আর কোন প্রার্থনা নেই বিদুরের।

এই দুশ্চিন্তা সত্বেও কিছু চিন্তা করে দুঃখের হাসি হাসলেন বিদুর। কি অদ্ভুত বৈপরীত্য। নিশা অবসানে তিনি আশা করছেন নিরপরাধ কয়েকজন মানুষের বেঁচে থাকার সংবাদ, আর রাজঅন্তঃপুরের সুখ-শয়ানে থেকে কেউ কেউ আশা করে চলেছে তাদেরই জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার আনন্দ সংবাদ।

বেলা কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার মুহূর্তেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে

মহামন্ত্রী বিদুরের কাছে জরুরী তলব এসে পৌঁছল। মহারাজ এই মুহূর্তেই মহামন্ত্রীর উপস্থিতি চান।

একটু কেঁপে না উঠে পারলেন না বিদুর। অবশ্যম্ভাবী সেই ঘটনা নিশ্চিতভাবেই ঘটে গেছে। বারণাবত থেকে সংবাদ পৌঁছেছে হস্তিনাপুরে, তাই এই ব্যস্ততা।

ভুল ভাবেননি বিদুর!

ধৃতরাষ্ট্রের কক্ষে পৌঁছতেই বিদুর দেখতে পেলেন ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করে চলেছেন। বিদুর এগিয়ে গিয়ে প্রণাম জানালেন মহারাজকে।

'বিদুর?' ধৃতরাষ্ট্র ব্যথিত স্খলিত স্বরে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন। 'সর্বনাশ ঘটে গেছে। পাণ্ডুপুত্ররা আর কুন্তী বারণাবতের গৃহে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুবরণ করেছে। হায়, বিদুর, আমি কল্পনা করতেও পারিনা কিভাবে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটল। আমার প্রিয়তম ভাই পাণ্ডুর শেষ চিহ্নও মুছে গেল আজ। আমি জন্মান্ধ, অসহায়, বিদুর। এ সংবাদ শোনার চেয়ে আমার মৃত্যু হওয়াও শ্রেয় ছিল—।'

বিদুর নির্বাক, স্তব্ধ হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ শুনে চললেন।

তাঁর ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলে ওঠেন 'হায় মহারাজ, এ আপনারই সৃষ্টি। এই ভয়ঙ্কর ঘটনা কাকতালীয় নয়, আপনারই অন্তঃপুরে সযত্নে লালিত।' কিন্তু কোন কথা বলতে পারলেন না তিনি। তাঁর মনে ঘুরপাক খেয়ে চলেছিল অন্য এক ভাবনা। পাণ্ডবেরা পালাতে পেরেছে কিনা সেই ভাবনা। অস্থির হয়ে পড়ছেন তিনি, কখন প্রকৃত ঘটনার সংবাদ এসে পৌঁছবে তার বিশ্বস্ত খনকের কাছ থেকে।

কল্পনার চোখে বিদুর দেখতে পাচ্ছেন রাজঅন্তঃপুরের অন্য এক অংশে জেগে উঠেছে নিরবিচ্ছিন্ন উল্লাস। দুর্যোধন, কর্ণ আর শকুনি শত্রু নিপাতের সংবাদে নিশ্চয়ই উন্মত্ত, বাধাহীন সুখসাগরে নিমজ্জিত।

ধৃতরাষ্ট্রের পাশে গান্ধারী চোখের জল ফেলে চলেছিলেন। বিদুর জানেন অন্ততঃ গান্ধারীর মধ্যে কপটতার স্পর্শ নেই। তার দুঃখ হল গান্ধারীর কথা ভেবে।

রাজপ্রাসাদের বাইরে ইতিমধ্যে ভিড় জমে উঠেছিল। পঞ্চপাণ্ডব যে জতুগৃহের আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হস্তিনাপুরে আজ তা কারোই অজানা ছিল না।

বিদুর দেখতে পেলেন আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই আজ কত শোকার্ত। পাণ্ডবদের মৃত্যু সংবাদে সকলেই মূহ্যমান, কথাটা কেউ যেন বিশ্বাস করতেও পারছে না।

ধৃতরাষ্ট্র এবার বলে উঠলেন, 'বিদুর, ভবিতব্যকে খণ্ডন করার শক্তি কারো নেই। হয়তো পাণ্ডুপুত্রদের আর কুন্তীর এই ছিল বিধিলিপি। তাই এই নিদারুণ শোকের মধ্যেও বাস্তবকে বিস্মৃত হতে পারি না। কর্তব্য বড় কঠিন। মহামন্ত্রী, বিদুর, তুমি জানোনা আমার হৃদয় একথা বলতে ভেঙে যাচ্ছে পাণ্ডুপুত্রদের আর কুন্তীর পারলৌকিক ক্রিয়া শেষ করতে হবে। নগরে রাষ্ট্রীয় শোক পালন করার ঘোষণা করে দাও। আর যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পাণ্ডুর বংশধর ও মহিষীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করার ব্যবস্থা কর। দেখ, যেন কোন ত্রুটি না হয়। হায়, আর কোনদিন পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির প্রণাম জ্যেষ্ঠ তাত, বলে এসে দাঁড়াবে না। দাঁড়াবে না ভীমার্জ্জুন, নকুল আর সহদেব। দেখব না কুন্তীকেও।'

কাঠ হয়ে ধৃতরাষ্ট্রের সব কথা শুনে গেলেন বিদুর।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কণ্ঠস্বরে কপটতা আর চাপা নেই। পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তীদেবীর মৃত্যু তাঁর কাছে এসেছে আশীর্বাদ হয়ে। দুর্যোধনের সিংহাসন আজ নিষ্কণ্টক।

ধৃতরাষ্ট্রের এই কপটতা আর ভাল লাগছিল না বিদুরের। তিনি প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এলেন।

হস্তিনাপুরের নরনারীরা আজ সকলেই বুঝি রাজপ্রাসাদের সামনে। ভিড়ের মধ্যে কাউকে খুঁজে পেতে চাইলেন বিদুর। বেশিক্ষণ খুঁজতে হলনা বিদুরকে। ভিড়ের মধ্যেই ছদ্মবেশী খনককে মুহূর্তের মধ্যেই চিনতে পারলেন বিদুর।

খনকও তাকাল বিদুরের দিকে। তার চোখের ভাষা পড়ে নিতে

ব্যর্থ হলেন না বিদুর, প্রমাণ পেলেন সে সফল। একটা আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল তাঁর শিরায়-শিরায়। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনে মনে তাঁকে প্রণাম জানালেন বিদুর। আজ তাঁর চেয়ে সুখী হস্তিনাপুরে বোধ হয় কেউ নেই। কিন্তু তাঁর কাজ এখনও সমাপ্ত হয়নি। আরও কঠিন সময় সামনে এগিয়ে আসছে। পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তীদেবী জীবিত থাকলেও তাঁদের সমস্যার ইতি ঘটেনি এখনও। বনবাসে নিদারুণ কষ্টে তাঁদের জীবন কাটাতে হবে, সহায় সম্বলহীন হয়ে।

বিদুর জানেন আপাত সমস্যা কাটিয়ে উঠলেও তাঁর কাজ আরও বেড়ে গেল। তাঁর এবার কাজ হবে যুধিষ্ঠিরের হাতে তাঁর পিতার সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া। সতর্ক থাকতে হবে তাঁকে কোনভাবেই পাণ্ডু-পুত্রদের জীবিত থাকার সংবাদ অন্ততঃ খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ না হয়। নিজের আচরণে শোকের বাতাবরণ তাই যথাযোগ্যভাবেই ফুটিয়ে তোলা দরকার। তাঁর সবচেয়ে বেশি ভয় শকুনিকেই। সে সাংঘাতিক চতুর। অন্যের চোখকে ফাঁকি দিলেও তাকে ফাঁকি দেওয়া হবে সত্যিই কঠিন কাজ। যে ভাবেই হোক এ তাঁকে পারতেই হবে।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত আদেশ পালনের ব্যবস্থা করায় কোন ত্রুটি রাখলেন না। সম্পন্ন হল পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তীদেবীর পারলৌকিক কাজ। সক্ষম হলেন বিদুর শোকার্ত ভাব বজায় রাখতে।

কিন্তু চিন্তায় পড়লেন বিদুর গঙ্গাপুত্র ভীষ্মর অবস্থা দেখে। পাণ্ডু-পুত্রদের ভয়ানক মৃত্যুর কথা তাঁর কানে পৌঁছলে শোকে, দুঃখে, রাগে প্রায় উন্মত্ত ভীষ্ম। তিনি নিজের কক্ষে নিজেকে বন্দী করে রেখেছেন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে। এমন কি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর অনুরোধেও দরজা উন্মুক্ত করেন নি।

দুঃখ আর শোকে স্তব্ধ, মূহ্যমান দ্রোনাচার্য আর কৃপাচার্যও। বিদুর শোকার্তভাব বজায় রাখার জন্যই তাদের যথারীতি সান্ত্বনা জানাতে ভোলেন নি। কিন্তু তাত ভীষ্ম? তাঁর কাছে কি ভাবে গিয়ে

দাঁড়াবেন বিদুর ? তাত ভীষ্মর কাছে মিথ্যার আশ্রয় কিভাবে নেওয়া সম্ভব তাঁর পক্ষে। এ এক কঠিনতম সমস্যা।

ইতিমধ্যে খনক আর বিদুরের বিশ্বস্ত সেই নাবিক গোপনে বিদুরের সঙ্গে সাক্ষাতও করে গেছে। খনক জানিয়েছে শয়তান পুরোচনও অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা পড়েছে। কারণ আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাণ্ডবেরাই জতুগৃহে পুরোচনের আগেই আগুন লাগিয়ে সুড়ঙ্গ পথে পালিয়ে গেছেন।

বিদুরের মনে একটু সন্দেহের কাঁটা বিঁধতে চাইছিল জতুগৃহের ভস্মস্তূপের মধ্যে ছটি দেহ পাওয়া গেল কেন এটা ভেবে। সে সন্দেহ নিরসন করেছে খনক। ওই দিন এক নিষাদী তার পাঁচ সন্তানকে নিয়ে আশ্রয় নেয়। তারাই অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় সেই দেহগুলিই পাওয়া যায়।

বিদুর দুঃখবোধ না করে পারেন হতভাগ্য নিষাদী আর তার সন্তানদের কথা ভেবে। এও হয়তো বিধাতার বিধান, না হলে পাণ্ডবদের মৃত্যুকাহিনী সত্যরূপ পাবে কি ভাবে ?

ভীষ্মের কক্ষের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বিদুর। কেউ কোথাও নেই চারদিক নিস্তব্ধ। বিদুরের অন্তর হু হু করে উঠল। বৃদ্ধের জন্য আকুল হয়ে উঠল মন।

আস্তে আস্তে দরজায় শব্দ করলেন বিদুর।

কোন সাড়া পেলেন না প্রথমবারে 'বিদুর। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর আবার শব্দ করলেন তিনি। চাপা গলায় বললেন 'তাত, আমি বিদুর, দরজা খুলুন।'

আস্তে আস্তে উন্মুক্ত হল দরজা। ক্লান্ত, বিষণ্ণ ভীষ্ম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

'প্রণাম, তাত,' বিদুর তাঁর চরণ স্পর্শ করে বললেন।

'ভিতরে এস,' ভীষ্ম আহ্বান জানালেন বিদুরকে।

ঘরে ঢুকে দুজনেই আসন গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণ নীরবতায় কেটে

গেল। ভীষ্ম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বিদুরের দিকে।

'আমি মহাপাপী, বিদুর,' ভীষ্ম যেন আপন মনেই বলতে চাইলেন, 'পিতার আশীর্বাদে আমি ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে মৃত্যুকে আহ্বান করাই বোধ হয় আমার পক্ষে শ্রেয়। সে সময় বোধ হয় উপস্থিত।'

বিদুর আর্তস্বরে বলে উঠলেন, 'এ কি বলছেন, তাত? আপনার কাজ তো শেষ হয়নি এখনও।'

'কাজ? তুমি কি আমার সঙ্গে রহস্য করতে চাও, বিদুর?'

'আপনি তো জানেন, তাত। এই হস্তিনাপুরে আপনার চেয়ে শ্রদ্ধেয় আর ভালবাসার পাত্র আর কেউই আমার কাছে নেই,' বিদুর উত্তর দিলেন। 'আপনার কাছে তাই অন্তরের শ্রদ্ধাই অর্পণ করি আমি, রহস্য নয়।'

'তাহলে বল, বিদুর, কোন অভিশাপে পাণ্ডুর সন্তানদের আর স্নেহময়ী কুন্তীর এই নিদারুণ মৃত্যু সংবাদ আমাকে শুনতে হল? কে এজন্য দায়ী, নাকি সত্যিই এ এক হৃদয়হীন দুর্ঘটনা মাত্র?'

'প্রকৃত ঘটনা আমার অজ্ঞাত, তাত ভীষ্ম,' বিদুর জবাব দিলেন।

ভীষ্ম ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালেন।

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল, এই পৈশাচিক ঘটনা সকলের অজ্ঞাতে ঘটেছে? হস্তিনাপুর রাজঅন্তঃপুরের কেউই কিছু আন্দাজ করতে পারে না এর পশ্চাৎপটে কি আছে বা কে ছিল?

'আপনি বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, তাত। অন্তরের দৃষ্টি আপনাকে এর উত্তর দিতে পারে,' উত্তরে বললেন বিদুর অন্য দিকে তাকিয়ে।

'হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক, বিদুর,' ভীষ্ম ক্লান্ত স্বরে বললেন। 'অন্তরের দৃষ্টিতে অনেক কিছুই আমার দৃষ্টিতে না পড়ে পারে না। আর সেটা উপলব্ধি করি বলেই বিদায় নিতে চাইছিলাম আমি। আমার আশঙ্কার কথা আমি আগে প্রকাশ করতে পারিনি। যুধিষ্ঠির বারণাবতে যেতে রাজী হোক আমি মনে মনে তা চাইনি, বিদুর, কখনই তা চাইনি। কিন্তু—।'

ভীষ্ম হঠাৎ চুপ করতে বিদুর প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু কি, তাত ভীষ্ম?'
ভীষ্ম সোজা এসে দাঁড়ালেন বিদুরের সামনে। তারপর বিদুরের দুই কাঁধে হাত রেখে ভরাট গলায় বললেন, 'হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী বিদুর, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দাও। বল, পাণ্ডুপুত্রদের আর কুন্তীর অকালে অপঘাত মৃত্যু তোমাকে শোকাহত করেনি কেন? কেন তোমার মধ্যে জেগে ওঠেনি বেদনার মূর্ত প্রকাশ? কি সে রহস্য, মহামন্ত্রী বিদুর? তোমার সেই রহস্যের ভাগ কি আমি পেতে পারি না। এ স্বর্গীয় শক্তি কোথা থেকে আহরণ করলে, প্রিয়তম বিদুর?'
বিদুর নিথর হয়ে গেলেন। কোন কথা বেরোল না তাঁর মুখ দিয়ে। তাত ভীষ্ম ঠিক জায়গায় আঘাত করেছেন। বিদুর বুঝতে পারলেন ভীষ্মকে ফাঁকি দিতে পারেন নি তিনি। তিনি ধরা পড়ে গেছেন।
ভীষ্ম এবার তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'তোমার কণ্ঠে কিছু জাগছে না বিদুর। আর তা কেন আমি জানি। আমার কাছে অনেক কথাই তুমি গোপন করতে চাইছ। তোমার এ গোপনীয়তা আমার কাছে চরম অবমাননাই মনে হচ্ছে।'
মনস্থির করে উঠে দাঁড়ালেন বিদুর। তাত ভীষ্মের কাছে কিছুই আর গোপন করতে চাননা তিনি।
ভীষ্ম বিদুরের মনটাকে যেন পড়ে ফেললেন। তিনি স্নিগ্ধস্বরে বললেন, 'বৎস, বিদুর, আমি জানতে চাই এ কথা কি ঠিক পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তী জীবিত আছে?'
'আপনার ধারণা ঠিক, তাত,' বিদুর উত্তর দিলেন।
'আঃ।' দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ভীষ্মের কণ্ঠ চিরে। 'কোথায় আছে তারা শীঘ্র বল, বিদুর। কোথায় আমার প্রিয়তম যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, আর কুন্তী? তাদের কেন হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনছ না?'
'আমাকে মার্জনা করবেন, তাত,' বিদুর উত্তরে বললেন। 'আমি জানিনা পাণ্ডুপুত্ররা আর কুন্তীদেবী এই মুহূর্তে কোথায়।'

'মিথ্যা! সর্বৈব মিথ্যা! কেন আমাকে অযথা কঠোর হতে দিতে চাও, বিদুর?' ভীষ্ম ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে বললেন।
'আমি প্রকৃত ঘটনাই বলছি, তাত। সত্যিই তাদের বর্তমান গতি-বিধি আমার সম্পূর্ণ অজানা। আর তাদের এই মুহূর্তে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন না করাই হয়তো ভাল।'
'বুঝেছি, তুমি বলতে চাও এখানে প্রত্যাবর্তন করলে তাদের বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাই না, বিদুর?' ভীষ্ম ধীর গলায় বললেন।
চুপ করে রইলেন বিদুর, কোন উত্তর দিতে পারলেন না এ প্রশ্নের।
'কিন্তু কিসের বিপদ, কার কাছ থেকে বিপদ ঘটতে পারে পাণ্ডুপুত্রদের আর তাদের জননীর?' ভীষ্ম আবার বলে উঠলেন।
'আমাকে ক্ষমা করবেন, তাত।'
'হ্যাঁ, ক্ষমা তোমাকে করতে পারি, তবে এক শর্তে। আর তা হল ঠিক এই মুহূর্তে তোমাকে পাণ্ডবদের গতিবিধির কথা জানাতে বলব না, তবে সংবাদ পেলেই আমাকে তুমি অবহিত করবে। 'আমার এ এক প্রার্থনা, বিদুর। আশা করি এই বৃদ্ধকে হতাশ করবে না তুমি।'
বিদুর ভীষ্মর চরণে প্রণত হলেন।
'আমাকে অপরাধী করবেন না, তাত। আপনার এ আদেশ আমি অবশ্যই পালন করব। আপনার চেয়ে বড় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পাণ্ডবদের ও আমারও কেউ নেই আমি জানি,' বিদুর বললেন। 'আমি এবার বিদায় নিতে চাই, তাত।'
'তোমার কল্যাণ হোক,' ভীষ্ম বললেন।
বিদায় নিলেন এরপর বিদুর।

সময় কারও অপেক্ষায় থাকে না। জতুগৃহ ধ্বংসের পর কয়েক সপ্তাহ অতিক্রান্ত। হস্তিনাপুরের রাজঅন্তঃপুরে খুশির আবহাওয়া অজানা নয় মহামন্ত্রী বিদুরের। দুর্যোধন উৎফুল্ল, উৎফুল্ল দুঃশাসনের সঙ্গে

অন্যেরাও। হ্যাঁ, শকুনিও।

বিদুর জানেন এ আনন্দের ভাগ ধৃতরাষ্ট্রও লাভ করেছেন। কিন্তু তিনি কূটনীতি ভালই আয়ত্ত করেছেন তাই বিদুরের উপস্থিতিতে নিজেকে সংযত রাখতে ভুল করেন না। ধৃতরাষ্ট্র মাঝে মাঝেই পাণ্ডুপুত্রদের আর কুন্তীর জন্য সকলের সামনে শোক প্রকাশ করেও থাকেন। কিন্তু বিদুর জানেন এ তার কপটতা ছাড়া কিছু নয়।

একান্তে নিজের কাছে নিজেকে যখন উন্মুক্ত করতে পারেন তখনই যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর কুন্তীর কথা ভেবে ভেঙে পড়েন বিদুর। কত দুর্দশা আর দারিদ্র্যের মধ্যে কাল অতিবাহিত করতে হচ্ছে রাজপুত্রদের আর তাদের জননী, রাজমহিষী কুন্তী-দেবীকে। বনবাসের যন্ত্রণার সঙ্গে একাত্ম হয়েছে তাদের দৈহিক আর মানসিক যন্ত্রণা। আজ তাঁদের কিভাবে জীবন ধারণও করতে হচ্ছে, ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস!

পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তীদেবীর সমস্ত সংবাদই সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেছেন বিদুর। তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের মুখেই নিয়মিত তাঁদের গতিবিধির খবর এসে পৌছয় বিদুরের কাছে।

তিনি সংবাদ পেয়েছেন পাণ্ডবেরা বর্তমানে রয়েছে একচক্রা নামে কোন নগরে। বিদুর জানতে পেরেছেন স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের আদেশেই পাণ্ডুপুত্রেরা আর কুন্তী একচক্রানগরে বাস করে চলেছে। ব্যাসদেব স্বয়ং তাঁদের যে আদেশ দিয়েছেন তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়ে। ভীমের হিড়িম্বা রাক্ষস আর বকরাক্ষস বধের কাহিনীও শুনেছেন বিদুর, শুনে অনাস্বাদিত আনন্দও পেয়েছেন। এই সমস্ত সংবাদ বিদুরকে আরও অস্থির করতে চায় সন্দেহ নেই। তিনি তাঁর সেই স্নেহভাজন পাণ্ডবদের অদর্শনে মাঝে মাঝে নিতান্ত অস্থিরও হয়ে পড়েন। এ সময় তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা হয় ভবিষ্যতের কথা ভেবেই। বিদুর জানেন ধর্মের জয় অনিবার্য, একদিন ধার্তরাষ্ট্রদের করুণ পরিণতিতেই হবে এই অন্যায় অধর্মের অবসান। সেদিন আর দূরে নেই।

ভুল ভাবেন নি প্রাজ্ঞ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মহামন্ত্রী। তাঁর অজ্ঞাতে এক অরণ্য ছায়ায় যে নাটক ঘটে চলেছিল তা এইরকম।

ব্রাহ্মণের বেশে বনপথে জননী কুন্তীকে নিয়ে ভ্রমণ করছিলেন পাণ্ডবেরা। আচমকাই এক সময় তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পেলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে। তাঁর চরণে লুটিয়ে প্রণাম করলেন যুধিষ্ঠির, আর তারই সঙ্গে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর কুন্তী দেবী। বেদব্যাসকে দেখে তাঁদের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল আশীর্বাদ করলেন ব্যাসদেব, 'তোমাদের মঙ্গল হোক। ধৃতরাষ্ট্র তনয়েরাই যে অধর্মাচরণ করে তোমাদের এভাবে দুঃখের কারণ হয়েছে তা আমার অজানা নেই বৎসগণ। তোমরা দুঃখিত হয়ো না পরিণামে তোমরা হয়ে উঠবে পরম সুখী। তোমরাই আমার একান্ত প্রিয় বলে আমি আজ উপস্থিত হয়েছি। তোমরা কিছুদূরে একচক্রা নগরে বাস করবে আর আমার পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় থাকবে। একমাস পূর্ণ হলেই আমি উপস্থিত হব। তোমাদের এই আশীর্বাদ করি পিতৃরাজ্য তোমরা উদ্ধার করে ভোগ করতে সক্ষম হবে।'

এরপর বিদায় নিলেন বেদব্যাস। পাণ্ডবেরাও চললেন একচক্রানগরে মাঝে মাঝে বিদুর সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকেন পুরোচনের মৃত্যু সম্পর্কে শকুনি উদাসীন রয়ে গেল কেন? দুর্যোধন স্বভাবতই কিছু শোকাহত। পুরোচনের মৃত্যু যেন রহস্যময় তার কাছে। কে জানে শকুনি কোন উদ্দেশ্য নিয়েই সে মৃত্যু যে নিছক দুর্ঘটনাজনিত এই কথাই বুঝিয়ে শান্ত করেছে দুর্যোধনকে। রাজঅন্তঃপুরের ওই মানুষটি সম্পর্কেই ভয় বিদুরের। শকুনিকে তিনি বুঝতে পারেন না মাঝে মাঝেই। শকুনি মানেই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত। এদুটি যেন আজ সমার্থক হস্তিনাপুরের অতীত গৌরবের আর শান্তির দৃশ্য মাঝে মাঝেই উদ্বেল করে না তুলে পারে না বিদুরের হৃদয়কে। মাঝে মাঝে নিজেকে অসহায় মনে হওয়ায় এই পরিবেশ আর বন্ধনকে ছিন্ন করে ছুটে কোথাও চলে যেতে মন ছটফট করে তাঁর। কিন্তু অনেক ভাবনা

তাকে একাজ থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছে। এর মধ্যে সবার প্রধান হল পঞ্চপাণ্ডবদের হিতাকাঙ্খা। হস্তিনাপুর রাজপুরী আজ চক্রান্তের আখরা। পাণ্ডবদের কোন বন্ধু এখানে হয়তো বা কেউই আজ নেই।

মাঝে মাঝে একটু আশ্চর্য না হয়ে পারেন না বিদুর তাত, মহাপরাক্রমশালী কুরুবংশের শ্রেষ্ঠপুরুষ ভীষ্মের কথা ভেবে। কোন অন্যায় আজ তিনি মেনে নিতে চান এ প্রশ্নের উত্তর পাননি বিদুর। দ্রোণাচার্য কৃপাচার্যও যেন ভীষ্মেরই অনুসারী।

বাইরে রাতের অন্ধকার। ঘরে জ্বলছিল একমাত্র ঘৃতের প্রদীপ, তাতে অন্ধকার দূর হয়নি। দেয়ালে কাঁপছে বিদুরের নিজেরই ছায়া। কেমন যেন অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

বিদুর কল্পনার চোখে ভবিষ্যতকে দেখে নিতে চাইছিলেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন এক প্রবল ভ্রাতৃঘাতী বিপর্যয়কর যুদ্ধ। এই ভয়ঙ্কর ভবিতব্যকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই আর নেই। কেউ পারবে না এই কলঙ্কময় অধ্যায়কে হস্তিনাপুরের ইতিহাস থেকে কোনদিনই মুছে ফেলতে।

বিদুর দুঃখবোধই করতে পারেন শুধু। তিনি হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী টে, তবে তা নিতান্তই এক দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছু নয়। তিনি দাসীপুত্র। ব্যাসের ঔরসেই জন্ম তাঁর। মন্ত্রীত্বই তাঁর কাছে অনেক। কিন্তু, না, এসব চিন্তা অপ্রাসঙ্গিক।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের কথা মনে পড়ছে তাঁর। ব্যাসদেবের থায় তাঁর মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে এল। তিনি আনন্দিত হলেন এই ভবে যে পঞ্চপাণ্ডবরা বনবাসের দিনে স্বয়ং ব্যাসদেবের স্নেহাশীর্বাদ লাভ করে চলেছে। ব্যাসদেবের সুপরামর্শই হয়ে উঠবে পাণ্ডবদের পাথেয়। তাঁরা ভাগ্যবান।

একসময় পরাশরী পাশে এসে দাঁড়ালেও আত্মমগ্ন বিদুর তা টের পেলেন না।

স্বামীর কাঁধে হাত রাখলেন পরাশরী।

'রাত অনেক হল, বিশ্রাম নেবে না?' প্রশ্ন করলেন পরাশরী।
'ও, তুমি? হ্যাঁ বিশ্রাম নেব বৈকি, পরাশরী। ভবিষ্যতের ছবিই যেন এতক্ষণ মনশ্চক্ষে ভেসে উঠছিল, তাই অবাক হচ্ছিলাম,'—বিদুর উত্তর দিলেন।
'কি দেখছিলে?'
'দেখছিলাম এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের পরিণতি কি ভাবে সবকিছু তছনছ করে দিতে চলেছে। এক অন্ধ রাজার অন্ধ বিচার কিভাবে রোপন করেছে হিংসার ভয়ঙ্কর বীজ। সেই বীজ থেকে সৃষ্টি হতে চলেছে বিশাল এক মহীরুহ। সব কিছু চূরমার করে দেবে বিষাক্ত সেই মহীরুহ। কেউ সেই ভয়ঙ্কর পরিণতি কল্পনাতেও আনতে পারবে না, পরাশরী, কেউ না।'
পরাশরী যেন সেই অনাগত ভবিষ্যতকে মনশ্চক্ষে দেখে শিউরে উঠলেন।
'এই বিপদকে কি নিবারিত করা যায় না?' তিনি প্রশ্ন করলেন।
বিষাদভরা কণ্ঠে বিদুর উত্তর দিলেন, 'যা অনিবার্য তাকে কে রোধ করবে, কল্যাণি? শান্তনু বংশের এই হল ভবিতব্য। একটা ঘূর্ণি-ঝড় উঠবে আর তাতেই সব চূরমার হয়ে যাবে, কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না।'
'কিন্তু পাণ্ডুপুত্ররা কি তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে না? হায়, কত দুঃখেই তাদের দিন কেটে চলেছে,' পরাশরী বললেন।
'এও ভবিতব্য আর ললাট লিখন,' বললেন বিদুর। 'কিন্তু ধর্ম প্রবল, পরাশরী, শেষপর্যন্ত পাণ্ডবদের দুঃখের দিনও শেষ হবে, তবে তাকে কিনতে হবে অনেক মূল্য দিয়ে।'

অরণ্যচারী পাঁচ ব্রাহ্মণ তাঁদের জননীসহ এগিয়ে চলেছেন বনপথে। চারপাশে এক স্নিগ্ধ, মনোরম পরিবেশ। গাছে গাছে থরে থরে সাজানো রসাল ফল আর ফুলের সম্ভার। পাতার ফাঁকে লুকিয়ে থেকে ডেকে চলেছে পিক। সব মিলিয়ে অপরূপ হয়ে

উঠেছে প্রকৃতি।

কিন্তু এ পথের শেষ কোথায় কেউ জানে না। জানেন না ভ্রমনার্থী ব্রাহ্মণেরাও। কারণ তাঁরা যে সত্যিকার ব্রাহ্মণ নন, ভাগ্যের পরিহাসে অরণ্যনিবাসী রাজপুত্র আর তাঁদেরই জননী। রাজপুরীর বিশাল বৈভব অনুপস্থিত এ অরণ্যে। চিরবল্কল পরিহিত পাঁচ রাজপুত্রের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁদের কাছে এই বনানীই আজ শ্রেষ্ঠ রাজপুরী হয়ে উঠেছে। অরণ্যপ্রান্তের কুটীর তাদের আশ্রয়।

ব্রাহ্মণেরা গন্তব্যশেষে পৌঁছলেন এক ঋষির আশ্রমে। উৎপেচক-তীর্থে তপস্যারত সেই ঋষির নাম ধৌম্য। গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণের কথাতেই ধৌম্যের কাছে এসেছেন ব্রাহ্মণেরা। তাঁদের উদ্দেশ্য একটাই —ঋষি ধৌম্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করা। ব্রাহ্মণেরা জানেন বেদজ্ঞ ধৌম্যের চেয়ে তাঁদের পুরোহিত হওয়ার যোগ্যতা আর কারও নেই।

তপস্যারত ঋষির চরণ স্পর্শ করলেন ব্রাহ্মণেরা আর তাঁদের জননী। তাপস ধৌম্য স্মিতমুখে প্রশ্ন করলেন, 'আমি প্রীত। বল কি তোমাদের প্রার্থনা?'

'হে তাপস, আপনাকে আমরা পৌরোহিত্যে বরণ করার ইচ্ছা করি। আপনি আমাদের সেই সুযোগ দান করে ধন্য করুন।'

'তোমাদের কল্যাণই আমার কামনা, তাই এ অনুরোধ গ্রহণ করলাম···।'

কল্পনার চোখে সবই যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন বিদুর। এই ব্রাহ্মণেরা তাঁরই একান্ত স্নেহের পাত্র। তাঁরা আর কেউ নন, পাণ্ডুপুত্র আর তাঁদের জননী দেবী কুন্তী।

হস্তিনাপুরে থেকেও পঞ্চপাণ্ডব আর তাঁদের জননীর কথা এক মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হতে পারেন না মহামন্ত্রী বিদুর। শয়নে, স্বপনে জাগরণে তাঁর চোখের সামনে ফুটে ওঠে বনবাসী রাজপুত্রদের ক্লান্ত

পরিশ্রমে ক্লিষ্ট দেহচ্ছবি। বিষণ্ণ হয়ে না উঠে পারেন না তিনি। পাণ্ডবদের প্রতিদিনের প্রতিটি পদক্ষেপের সংবাদ এসে পৌঁছয় বিদুরের কাছে। এ ব্যবস্থা করেছেন তিনিই বিশ্বস্ত অনুচরদের কাজে লাগিয়ে।

হস্তিনাপুরের মানুষ আজও দুঃখভারাক্রান্ত, শোকে ম্লান। অথচ আনন্দে উৎফুল্ল কৌরবেরা। বিদুর জানেন কোনভাবেই প্রকাশ করা যাবে না পাণ্ডুপুত্রদের বেঁচে থাকার কাহিনী। তাই বাইরে শোকার্ত-ভাব এখনও বজায় রেখে চলেছেন তিনি। তিনি জানেন একবছর কেটে গেছে ইতিমধ্যে। পাণ্ডবদের এবার প্রত্যাবর্তনের সময়ও এগিয়ে আসছে। তার ক্ষেত্রও বুঝি বিধাতাপুরুষ সযত্নে সাজিয়ে তুলছেন। এখন শুধু অপেক্ষা, সতর্ক অপেক্ষা কোনভাবেই কেউ তা টের না পায়। এই ক্ষেত্র সাজানো হতে চলেছে কোথায় একথা জানতেও ব্যর্থ হন নি বিদুর। নাটকের আগামী দৃশ্যের অবতারণা হবে এবার পাঞ্চাল নগরে।

বিদুর ঘোষণা শুনেছেন পাঞ্চালদেশাধিপতি মহারাজ যজ্ঞসেন তার সর্বসুলক্ষণা রূপবতী যজ্ঞবেদি উত্থিত কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা আহ্বান করে দেশে দেশে বার্তা পাঠিয়েছেন। বিদুর জানেন নানা দেশ থেকে অসংখ্য রাজা মহারাজা রাজপুত্র আর ব্রাহ্মণেরাও স্বয়ংবর সভায় হাজির হবেন। তাঁদের উদ্দেশ্যও হবে নিঃসন্দেহে একটাই—দ্রুপদ রাজকন্যা কৃষ্ণার বরমাল্য লাভ করা।

কিন্তু কাকে বেছে নেবেন দ্রৌপদী?

চিন্তা করে মনে মনে হাসলেন বিদুর। সেদিনের কথা মনে পড়ল তাঁর।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কানেও পাঞ্চালরাজের স্বয়ংবর সভার ঘোষণা পৌঁছেছিল। এসেছিল রাজপুত্রদের যে সভায় উপস্থিত হওয়ার সাদর আমন্ত্রণ।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বভাবতই উৎফুল্ল। দুর্যোধনই পারবে দ্রৌপদীর বরমাল্য অর্জন করতে। মহারাজ দ্রুপদের মনোবাসনা নিশ্চয়ই

তাই, কে না চায় হস্তিনাপুরের সখ্যতা ? পাঞ্চাল আর হস্তিনাপুরের মধ্যে আত্মীয়তা গড়ে উঠলে দুপক্ষই লাভবান হবে কে-না জানে। আর এই জয়মাল্য লাভের কাজে দুর্যোধনের চেয়ে তাই যোগ্য প্রার্থী কে হতে পারে ?

ধৃতরাষ্ট্র তাই সেদিন নিদারুণ খুশিতেই বিদুরকে বলেছিলেন, 'বিদুর, বিদুর, আমার আজ কি আনন্দ হচ্ছে তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যুবরাজ দুর্যোধনকেই পতিত্বে বরণ করবে পাঞ্চাল রাজকন্যা। তুমিও কি আনন্দিত হচ্ছো না, বিদুর ?'

'হ্যাঁ, আনন্দ আমারও হচ্ছে, মহারাজ,' বিদুর বলেছিলেন। 'পাঞ্চালী কুরুবংশেরই বধূ হবেন এ দৃঢ়বিশ্বাস আমারও আছে।'

'তবে আর বিলম্ব করার প্রয়োজন কোথায়, বিদুর ? তুমি রাজপুত্রদের পাঞ্চালদেশে রওয়ানা হওয়ার ব্যবস্থা কর।'

দুঃখবোধ না করে পারেন না বিদুর, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের জন্য। বিদুর ভালই জানেন ধৃতরাষ্ট্রের এ চঞ্চলতা কেন। আজ তিনি নিজেদের নিষ্কণ্টক ভাবছেন। পাণ্ডুপুত্ররা তাঁর কাছে মৃত বলেই এই আনন্দ। তিনি ভালরকমেই জানেন অর্জুন থাকলে দুর্যোধনের পক্ষে জয়ী হওয়া কত কঠিন।

কিন্তু বিদুর যা জানেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তা জানেন না। মহারাজ সে গোপন কাহিনী জানলে নিশ্চয়ই বিচলিত না হয়ে পারতেন না। বিচলিত হয়ে উঠত দুর্যোধন আর তার অভিন্নহৃদয় সখা কর্ণ। আর শকুনিও নিঃসন্দেহে। শকুনি নিশ্চিতই জানে পাণ্ডবেরা জতুগৃহে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেনি, তা সত্বেও তার পক্ষে একথা জানা সম্ভবপর না হওয়াই ঠিক যে পাণ্ডবেরাও পাঞ্চালদেশে উপস্থিত হতে চলেছে। এই পাঞ্চাল রাজসভাতেই ছদ্মবেশী পাণ্ডুপুত্রদের একবছর পরেই আত্মপ্রকাশ ঘটতে চলেছে। বিদুর দৃঢ় নিশ্চিত ব্রাহ্মণবেশী যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জুন নকুল আর সহদেব ইতিমধ্যেই পৌঁছেছে দ্রুপদ রাজার রাজ্যে। স্বয়ংবর সভায় উপস্থিতি ঘটবে তাদেরও।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র আর যে কথা জানেন না সেকথাও জানেন বিদুর।

পাঞ্চালীর স্বয়ংবর সভা সাধারণ স্বয়ংবর সভা কখনই নয়। বিচিত্র এক ধনুতে শরসন্ধান করে কেউ লক্ষ্যভেদ করলে তাকেই বরমাল্য অর্পণ করবেন দ্রৌপদী। আর এই লক্ষ্যভেদ করার শক্তি আছে মাত্র একজন ধনুর্দ্ধারীরই—সে আর কেউ নয় স্বয়ং তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন।

বিদুর সংবাদ আগেই পেয়েছেন তাঁর অনুচরের কাছে পাণ্ডবেরা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের আশীর্বাদ লাভ করে আগেই দ্রুপদ রাজ্যে গোপনে অন্যান্য ব্রাহ্মণ দর্শনার্থীদের সঙ্গেই উপস্থিত রয়েছে। আর কয়েক দিন পরেই সেই স্বয়ংবর সভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

কল্পনায় বিদুর দেখতে পাচ্ছেন সেই স্বয়ংবর সভার দৃশ্য। রথী, মহারথী বরমাল্য প্রত্যাশী সমস্ত আমন্ত্রিতরাই ব্যর্থ কৃতকার্য হলেন এক সাধারণ বেশধারী নিরীহ ব্রাহ্মণ। তারপর ?

তারপরের দৃশ্যটাও মনশ্চক্ষে ফুটে উঠতে চাইল বিদুরের। ছাই চাপা আগুন যে কখনও চাপা থাকে না। আগুনের মতই প্রকাশ ঘটবে সেদিন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর অর্জুনের। কৃষ্ণা অর্জুনের গলাতেই দেবে তাঁর বরমাল্য।

আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ল বিদুরের চোখ দিয়ে।

সুসমাচার কখনও কারও অজানা থাকে না। হস্তিনাপুরে খবর পৌঁছল পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদী পাঞ্চালী কৌরবদের কুল-বধূ হয়েছেন।

মহামন্ত্রী বিদুর আগেই স্বয়ংবর সভার সমস্ত ঘটনা দূত মুখে জানতে পেরেছিলেন। অহঙ্কারী সমস্ত রাজন্যবর্গ যে লক্ষ্যভেদ করায় ব্যর্থ তা শুনেছেন তিনি। শুধু তো তাই নয় তাদের পক্ষে ধনুতে জ্যা রোপনও সম্ভব হয়নি। অনেকেই ধনুকের আঘাতে ভূমিশয্যাও নিয়েছেন। ধনুতে জ্যা পরাতে সক্ষম হয়েছিলেন কেবলমাত্র কর্ণ,

কিন্তু দ্রৌপদী সূতপুত্রকে বরণ করব না বলায় সে ধনুত্যাগ করে। আর দুর্যোধন? হ্যাঁ, সেও যথারীতি ব্যর্থ। তার পক্ষেও একাজ করা সম্ভব হল না।

বিদুরের মানসপটে অহঙ্কারী দুর্যোধনের স্বয়ংবর সভায় যাত্রার ছবি ফুটে উঠল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অতি উৎসাহী হয়েই পাঞ্চালরাজ্যে পাঠিয়েছিলেন তার পুত্রদের, আশীর্বাদও করেছিলেন বিজয়ী হও বলে। বিদুর শুনেছেন একে একে মহারথীদের ব্যর্থ হওয়ার কাহিনী। কে না ব্যর্থ? শল্য, শাল্য, শিশুপাল, জরাসন্ধ, দুর্যোধন সকলেই হাস্যা-স্পদ রাজসভায়।

শেষ পর্যন্ত এক ব্রাহ্মণই করেছে লক্ষ্যভেদ, চক্রের মধ্যে মাছের চোখ শরবিদ্ধ করে সে লাভ করেছে পাঞ্চালীর বরমাল্য। বিদুরের মন আনন্দে ভরে উঠেছে এ কাহিনী শুনে। তিনি জানেন ব্রাহ্মণ আর কেউ নয়, তারই প্রিয় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। একথাও শুনেছেন বিদুর সামান্য ব্রাহ্মণের এইভাবে দ্রৌপদীর বরমাল্য জয় করায় উপস্থিত সমস্ত মহারথীরাই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে আক্রমণ করতে যায় মহারাজ দ্রুপদ আর বিজয়ী ব্রাহ্মণকে। এবারেই এক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে। বিশালদেহী আর এক ব্রাহ্মণ বিরাট একটি বৃক্ষ উৎপাটন করে আক্রমণ করেন রাজন্যদের, আর সেই ব্রাহ্মণের ধনু থেকে ছুটে আসে শরের পর পর।

প্রচণ্ড সেই অসমযুদ্ধে রথী, মহারথীদের হার হয় পলকে। দুর্যোধন, কর্ণ সকলেই হয় পরাজিত।

বিদুর জানেন ওই দুই ব্রাহ্মণ ভীম আর অর্জুন ছাড়া অন্য কেউই নয়। শেষ অবধি যুদ্ধ সাঙ্গ হয় স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণের মধ্যস্থতায়। বিদুরের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠতে চাইল কৃষ্ণ আর বলরামও স্বয়ং সভায় উপস্থিত ছিলেন জেনে। এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ যে আর কিছুই নেই।

পাণ্ডবদের পরিচয়ও এরপর অবশ্যই আর গোপন থাকেনি। বিদুরের মনে তাই সেই চিন্তাটাই কেবল ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। ধার্তরাষ্ট্রা

এখনও ফিরে আসেনি হস্তিনাপুরে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অবশ্যই বিশদ সংবাদ পাননি।
বিদুর আরও জানতে পারলেন অন্য এক সংবাদও। ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন দ্রৌপদীকে জয় করে নিলেও জননী কুন্তীর কথায় পাঁচ ভাইই তার পাণিপীড়ন করেছে। দ্রৌপদী তাই লাভ করেছে পঞ্চস্বামী। স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসও সমর্থন করেছেন এই বিবাহ। দ্রৌপদীর পূর্বজন্মেরই এ পুণ্যফল।

স্ত্রী পরাশরীকে সুসংবাদ জানিয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে উপস্থিত হলেন বিদুর।
ধৃতরাষ্ট্রকে এবার প্রণাম জানিয়ে তিনি বললেন, 'মহারাজ, আপনার ভবিষ্যতবাণী আজ সত্য হয়েছে। ভাগ্যবলে কৌরবেরা আজ বিজয়ী। দ্রুপদ রাজকন্যা দ্রৌপদী আজ কুরুবংশেরই কুলবধূ।'
ধৃতরাষ্ট্র আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন খবর শুনে। তিনি উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন।
'বিদুর! বিদুর! শান্তনু বংশের এ পরম সৌভাগ্য। তুমি আজ অপূর্ব শুভ সমাচার নিয়ে এসেছ, সত্যিই এ আনন্দ রাখার জায়গা নেই। মহারাণী গান্ধারীকে এই শুভ সমাচার এখনই জানানোর ব্যবস্থা কর। তার সঙ্গে আদেশ পাঠাও দুর্যোধন যেন দ্রৌপদীকে নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়। আমি আর দেরি করতে পারছি না, বিদুর। নগরে ঘোষণা কর দুর্যোধন আর দ্রৌপদীকে যেন রাজকীয় সম্বর্ধনা জানানো হয়। পুত্রগর্বে আমি আজ গর্বিত, বিদুর।'
মনে মনে না হেসে পারলেন না বিদুর। ধৃতরাষ্ট্র মনে ভেবেছেন পাঞ্চালীকে জয় করেছে দুর্যোধন। তার ভুল ভাঙিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হলেন বিদুর। তবুও তা করতে হল।
'মহারাজ দুঃখের সঙ্গেই জানাচ্ছি যুবরাজ দুর্যোধন সফল হননি,' বিদুর বললেন।

একটু থমকে গেলেন ধৃতরাষ্ট্র। তার উচ্ছ্বাসে বাধা পড়ল।

'তাহলে জয়ী হয়েছে দুঃশাসন নিশ্চয়ই ?' ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করলেন।

'না, মহারাজ—।'

'তাহলে কে ? কে লাভ করল কৃষ্ণাকে, বিদুর ? রহস্য কোরনা, শীঘ্র বল।' অধৈর্য হয়ে উঠলেন ধৃতরাষ্ট্র।

'পাণ্ডুপুত্ররা লাভ করেছেন দ্রুপদ রাজের কন্যা পাঞ্চালী কৃষ্ণাকে।' উত্তর দিলেন বিদুর। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে চাইলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। পাণ্ডবদের জীবিত থাকার সংবাদ কিভাবে গ্রহণ করেন তিনি।

'পাণ্ডুপুত্ররা আর কুন্তী তবে জীবিত ?' তীব্রস্বরে প্রশ্ন করলেন ধৃতরাষ্ট্র।

বিদুরের মনে হল যেন ধৃতরাষ্ট্র কেঁপে উঠলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আত্ম-সংবরণ করলেন।

বিদুর ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ মহারাজ, ভাগ্যের জোরেই পাণ্ডবেরা তাদের জননী কুন্তীসহ জীবিত রয়েছে। শুধু তাই নয়, স্বয়ংবর সভায় অর্জুন লাভ করেছেন দ্রৌপদীকে। পঞ্চভ্রাতাই শেষে কুন্তীদেবীর আদেশে দ্রৌপদীকে গ্রহণ করেছে। আজ পাণ্ডুপুত্ররা সকলের ভালবাসা আর সখ্যতাও লাভ করেছে। দ্রুপদরাজ তাদের করেছেন অভাবিতভাবে সম্মানিত।

বিদুর বুঝলেন ধৃতরাষ্ট্রের মনের মধ্যে ঝড় উঠেছে। নিজের ঔরসজাত দুর্যোধনের এমন পরাজয় তিনি কখনই ভাবতে পারেন নি। অথচ সামনে সেকথা প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বিদুর জানেন এ সমস্ত চিন্তা ছাপিয়ে আরও বড় একটা ভয়ই চেপে ধরতে চলেছে ধৃতরাষ্ট্রকে, আর তা হল যুধিষ্ঠির, ভীম অর্জুন, নকুল আর সহদেবের বেঁচে থাকা। এর একটাই অর্থ হয়—কৌরবদের বিপদ ঘনিয়ে আসতে চলেছে।

কপট আনন্দ প্রকাশ করছিলেন ধৃতরাষ্ট্র, বিদুরের এটুকু বুঝে নিতে দেরী হলনা যখন ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'সত্যিই এমন সুখবর আমার মন

ভরিয়ে তুলছে, বিদুর। পাণ্ডুপুত্ররা তোমার বা আমার একান্তই প্রিয়জন, নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি। তাদের প্রতি আমার স্নেহ কিছুমাত্রও কম নেই বিদুর। মহারাজ দ্রুপদ পাণ্ডুপুত্রদের বন্ধু হওয়ায় আজ শত্রুতা করা কখনই উচিত হবে না আমার পুত্রদের, তাহলে তাদের নিস্তার নেই। দ্রুপদরাজের মিত্রতা তো আমারও কাম্য।'

মনে মনে হাসলেন বিদুর। আজ বিপাকে পড়ে একথা উদয় হচ্ছে মহারাজের মনে। তিনি বললেন, 'মহারাজ, আশা রাখি এই চিন্তাধারারই বশবর্তী থাকবেন আপনি। পাণ্ডবদের প্রতি আপনার এ স্নেহ যেন আজীবন বজায় থাকে। কিন্তু, মহারাজ তাহলে এই মুহূর্তে পাণ্ডবদের তাদের স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করুন, হস্তিনাপুরে উৎসব শুরু হোক।'

'ঠিকই বলেছ তুমি, বিদুর,' ধৃতরাষ্ট্র উত্তরে বললেন। তবু আমাকে একটু এ আনন্দ উপলব্ধির অবকাশ দাও। আমি একান্তে একটু ভাবতে চাই। তাত ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য আর কৃপাচার্যের সঙ্গে পাণ্ডবদের আমন্ত্রণের বিষয়ে একটু একান্ত আলোচনাও শ্রেয় হবে মনে হয়।

কাঠ হয়ে গেলেন বিদুর, তবু সে ভাব প্রকাশ করলেন না, শুধু বললেন, 'মহারাজ, যেরকম বিবেচনা করবেন তাই হবে। প্রণাম, আমি চললাম।'

বেশ ভাবিত হয়েই ফিরে এলেন বিদুর। ধৃতরাষ্ট্রের মনোবাসনা টের পেতে দেরী হয়নি বিদুরের। তার আসল উদ্দেশ্য হল দুর্যোধন, শকুনি আর কর্ণর সঙ্গে গোপন আলোচনা, যা তাঁর সামনে কখনই সম্ভব নয়।

বিদুর এও ভালই জানেন ভীষ্ম, দ্রোণ আর কৃপাচার্য একবাক্যেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাণ্ডবদের ফিরিয়ে আনতে বলবেন। ধৃতরাষ্ট্র আসলে দুর্যোধন সম্পর্কে ভীত। তাঁকে না জানিয়ে পাণ্ডবদের

হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনতে তিনি অপারগ।

পরাশরী স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

'পাণ্ডুপুত্ররা কবে এখানে ফিরে আসবে জানতে পেরেছ?' তিনি খুশির স্বরে বললেন।

'তা জানিনা, পরাশরী। দুষ্টচক্র আবার সক্রিয় হতে দেরী নেই। আজই ফিরে আসছে দুর্যোধন ভাইদের সঙ্গে। নাটকের পরবর্তী অঙ্ক যে অভিনীত হবে তারই পরে। তবে এবার আমি জানি পাণ্ডবরা আত্মরক্ষায় সক্ষম। মহারাজ দ্রুপদ, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম তাঁদের পরম মিত্র আর সহায়। কূটচক্রীদের মন্ত্রণায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র চালিত না হলে তাঁদেরই মঙ্গল। কিন্তু আমার কেবলই সন্দেহ হাওয়া কি সেদিকেই প্রবাহিত হবে পরাশরী?'

একটু পরেই খবর পেলেন বিদুর হতোদ্দম দুর্যোধন হস্তিনাপুরে ফিরে এসেছে। পাণ্ডবদের ভয়ে এবার সে সত্যিই ভীত। স্বয়ংবর সভায় পাণ্ডবদের হাতে চরম লাঞ্ছনা জুটেছে ধার্তরাষ্ট্রদের, কর্ণও বাদ যায়নি।

দুর্যোধন সদলে ফিরে আসার পর মন্ত্রণাসভা বসতে দেরী হয়নি। গুপ্তমন্ত্রণা কি বিষয়ে বুদ্ধিমান বিদুরের বুঝে নিতে বেগ পেতে হলনা। গোপনে যে মন্ত্রণা চলেছে কিভাবে পাণ্ডবদের ঠেকানো যাবে তাই নিয়েই খবর পেয়েছেন বিদুর। সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে সভায় ডাক পড়েনি হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী হয়েও বিদুরের। বিদুর জানেন বৃথা বাগাড়ম্বরই হবে ওদের সম্বল। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হয়ে উঠবে শুধু পাণ্ডবদের আবার কোন চক্রান্তের শিকার না হতে হয়। নানা বিচিত্র চিন্তার স্রোতে বিদুর যখন ভেসে চলেছেন ঠিক তখনই তাঁর কাছে অভাবিত এসে পড়লেন স্বয়ং ভীষ্ম।

বিদুর ভীষ্মকে দেখে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলে উঠলেন, 'আমাকে ডেকে পাঠালেন না কেন, তাত?'

হাসলেন ভীষ্ম, 'আমি কি এতই বৃদ্ধ, বিদুর, যে চলাফেরাতেও অক্ষম?'

বিদুরও হেসে উঠলেন।

'আমি কেন এসেছি বলতে পারো, বিদুর ?'

'অনুমান করতে পারি।'

'যথা— ?'

'দুর্যোধন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আগ্রহী। আপনাদের উপদেশ সে মানতে চায় না। মনের এ চঞ্চলতাই আপনাকে আমার কাছে টেনে এনেছে, তাত।'

চমৎকৃত হলেন ভীষ্ম।

'তুমি ভবিষ্যত দ্রষ্টা তো বটেই ত্রিকালজ্ঞও বলতে পারি,' তিনি বললেন। 'তোমার কথা অভ্রান্ত, বিদুর। দুর্যোধন নির্লজ্জ, ঈর্ষা পরায়ণ। সে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় পর্যদুস্ত হয়েও শিক্ষালাভ করেনি। দুষ্ট কর্ণের প্ররোচনায় সে পাণ্ডবদের অস্ত্রের মুখে জয় করার ইচ্ছা পোষণ করে। যা একান্তভাবেই অসম্ভব। কর্ণ আজ আমাকে আর দ্রোণাচার্যকে অপমানিত করতেও দ্বিধা করেনি। আমাদের কোন সদুপদেশই তাই দুর্যোধনের ভাল লাগেনি।'

'কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ?' বিদুর প্রশ্ন করলেন।

সে পুত্রস্নেহে অন্ধ, শুভাশুভ জ্ঞান তার নেই', ভীষ্ম হতাশভাবেই বলে উঠলেন। এখন তুমিই একমাত্র ধৃতরাষ্ট্রর শুভবুদ্ধি জাগিয়ে তুলতে পার।'

'আমি ?' আশ্চর্য হলেন বিদুর।

'হ্যাঁ, তুমি। আমি জানি বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র তোমার উপর নির্ভর করে, না মন্ত্রী হিসেবে নয় তোমার স্থির প্রজ্ঞার জন্য।'

'কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছায় মহারাজকে কি— ?'

'তোমাকে শান্তনু বংশের মঙ্গলের জন্যই ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যেতে হবে। তাঁকে সদুপদেশ দিয়ে বাধ্য করতে হবে পাণ্ডুপুত্রদের সসম্মানে হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনতে।

'কিন্তু মহারাজ যদি সে কথা না শোনেন ?' বিদুর বললেন।

'তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি এই শান্তনু বংশে নেমে আসে

অভিশাপ আর অকল্যাণ। ধ্বংস হবে কুরুবংশ—', বিষাদের সুর বেজে উঠল গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের কণ্ঠে।
'আপনার ইচ্ছাই পালিত হবে, তাত', বিদুর বললেন। 'আমি এখনই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যেতে প্রস্তুত। তারপর ভাগ্য আমাদের কোন দিকে নিয়ে যাবে কেউ হয়তো জানেনা—

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র একাই বসেছিলেন। বিদুর গিয়ে প্রণাম করতে একটু যেন চমকে উঠলেন তিনি।
'কে, বিদুর ?' ধৃতরাষ্ট্র বললেন। 'তোমার উপস্থিতিই মনে মনে চাইছিলাম, বিদুর। কেন যেন মনে হচ্ছে এই সঙ্কটকালে তুমিই আমাকে পথ দেখাতে পারবে।'
'মহারাজের সেবায় আমি সবসময়েই প্রস্তুত', বিদুর বললেন।
'জানি, জানি। কিন্তু, বিদুর, বারবার মহারাজ বলে আমাকে দুঃখ দিও না। হস্তিনাপুরের তুমি কেবলমাত্র মহামন্ত্রী নও, তুমি আমার ভাই। শান্তনুবংশের প্রতি তোমারও কর্তব্য আছে।'
'আমার সে কর্তব্য আমি বিস্মৃত হইনি, জ্যেষ্ঠমহাভাগ', বিদুর উত্তর দিলেন।
'হ্যাঁ, তাও আমার অজানা নয়, বিদুর। কিন্তু সে কথা থাক। আমাকে তুমি চরম এক সমস্যা থেকে রক্ষা কর, এজন্যই তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।'
'বলুন।'
'ভাগ্যক্রমে আমার প্রিয় পাণ্ডুর পুত্ররা আজ জীবিত ও সুস্থ। কিন্তু, তুমি বল বিদুর, এই পরিস্থিতিতে আমার করণীয় কি ?' কাতর কণ্ঠে বললেন ধৃতরাষ্ট্র।
বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের মনোযন্ত্রণা উপলব্ধি করে বললেন, 'মহারাজ, আপনার যাঁরা শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁরা সবসময়েই আপনাকে সদুপদেশ দেবেন, কিন্তু তার প্রতি মর্যাদা দেওয়া আপনারই হাতে। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলছি, তাত ভীষ্ম আর গুরু দ্রোণাচার্যের

উপদেশ আপনি গ্রহণ করতে পারেন নি। জ্ঞানী আর ধার্মিক হিসাবে তাঁদের তুলনা অবশ্যই আর নেই, তাছাড়া তাঁরা দুজনেই নিঃসন্দেহে আপনার ও পাণ্ডবদের শুভাকাঙ্ক্ষী। আজ তাঁদের উপদেশ কোন গূঢ় উদ্দেশ্যেই হয়তো আপনার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়নি। আমার এ কথায় আপনি রাগ করবেন না, কারণ এটাই বর্তমান পরিস্থিতিতে সত্য।'

ধৃতরাষ্ট্র ক্লান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'তোমার কথা তীক্ষ্ণতা মাখানো হলেও আমি কিছুই মনে করিনি, বিদুর। আমি জানি তুমি সদুপদেশ দিতেই অভ্যস্ত। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি।'

'মহারাজের কথায় আনন্দ বোধ করছি,' বিদুর উত্তর দিলেন। 'মহারাজ, পাণ্ডবেরা ধর্মানুশারী, তারা বীর। ভীম বা অর্জুনের সমান কেউ নেই শক্তিতে। তাদের রাজ্যের অংশ বঞ্চিত করাও কঠিন হতে বাধ্য, স্বয়ং ইন্দ্রের পক্ষেও তা কঠিন। বর্তমানে তাদের পক্ষে রয়েছেন স্বয়ং রাজা দ্রুপদ আর ধৃষ্টদ্যুম্ন। বাসুদেব কৃষ্ণ আর বলদেব তাঁদের সহায়। তাছাড়া যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর কুন্তীদেবী জীবিত জানতে পারায় রাজ্যের মানুষ তাদের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব হয়ে আছে। মহারাজ, আমার উপদেশ, রাজ্যে বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আগে পাণ্ডবদের সসম্মানে তাদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনুন। মনে রাখবেন, দুর্যোধন, কর্ণ বা শকুনি শুধু আপনাকে বিপথেই চালিত করতে পারে, তাদের কথায় কর্ণপাত করে এ রাজ্যে অমঙ্গল ডেকে আনবেন না। আমার এই উপদেশ যদি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন, তবেই এরাজ্যের মঙ্গল, না হলে আমি ভবিষ্যতবাণী করছি বিস্তীর্ণ এ রাজবংশ অনিবার্য ভাবেই ধ্বংস হবে কেউই তা রোধ করতে পারবে না।'

ধৃতরাষ্ট্র উঠে দাঁড়ালে বিদুর তাকে সাহায্য করলেন।

বিদুরের দুহাত জড়িয়ে ধরলেন ধৃতরাষ্ট্র। 'বিদুর, মাঝে মাঝে বিষের তাড়নায় আমি ভ্রমে পতিত না হয়ে পারিনা, এ আমার পরম দুর্বলতা। কিন্তু আমি এ ভ্রম আর করব না, তুমি আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ করে দিয়েছ।

পাণ্ডুর সন্তানেরা আর কুন্তী আমার পরম প্রিয়পাত্র। পাণ্ডবেরাও আমার পুত্রস্থানীয়, আর তারাও এ রাজ্যের সঙ্গত অধিকারী। তাদের সে অধিকার আমাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। আজ আমার একথা ভেবে আনন্দ আর গর্ব হচ্ছে দ্রৌপদী আজ কুরুবংশের বধূ। হয়তো এও আমাদের সৌভাগ্য যে দুষ্ট পুরোচন জতুগৃহে দগ্ধ হয়েছে পাণ্ডু-পুত্রদের ক্ষতি করতে গিয়ে। আজ তাই আমার আদেশ তোমাকেই পালন করতে হবে, বিদুর। তুমি এই মুহূর্তেই নানা রত্ন আর উপহার নিয়ে দ্রুপদ রাজ্যে রওয়ানা হও। আমার বৈবাহিক মহারাজ যাজ্ঞসেন দ্রুপদকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে দেবী কুন্তী আর বধূ দ্রৌপদী সহ পাণ্ডুপুত্রদের আদর করে হস্তিনাপুরে নিয়ে এস।'

বিদুর প্রণাম করে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে বললেন, 'মহারাজের এই মনোভাব চিরকাল বজায় থাকুক।'

দ্রুপদ রাজ্যে যাওয়ার জন্য তৈরী হতে দেরি করলেন না বিদুর। মনের কোণে তাঁর একটা অস্পষ্ট ভয়ের রেখা চকিতে উঁকি দিতে চাইছিল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কতক্ষণ দুর্যোধনের চাপ সহ্য করে থাকতে পারবেন তাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু তাঁর পক্ষে আর মত পরিবর্তন করাও কঠিন। বিদুর মনে মনে ভাবলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাণ্ডু-পুত্রদের হস্তিনাপুরে উপস্থিতি নিশ্চিত করতেই হবে। এটাই হবে তার একান্ত জরুরী কাজ। পাণ্ডবেরা এখানে উপস্থিত হলে তাদের কোনভাবেই বঞ্চিত করা সম্ভব হবে না কারণ আজ তারা দুর্বল বা সহায়হীন নয়।

দ্রুতগামী অশ্ববাহিত রথে রওয়ানা হলেন বিদুর। সূর্যালোকিত চমৎকার এক দিন। আবহাওয়ায় জেগে উঠেছে শীতলতার পরশ। মহারাজ দ্রুপদকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য কোন ত্রুটি রাখেন নি বিদুর। নববধূকে আশীর্বাদ জানানোর জন্যও যথারীতি স্বর্ণালঙ্কার

সঙ্গে নিয়েছেন, তাছাড়াও নিতে ভোলেন নি আরও নানা উপহার সামগ্রী। দ্রৌপদী কুরুবংশের কুলবধূ হয়ে আসছে।
দীর্ঘ এক বছর পরে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর কুন্তীর সঙ্গে দেখা হওয়ার আনন্দে আজ সত্যিই উৎফুল্ল বিদুর। কুরু-বংশের এই প্রজন্মের সকলে যা জানে তা সত্যিই মিথ্যা নয়। হ্যাঁ, বিদুরের একান্ত স্নেহভাজন একমাত্র পাণ্ডুপুত্ররাই তাঁর হৃদয়ে নিষ্ঠুর, অধার্মিক দুর্যোধন আর তার ভাইদের কোন স্থান নেই। ভাগ্যের ফেরে তিনি হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী বটে কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকছে বিদেশে বাসরত পাণ্ডবদের উপরেই। একথা জানাতে তার কোন লজ্জা নেই।

দ্রুপদ রাজ্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন বিদুর। তার নজরে পড়ছে দ্রুপদরাজ্যের সীমানা। ধনজনে পরিপূর্ণ এ রাজ্যের মানুষ, একথা শুনেছেন বিদুর। আজ পাণ্ডবেরা সত্যিকার একজন সুহৃদ লাভ করেছে ভেবে খুশি হয়ে উঠল বিদুরের মন।
ভবিষ্যতের একটা দৃশ্যই যেন তাঁর চোখের সামনে প্রতিভাত হতে চাইল। তিনি দেখতে পেলেন এক প্রলয়ংকর যুদ্ধের ছবি। কুরু পাণ্ডবের মধ্যে নিশ্চিত ভাবেই সংঘটিত হবে একদিন এই হানা-হানি। কিন্তু এ যুদ্ধে পাণ্ডবেরাও অসহায় থাকবে না, মহারাজ দ্রুপদ তাঁদের কাছে হয়ে উঠবেন বিরাট এক আশ্রয় ও সহায়। ধর্মের জয় হবেই সেদিন।
অবশেষে হস্তিনাপুরের দূত মহামন্ত্রী বিদুর প্রবেশ করলেন দ্রুপদরাজের রাজধানীতে। সসম্মানে তাঁকে দ্রুপদরাজের অনুচর পৌঁছে দিল রাজপুরীতে।
ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে দ্রুপদকে নানা উপহার দিয়ে বিদুর আত্মপরিচয় দিয়ে পাণ্ডুপুত্রদের সঙ্গে কুরুকুলবধূ দ্রৌপদী আর কুন্তীদেবীকে হস্তিনাপুরে নিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন।
দ্রুপদ বিদুরকে সসম্মান সম্বর্ধনা জানিয়ে বললেন, 'ধর্মাত্মা বিদুর

আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় আমার আনন্দেরও সীমা নেই। আপনি আসন গ্রহণ করুন, আমি পাণ্ডুপুত্রদের সঙ্গে কৃষ্ণা ও দেবী কুন্তীকেও ডেকে পাঠাচ্ছি। দীর্ঘকাল তাদের অদর্শনে আপনি নিশ্চয়ই উদগ্রীব হয়ে আছেন?'

হাসলেন বিদুর। হ্যাঁ, উদগ্রীব অবশ্যই। তাঁর মনের বাসনা কাউকেই তো বলা যায় না।

একটু পরেই দ্রুপদের কক্ষে প্রবেশ করলেন কুন্তী, তার সঙ্গে লজ্জাবনত নববধূ দ্রৌপদী। আর তার পিছনে? বিদুর সস্নেহে তাকাতেই দেখতে পেলেন একে একে তাঁর একান্ত স্নেহের পাত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে।

বিদুর এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলেন কুন্তীকে।

দ্রৌপদী প্রণাম করতেই আশীর্বাদ করলেন বিদুর মহামূল্যবান স্বর্ণাভরণ দিয়ে।

একে একে এগিয়ে এসে তাত বিদুরের চরণে প্রণতঃ হলেন পাণ্ডবেরাও। বিদুরের চোখে নেমে এল আনন্দাশ্রু। তিনি এই ক্ষণটুকুর অপেক্ষাতেই ছিলেন এক বছর ধরে। জড়িয়ে ধরলেন তিনি পাঁচ ভাইকে।

'বৎস যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব, অধর্মের পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী তোমাদের জীবনরক্ষার মধ্য দিয়ে আজ সেই মহাসত্যই উদ্ভাসিত হয়েছে। আশীর্বাদ করি ভবিষ্যতেও তোমাদের জীবন নিষ্কণ্টক হোক,' বিদুর বললেন।

'তাত বিদুর,' যুধিষ্ঠির ধীর কণ্ঠে বললেন, 'প্রচণ্ড অগ্নিদাহের মধ্য থেকে আমাদের জীবন রক্ষা পেয়েছে আপনারই সস্নেহ সতর্কতায়। হয়তো বিধাতার এই ইচ্ছা ছিল যার পরিণতিতে আজ আমরা লাভ করেছি পাঞ্চালীকে। আপনিই আমাদের পথ নির্দেশ করুন, আমরা কি করব?'

'তোমরা আমার সঙ্গে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করে মহারাজ পাণ্ডুর

রাজ্যের অধিকার গ্রহণ করবে। তুমিই সে রাজ্যের যুবরাজ ভুলে যেওনা,' বিদুর উত্তর দিলেন। 'হস্তিনাপুরের মানুষ আজ অধীর হয়ে তোমাদেরই প্রতিক্ষায়।'

যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন, 'আমরা বর্তমানে দ্রুপদ রাজ্যের অধীশ্বরেরই অনুবর্তী, তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায় লালিত। তাঁর আজ্ঞা ছাড়া তাই আমরা কোন কিছুই করতে পারি না।'

মহারাজ যাজ্ঞসেন স্মিতমুখে বললেন, 'এ বিষয়ে আমি সকলের আগে স্বয়ং বাসুদেবের আর বলদেবের মত নিতে আগ্রহী।

কৃষ্ণ ও বলরাম ইতিমধ্যেই প্রবেশ করে কথোপকথন শুনছিলেন।

কৃষ্ণ বললেন, 'পাণ্ডবদের স্বদেশে ফিরে যাওয়াই আমার মতে শ্রেয়।' তিনি এবার বলরামের দিকে তাকাতে তিনিও সায় জানালেন।

দ্রুপদ বললেন, 'সকলেরই যখন এই মত তখন শুভসময়ে পাণ্ডবেরা জননী কুন্তী আর কৃষ্ণাসহ হস্তিনাপুরে গমন করুক।'

বিদুর হস্তিনাপুরে দূত পাঠাতে বিলম্ব করলেন না। পাণ্ডবেরা যে অবিলম্বেই রওয়ানা হবে সেজন্যই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়ে দিলেন তিনি।

রওয়ানা হতেও দেরী হলনা। নিপুণ দক্ষতায় সব কিছুই সম্পন্ন করল দ্রুপদপুত ধৃষ্টদ্যুম্ন। অশ্রুসজল দৃশ্যের অবতারণা হল বিদায় লগ্নে।

আজ সত্যিই বিদুরের মন আনন্দে আপ্লুত। তার ভাগ্যবলেই আজ আবার পাণ্ডুপুত্রদের তিনি কাছে পেয়েছেন। তাদের আর চোখের আড়াল করতে প্রস্তুত নন।

দীর্ঘযাত্রার অবসানও ঘটে গেল এক সময়। বিদুর আরও আনন্দিত এই যাত্রায় সানন্দে সঙ্গী হয়েছেন বাসুদেব কৃষ্ণ আর বলদেব।

হস্তিনাপুরের সীমানায় প্রবেশ মাত্র অপরূপ এক দৃশ্যের অবতারণা হল। হস্তিনাপুরের মানুষ আজ আনন্দে দিশাহারা। তারা নগর-প্রান্তে জমায়েত হয়ে সহর্ষ অভিনন্দন জানাতে চাইল পাণ্ডবদের। সকলের মুখেই পাণ্ডবদের প্রশস্তি। দ্রৌপদীর অপরূপ রূপলাবণ্য

লক্ষ্য করে পুরবাসীদের আহ্লাদেরও সীমা পরিসীমা ছিল না॥

রাজঅন্তঃপুরেও খুশির আমেজ। নববধূ দ্রৌপদীকে আশীর্বাদ জানালেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আর কুরুজ্যেষ্ঠ ভীষ্ম।
আড়ালে ভীষ্ম বিদুরকে বললেন, 'আজ সত্যিই আনন্দের দিন, বিদুর, কিন্তু··· ।'
'বুঝেছি আপনি কি বলতে চাইছেন, তাত,' বিদুর শান্তস্বরে বললেন।
'তুমি ধার্মিক আর বুদ্ধিমান। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই অনুমান করেছ, দুর্যোধন পাণ্ডবদের এই প্রত্যাবর্তনে খুশি হয়নি সে কথা বলাই বাহুল্য। আমি কেবল ভাবছি অনাগত ভবিষ্যতে শান্তনুবংশে কি ঘটতে চলেছে।'

'এর সমাধানে একটি মাত্র উপায়ই অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ, আর তা হল এ রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করা,' বিদুর বললেন।
'হ্যাঁ, বিদুর, সে কথা আমারও মনকে চঞ্চল করে তুলেছে কয়েকদিন ধরে। আমার দুর্ভাগ্য পিতার এ রাজ্য আজ দ্বিখণ্ডিত করতে হবে,' বিষাদে ভরে উঠল ভীষ্মের কণ্ঠস্বর। 'ধৃতরাষ্ট্রও এ কথা ভেবেছে। পুত্র-স্নেহে সে অন্ধ, দুর্যোধনকে সে কোনভাবেই বশে আনতে সক্ষম নয়। এ পরিস্থিতি তাই নিশ্চিতভাবেই হয়ে উঠবে জটিল। দুর্যোধন আজ পাণ্ডবদের সঙ্গে কোনভাবেই সহাবস্থানে রাজী হবে না। রাজ্য ভাগ করাই হবে, তাই আপাত শান্তিরক্ষার উপায়।'
'হ্যাঁ, আমিও তা বিশ্বাস করি,' বিদুর বললেন। 'অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য আর কুলগুরু কৃপাচার্যেরও কি এই মত, তাত?'
'হ্যাঁ, এই মত তাঁদেরও। এ আমাদের ভবিতব্য। যে রাজ্য তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলেন পিতা শান্তনু সে রাজ্য হয়তো ভবিষ্যতে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'
'প্রণাম পিতামহ ভীষ্ম, প্রণাম তাত বিদুর,' হাসিমুখে ইতিমধ্যে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন বাসুদেব কৃষ্ণ। 'বাধা দিলাম নাতো?' কৃষ্ণ

বললেন।
'আদৌ না, বরং তোমার কথাই বারবার মনে পড়ছিল,' ভীষ্ম বললেন। 'যথাসময়েই তোমার আবির্ভাব ঘটে, বাসুদেব, আমি জানি।'
'তাহলে ঠিক এই মুহূর্তে কোন সমস্যা উপস্থিত হয়েছে কি?' কৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন।
'হ্যাঁ, জটিল সমস্যা, বাসুদেব। এর সমাধান তাই তোমাকেই করতে হবে,' ভীষ্ম বললেন।
হেসে উঠলেন কৃষ্ণ। তিনি বললেন, 'তবে কি সমস্ত সমস্যা সমাধানের মধ্যমণি আমিই, পিতামহ?'
হাসলেন বিদুরও, 'কৃষ্ণ, এ আমাদের সৌভাগ্য যে তোমাকে আমাদের কাছে পেয়েছি। তাই তোমাকেই মধ্যমণি করতে ইচ্ছে করে।'
'কিন্তু সমস্যা কি, তাত বিদুর?' কৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন।
'যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছে আগেই, আবার দুর্যোধনও এ রাজ্যের সিংহাসনের অন্যতম দাবীদার,' বিদুর বললেন। 'এমতাবস্থায় এই জটিল পারিবারিক সমস্যার সমাধান কি হওয়া সম্ভব?'
'হ্যাঁ, সমস্যা জটিল বটে', কৃষ্ণ উত্তর দিলেন।
'তাহলে তোমার সমাধান কি, কৃষ্ণ?' ভীষ্ম প্রশ্ন করলেন।
'সমাধান তো হাতের মুঠোতেই রয়েছে, পিতামহ', কৃষ্ণ হেসে বললেন। 'পাণ্ডবদের রাজ্যের অর্ধাংশ দিয়ে বাকি অর্ধাংশ হোক দুর্যোধনের।'
ভীষ্ম আর বিদুর চকিতে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।
হেসে উঠলেন কৃষ্ণ আবার।
'সমাধান তো আগেই করে নিয়েছেন আপনারা, পিতামহ, তাইনা?' তিনি বললেন।
'তোমার কথা অস্বীকার করব না, বাসুদেব', ভীষ্ম স্মিত হেসে বললেন। 'দেখতে পেলাম তোমার মনের মত দৃষ্টিশক্তিও শরের মতই তীক্ষ্ণ। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, কিভাবেই বা এ রাজ্য দ্বিখণ্ডিত করা সম্ভব তাই

চিন্তা করছি। তাছাড়া যুধিষ্ঠির কি রাজী হবে? হস্তিনাপুর নগরই বা হবে কাদের রাজধানী? পাণ্ডবদের না কৌরবের?'

'খাণ্ডবপ্রস্থ হোক পাণ্ডবদের রাজধানী।' উত্তর দিলেন বাসুদেব কৃষ্ণ। 'যুধিষ্ঠিরও রাজী হবেন।'

'খাণ্ডবপ্রস্থ?' বলে উঠলেন ভীষ্ম।

'হ্যাঁ, পিতামহ। পাণ্ডবরা খাণ্ডবপ্রস্থকেই করে তুলবে এক শ্রেষ্ঠ রমনীয় নগরী। তাঁদেরই পরিশ্রমে এই নগরী হয়ে উঠবে চিরসুন্দর, চির বসন্তের আবাসস্থল', কৃষ্ণ উত্তর দিলেন।

'কিন্তু—', ভীষ্ম বলতে গেলেন।

'আর কিন্তু নয়, পিতামহ, চলুন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। সমস্যার সমাধানে আর দেরী করার প্রয়োজন নেই।' কৃষ্ণ বললেন।

পরের দৃশ্য উন্মোচিত হল ধৃতরাষ্ট্রের কক্ষে। সকলে সেখানেই হাজির হলেন।

বিদুরের চোখে পড়ল ধৃতরাষ্ট্র যেন কিছুটা অস্থির। বিষম কোন সমস্যার সমাধান করতে না পারার বেদনাই তার মুখে প্রকট।

'প্রণাম, মহারাজ,' কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করে প্রথমে কথা বললেন।

একটু চমকে উঠলেন ধৃতরাষ্ট্র। তিনি বললেন, 'কৃষ্ণ, এসেছ? আঃ, তোমার কথাই আমি ভাবছিলাম। এ সিংহাসনের ভার বড় বিষম, কৃষ্ণ। আমি বিপন্ন বোধ করছি।'

'মহারাজ, আপনার এ দুর্বলতা তো শোভনীয় নয়,' কৃষ্ণ বললেন।

'জানি, তবু আমার এ মন বড়ই অশান্ত হয়ে উঠছে। এ রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকার কারা?'

'মহারাজ আপনি অকারণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। এই সাম্রাজ্য দ্বিখণ্ডিত করে এক অংশে অধিষ্ঠিত করুন পাণ্ডুপুত্রদের অন্য অংশ থাক দুর্যোধনের। এর চেয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান আর কিছু হয় না,' কৃষ্ণ বললেন।

'এ রাজ্য তবে ভাগ করতে হবে?' ধৃতরাষ্ট্র কাতর স্বরে বললেন।

'এই পরিস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য সমাধান এটাই,' ভীষ্ম বলে উঠলেন।

'কিন্তু—কিন্তু আমার প্রিয় হস্তিনাপুর কার হবে, অন্যরাই বা কোথায় রাজধানী স্থাপন করবে, তাত?'

'আপনি পাণ্ডবভ্রাতাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসুন, মহারাজ,' বিদুর এই প্রথম কথা বললেন। 'তাঁদের রাজ্যের অর্ধেক প্রদান করে খাণ্ডবপ্রস্থে অধিষ্ঠিত করুন। হস্তিনাপুর থাকুক কৌরবদেরই।'

'আপনাদের সকলেরই কি তাই মত, তাত?' ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মকে বললেন।

'হ্যাঁ, ধৃতরাষ্ট্র', ভীষ্ম উত্তর দিলেন।

'তবে তাই হোক,' ধৃতরাষ্ট্র দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'বিদুর, তুমি যুধিষ্ঠিরকে সাদরে এখানে ডেকে আন তাহলে।'

'মহারাজের যেমন আদেশ', বিদুর এই বলে পাণ্ডবদের আহ্বান করার উদ্দেশ্যে বিদায় নিলেন।

বিদুর একটু পরেই পঞ্চপাণ্ডবসহ আবার ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে পৌঁছলেন। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে স্বয়ং পিতামহ ভীষ্ম, বাসুদেব কৃষ্ণ আর বিদুরকে দেখে যুধিষ্ঠির একটু চিন্তিত হয়েছেন মনে হল বিদুরের।

'তাত, আমাকে ডেকেছেন?' যুধিষ্ঠির সকলকে যথারীতি অভিবাদন জানিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন।

'কল্যাণ হোক, বৎস', ধৃতরাষ্ট্র বললেন। 'তুমি তো জান বৎস, যুধিষ্ঠির, রাজসিংহাসন বড়ই কণ্টকাকীর্ণ। আজ আমিও তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। আমার প্রিয়তম অনুজ পাণ্ডুর পুত্র তোমরা। তোমরা তাই আমার সন্তানতুল্য। কিন্তু বাস্তব বড়ই নিষ্করুণ—সেখানে বিবাদ, ঈর্ষা আর লোভ হাত ধরাধরি করে চলে। আজ আমি অতি দুঃখের সঙ্গেই বলছি দুর্যোধনের সঙ্গে তোমাদের এই বিবাদে আমি মর্মাহত। তাই আমার একান্ত ইচ্ছা এ রাজ্য দুভাগ হোক, এক অংশ হোক তোমাদের আর অপর অংশ হোক কৌরবদের। তাত ভীষ্ম, কৃষ্ণ ও বিদুরও এটা সমর্থন করেছেন। তোমাদের আমি অর্ধাংশ হিসাবে খাণ্ডবপ্রস্থ প্রদান করলাম। বীরবাহু ভীম ও শ্রেষ্ঠ

ধনুর্দ্ধর অর্জুন তোমাদের রক্ষা করবে, কেউ তোমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।'

এক মুহূর্ত ভাবলেন যুধিষ্ঠির তারপর ধীর কণ্ঠে বললেন, 'আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রেরই আজ্ঞাধীন। মহারাজের আদেশ পালনই আমার ধর্ম। আমি এ আদেশ তাই স্বীকার করছি।'

কৃষ্ণ বললেন, 'খাণ্ডবপ্রস্থই হয়ে উঠবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নগরীর ধাত্রী। রাজধানী স্থাপিত হবে ইন্দ্রপ্রস্থে আর স্বয়ং পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ ধার্মিক যুধিষ্ঠির হবেন খাণ্ডবপ্রস্থের রাজা।'

যুধিষ্ঠির একে একে সকলকে প্রণাম করে বাসুদেব কৃষ্ণের সঙ্গে ফিরে চললেন।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বিদুর। তাঁর মনে নতুন চিন্তার উদয় না হয়ে পারল না। দুর্যোধন কি এই রাজ্যভাগ শান্তভাবে মেনে নেবে? না কি নতুন কোন চক্রান্তের জল বিছিয়ে দিতে চাইবে সে? একমাত্র ভবিষ্যতই এর উত্তর দিতে পারে।

শান্তনুবংশের রাজ্য শেষ পর্যন্ত সত্যিই দ্বিখণ্ডিত হল। বিদুরের আশঙ্কা যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ পেলেন তিনি। তিনি জানতে পারলেন দুর্যোধন প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ রাজ্যভাগ সে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তার দাবী এ রাজ্যের ন্যায্য দাবীদার সে। দুর্যোধনকে মন্ত্রণা দিয়ে চলেছে তার মাতুল শকুনি আর অঙ্গরাজ কর্ণ।

বিদুর অবশ্য জানেন দুর্যোধনের এই আস্ফালন ব্যর্থই হবে, কারণ এ রাজ্যের মানুষ পাণ্ডবদের পক্ষে, পক্ষে তাদের স্বয়ং ভীষ্ম, দ্রোণ আর কৃপাচার্যও। বাসুদেব কৃষ্ণও পাণ্ডবদের সঙ্গী। অতএব মনের অভিলাষ দুর্যোধনকে মনেই চেপে রাখতে হবে।

পাণ্ডবেরা পাঞ্চালী আর কুন্তীসহ খাণ্ডবপ্রস্থে রওয়ানা হয়েছে, তাদের সঙ্গী হয়েছেন স্বয়ং কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে অতি উৎসাহী দেখেছেন বিদুর। তাঁর সাহায্যে পাণ্ডবেরা অসাধ্য সাধন করবে সন্দেহ নেই।

বিদুর একা জেগে চিন্তায় বিভোর। পাশে শায়িত স্ত্রী পরাশরী।

বিদুর সংবাদ পেয়েছেন পাণ্ডবরা নিদারুণ পরিশ্রম করে গড়ে তুলছে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর। ইন্দ্রপ্রস্থ আজ হয়ে উঠেছে এক অপরূপ রমণীয় এক নগর।

বিদুর শুনেছেন দেবর্ষি নারদ স্বয়ং পাণ্ডুপুত্রদের আশীর্বাদ জানিয়ে সদুপদেশ দান করে গেছেন। নারদের পরামর্শে পাঁচ ভাই স্বীকৃত হয়েছেন পরস্পরের সৌহার্দ বজায় রাখার জন্য বিশেষ নিয়ম মেনে চলবে। পাঞ্চালীর কাছে কোন ভাই উপস্থিত থাকলে অন্য কোন ভাই সেখানে উপস্থিত হবে না। এ নিয়ম ভঙ্গ করলে তাকে বার বৎসর বনবাস স্বীকার করতে হবে।

বিদুর মনে মনে হাসলেন দেবর্ষির চমৎকার উপদেশের কথা স্মরণ করে। চক্রী শকুনি আর দুর্যোধন দ্রৌপদীর কারণে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কথা ভেবেছিল। কিন্তু এতে বাধা দেয় কর্ণ। কর্ণ জানিয়েছিল এ পদ্ধতিতে কাজ হবে না আর পঞ্চভ্রাতার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কোন ভাবেই সফল হতে পারে না।

এ সমস্ত কথা চরের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী বিদুর। তিনি দুর্যোধনের উপর নজর রাখতে ভোলেন নি। সে কখন কি করে চলেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ পৌঁছে যায় তাঁর কাছে। এই কাজ চালিয়ে যেতেই হবে। দুর্যোধনকে কিছুতেই চোখের আড়াল করা চলবে না।

রাত গভীর হয়েছে। জানালার বাইরে তাকালেন বিদুর। অমাবস্যার রাতে বাইরে মসীকৃষ্ণ অন্ধকার পক্ষ বিস্তার করেছে।

আস্তে আস্তে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন বিদুর একসময়।

সময় তার নিজের নিয়মে কেটে চলে। খাণ্ডবপ্রস্থ হয়ে উঠেছে এক অপরূপ শোভামণ্ডিত আনন্দনগর। সেখানকার প্রজাকূল ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ মহারাজা যুধিষ্ঠিরের শাসনে পরম সুখী। ইন্দ্রপ্রস্থ হয়ে উঠেছে

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম এক রাজধানী।

কিন্তু এই পরিস্থিতি কারও কারও পক্ষে আদৌ মনোমুগ্ধকর হতে পারেনি। হস্তিনাপুরের রাজঅন্তঃপুরে তাই ধিকিধিকি জ্বলতে চায় ঈর্ষা। দুর্যোধন ঈর্ষার অনলে অহরহ দগ্ধ হয়ে চলেছে জানতেন বিদুর।

বিদুর জানেন ঈর্ষা মানুষের এক পরম শত্রু। ঈর্ষাপরায়ণতার কিছু দৃষ্টান্ত ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। জতুগৃহের ভয়ানক ইতিহাস আজও মন থেকে মুছে যায়নি বিদুরের। তিনি ভালই জানেন দুর্যোধন সুযোগের অপেক্ষাতেই রয়েছে, অবকাশ মিললেই সে দংশন করবে পাণ্ডবদের। তবে বিদুর কিছুটা নিশ্চিন্ত, পাণ্ডবরা আজ যথেষ্ট স্বয়ম্ভর। তারা বীর, ধর্মপরায়ণ আর প্রজাপালক, তাই তারা একা নয়।

খাণ্ডবপ্রস্থের সমস্ত ঘটনাই জানতে দেরী হয়না হস্তিনাপুরের মহা-মন্ত্রীর। আসলে বিদুর ভাবলেন, তিনি এই হস্তিনাপুরে থাকলেও তাঁর মন পড়ে থাকে ইন্দ্রপ্রস্থে।

বিদুর শুনেছেন অর্জুনের বনবাসে গমনের কথা। এক ব্রাহ্মণের চুরি যাওয়া গোধন উদ্ধারের জন্য অর্জুন দ্রৌপদী সম্পর্কিত নিয়মভঙ্গ করায় সে বার বছরের জন্য বনবাসে গমন করে। নানা ঘটনাই ঘটেছে অর্জুনের জীবনে এর ফলে। সবই শুনেছেন বিদুর। বন-গমনের মধ্যবর্তী সময়ে অর্জুন পাণিগ্রহণ করেছে মণিপুরেশ্বরের বর-বর্দিনী কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে। আর এছাড়াও নাগকন্যা উলুপীকেও। কিন্তু এই সব নয় অর্জুনের আরও বিচিত্র কীর্তির কথা শুনে খুশি না হয়ে পারছেন না বিদুর। অর্জুন বনবাসের দিন শেষ করে হাজির হয় প্রভাসতীর্থে। সেখানে তার দেখা হয় বাসুদেব কৃষ্ণের সঙ্গে। এরপরেই ঘটে এক মজার ঘটনা। অর্জুন কৃষ্ণের প্রিয় ভগ্নী সুভদ্রাকে হরণ করে নিয়ে যায়। স্বয়ং বলরাম আর যাদবকুল এজন্য প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়। কিন্তু কৃষ্ণের পরামর্শেই তা শেষ পর্যন্ত আর ঘটেনি। অর্জুন পাণিগ্রহণ করে সুভদ্রার।

বিদুর যেন মনশ্চক্ষে সমস্ত দেখতে পেলেন। সমস্ত ব্যাপারটি যে স্বয়ং কৃষ্ণেরই তৈরী তা বুঝলেন বিদুর। দারুণ খুশি না হয়ে তাই পারছেন না বিদুর। এ বিধাতার এক পরম আশীর্বাদ যে যাদব বংশ আজ পাণ্ডবদের সঙ্গে আত্মীয়তা বন্ধনে যুক্ত হল। স্বয়ং কৃষ্ণ আজ পাণ্ডবদের পরমাত্মীয়।

সমস্ত কিছুর মধ্যে তাই বিদুর আগামীর স্পর্শ টের পেলেন। হ্যাঁ, এ হবে আগামী দিনের এক আশীর্বাদ। বিদুর জানেন এক মহাযুদ্ধ হয়ে উঠবে অবশ্যম্ভাবী, শুধু সময়ের অপেক্ষা। পাণ্ডবপক্ষে বাসুদেব কৃষ্ণ হবেন শ্রেষ্ঠতম একজন পরামর্শদাতা আর সহায়। ধার্মিক পাণ্ডবকূলের জয় হবে অবশ্যম্ভাবী। অর্জুন আর বাসুদেবই হয়ে উঠবেন পাণ্ডব পক্ষের অপরাজেয় এক জুটী।

অর্জুনের কৃতিত্বে গর্ববোধ না করে পারছেন না বিদুর। স্ত্রী পরাশরীর প্রশ্নে সমস্ত কাহিনী তাকে শোনাতে চাইলেন বিদুর। খুশি তাই পরাশরীও, গর্বিতও।

'সুভদ্রা যে অর্জুনের স্ত্রী, ভেবে খুবই আনন্দ হচ্ছে আমার, তাকে দেখার আগ্রহ বাঁধ মানছে না,' পরাশরী বললেন।

'আমি তা জানি। এ সুযোগ নিশ্চয়ই পাবে, পরাশরী,' বিদুর বললেন। আমিও যে উদগ্রীব হয়ে আছি। শুধু মাঝে মাঝে ভাবি দুর্যোধন কি নিশ্চেষ্ট অবস্থায় সময় অতিবাহিত করছে? চারদিকের এই প্রশান্তি লক্ষ্য করে আমার দুশ্চিন্তা হয়, পরাশরী। এটা কি আগামী দিনের ঝড়ের লক্ষণ?

'পাণ্ডব আর কৌরবরা নিজের নিজের রাজ্য পেয়ে কি সুখী হয়নি, আর্য?' পরাশরী বললেন।

'দুর্যোধন হয়নি, প্রিয়া। আমার আশঙ্কা এখানেই। তাছাড়া খাণ্ডবপ্রস্থের প্রশংসায় সে ঈর্ষাকাতর। তাকে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে শকুনি। এই শকুনিকে আমি বুঝতে পারি না। কি তার উদ্দেশ্য?'

দীর্ঘকাল পরে তৃতীয় পাণ্ডব ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন করেছে সে খবর

যথা সময়েই পৌঁছল বিদুরের কাছে। অর্জুন আজ দিগ্বিজয়ী, দিব্য অস্ত্র লাভ করে সে অপরাজেয়। এ সংবাদ বিদুরের কাছে একান্ত সুখের তাতে সন্দেহ নেই। অর্জুন অগ্নির আহ্বানে খাণ্ডববন দহন করে অগ্নির কাছ থেকে লাভ করেছে গাণ্ডীব আর অক্ষয়তূণ। অর্জুনের প্রিয় সখা বাসুদেব কৃষ্ণ পেয়েছেন সুদর্শন চক্র। আজ সত্যিই পাণ্ডবরা শক্তিমান, ভাগ্যবানও।

আনন্দ সংবাদ এ ছাড়াও পেলেন বিদুর। সুভদ্রা আর অর্জুনের এক পুত্রও জন্মগ্রহণ করেছে। সে অভিমন্যু। খাণ্ডবপ্রস্থ আজ উৎসব মুখর।

কৃষ্ণার্জুনের সখ্যতা আজ প্রবাদে পরিণত। অর্জুনের বীরত্বে দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবতারাও পরাজিত আর মুগ্ধও। খাণ্ডবদহনের সময় আরও কয়েকজন শরণাগতের মধ্যে অর্জুন প্রাণভিক্ষা দান করেছিল ময়দানবকে।

প্রাণরক্ষার বিনিময়ে ময়দানবের অনুরোধে যুধিষ্ঠির তাকে এক সভা-গৃহ তৈরীর অনুমতি দান করেছেন।

মহাসুর ময় এই সুযোগ লাভ করে অনিন্দ্যসুন্দর এক আশ্চর্য রাজসভা তৈরী করে সকলকে মুগ্ধ, বিস্মিত করেছে। স্বয়ং দেবর্ষি নারদ দর্শন করেছেন এই সভাগৃহ।

বিদুরের মাঝে মাঝেই ইচ্ছে হয় ছুটে যান ইন্দ্রপ্রস্থে, পাণ্ডবদের সান্নিধ্যে কাটান তাঁর দিন। কিন্তু তা হওয়ার নয়। তিনি আজ হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী। দুর্যোধন অবিরাম নজর রাখছে আজও তাঁর গতিবিধির উপর।

দুঃখিত বোধ না করে পারেন না বিদুর। ইচ্ছে হয় এই মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে অন্য কোথাও স্বাধীনভাবে জীবন কাটাতে কিন্তু পরমুহূর্তেই কর্তব্য তাঁর হাত চেপে ধরতে চায়। এ কর্তব্য শুধু হস্তিনাপুরের মন্ত্রীর কর্তব্য নয়, পাণ্ডবদের স্বার্থরক্ষাও। বিদুর জানেন ষড়যন্ত্রের লীলাক্ষেত্র আজ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের রাজঅন্তঃপুর। বিদুরের এ রাজ্যে উপস্থিতি তাই পাণ্ডবদের জন্যই একান্ত দরকার। ষড়যন্ত্রের

আগাম আভাস তাকে পেতেই হবে আর সেই জন্যই তিনি সদা সতর্ক।

অন্য এক সুসংবাদ পেয়ে নিদারুণ উৎফুল্ল হলেন এবার বিদুর, আর তা হল স্বয়ং দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ করার আদেশ করেছেন। যুধিষ্ঠিরের চেয়ে এ যজ্ঞ করার যোগ্য পাত্র আর কে আছে? কিন্তু এ যজ্ঞ করায় বাধা অনেক একথা বিদুরও শুনেছেন। এ যজ্ঞের কাজে সর্বপ্রধান বাধা মগধরাজ জরাসন্ধ। জরাসন্ধ অসংখ্য রাজাকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যাদবেরাও এই জরাসন্ধের ভয়েই মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

বিদুর যা জানতেন না তা হল কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে জানিয়েছেন জরাসন্ধ জীবিত থাকতে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞ সম্ভব নয় কোনমতেই। তাই স্বয়ং কৃষ্ণ, ভীম আর অর্জুনকে নিয়ে জরাসন্ধ বধের জন্য মগধ যাত্রা করেছেন।

সুসংবাদ কিছুদিনের মধ্যেই পৌঁছল বিদুরের কাছে।

স্ত্রীকে বিদুর সেদিন জানালেন, 'বাসুদেব কৃষ্ণ যাদের সহায় অমঙ্গল তাদের স্পর্শ করতে পারে না।'

'ভাল খবর পেয়েছ?' হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন পরাশরী।

'অবশ্যই, পরাশরী। মগধরাজ জরাসন্ধকে বধ করেছে মহাবল মধ্যম পাণ্ডব ভীম। আজ আর তাই যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করায় বাধা নেই। ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেবও এর মধ্যে দিগ্বিজয়ের কাজও সুসম্পন্ন করেছে, তারা জয় করেছে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, কাশ্মীর কিম্পুরুষ বর্ষ, বঙ্গ সমস্ত দেশই। সবচেয়ে সুখকর সংবাদ, পরাশরী, ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হয়েছেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। আজ তাঁরই আশীর্বাদ সবার আগে চাই যে সম্রাট যুধিষ্ঠিরের। কিন্তু আমি ভাবছি এই রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার দুর্যোধনের মনে কোন আলোড়ন তুলবে। সে আজ ঈর্ষাপরায়ণতার সুউচ্চ স্তরেই বোধ হয় পৌঁছেছে।

আমার ভয় হচ্ছে যে কোন বিপাক না সৃষ্টি করে।'
'একথা কেন আগেই ভেবে নিচ্ছ?' পরাশরী বললেন।
'ভাবনার কারণ আছে, পরাশরী। যুধিষ্ঠির সমস্ত রাজা, ব্রাহ্মণ আর বিশিষ্ট নাগরিকদের যজ্ঞসভায় আমন্ত্রণ জানাবে অবশ্যই। আমন্ত্রিত হবেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আর সমস্ত কৌরবেরাই। সকলেই এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে হাজিরও হবেন ইন্দ্রপ্রস্থে যজ্ঞসভায়। দুর্যোধনের সে সভার রূপ দেখে কি মতিগতি দাঁড়ায় সেটাই ভাবনার বিষয়।'
ইতিমধ্যে বিদুরের ডাক পড়ল ধৃতরাষ্ট্রর কাছ থেকে।
বিদুর পৌছতেই দেখতে পেলেন পাণ্ডুর নকুলকে। নকুল হাসিমুখে প্রণাম করল বিদুরকে। বিদুর জড়িয়ে ধরলেন তাকে।
ধৃতরাষ্ট্র বলে উঠলেন, 'বিদুর, আজ আমার আনন্দের পরিসীমা নেই। পাণ্ডুপুত্র নকুল আজ আমাদের সকলকে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞসভায় সাদর নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছে। এ আমার কি সৌভাগ্য! ভরত-বংশের আজ বিরাট গৌরবের দিন। নকুল, তুমি আমার সন্তানতুল্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে দিও আমরা সকলে সানন্দে তাঁর যজ্ঞ-সভায় উপস্থিত হওয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। যথাসময়েই আমরা উপস্থিত হব।'
গান্ধারী বলে উঠলেন, 'আমার প্রিয় পুত্র ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের এই রাজসূয় যজ্ঞ ভালভাবে সম্পন্ন হোক এই আশীর্বাদ করি।'
বিদুর বললেন, 'তোমাদের মঙ্গল হোক বৎস, নকুল। অবশ্যই যজ্ঞসভায় সকলেই যাব।'
'আমি তাহলে বিদায় নিচ্ছি, জ্যেষ্ঠতাত?' নকুল ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী আর বিদুরকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিল।
'বিদুর তুমি অবিলম্বে ইন্দ্রপ্রস্থে যাওয়ার ব্যবস্থা কর,' ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'সত্যিই এ আমার কি সৌভাগ্য।
যবনিকা উত্তোলিত হল এর কয়েকদিন পর।
ইন্দ্রপ্রস্থের যজ্ঞসভা জনসমাগমে পূর্ণ। সারা দেশের মাননীয়

অতিথি সমাগমে অপরূপ হয়ে উঠেছিল রাজসূয় যজ্ঞসভা। বিনয় নম্র হয়ে সকলকে আপ্যায়ন করছিলেন যুধিষ্ঠির।

বিদুর বিমোহিত না হয়ে পারলেন না। মনে মনে তিনি গর্ব-অনুভব করলেন। এ সভা মহারাজ যুধিষ্ঠিরেরই যোগ্য সন্দেহ নেই। যজ্ঞসভার চারদিকে একবার দৃষ্টি মেলে দেখে নিলেন বিদুর। কেউই অনুপস্থিত নেই। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, দুর্যোধন, দুঃশাসন সহ শত ভ্রাতা, শকুনি, কর্ণ, শল্য, অশ্বত্থামা জয়দ্রথ, বিরাট, শিশুপাল, ভূবিশ্রভাসহ সমস্ত রাজন্যবর্গ সকলেই উপস্থিত।

স্বয়ং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব কয়েকজন ঋত্বিকের সঙ্গে যজ্ঞ পরিচালনা করতে ব্যস্ত। সুগন্ধে আমোদিত যজ্ঞস্থল। সব মিলিয়ে পরিবেশ হয়ে উঠেছে স্বর্গীয়।

দুর্যোধনকে লক্ষ্য করলেন বিদুর। দুর্যোধনের মুখভাব থমথমে। মনে মনে হাসলেন বিদুর। ঈর্ষাকাতর দুর্যোধন। শকুনি তাকে কিছু বলতে চাইছে। কে জানে হয়তো সতর্ক হতে যাতে তার মনোভাব প্রকাশ না হয়।

যজ্ঞ এক সময় শেষ হল। এবার অর্ঘ দান করার সময়। বিদুর উদগ্রী হয়ে উঠলেন কাকে অর্ঘ দান করা হবে একথা চিন্তা করে। তিনি অবশ্য জানতেন যোগ্যতম পুরুষ একজনই।

যুধিষ্ঠির সঠিক কাজই করবে জানতেন বিদুর। তার উপর এ আস্থা তাঁর আছে। যুধিষ্ঠির এটি ঠিক করার ভার দিলেন কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের উপর। সভায় সামান্য চঞ্চলতা জাগছে মনে হল বিদুরের। সকলেই ভাবছিলেন অর্ঘ গ্রহণের সবচেয়ে যোগ্য পাত্র কে হবেন, কাকে বেছে নেবেন ভীষ্ম?

একসময় উঠে দাঁড়ালেন ভীষ্ম। ধীর গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন, 'জ্যোতিষ্কের মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর, তেমনই পুরুষোত্তম স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণ। তুমি তাঁকেই প্রদান কর তোমার যজ্ঞের অর্ঘ।

সারা যজ্ঞসভা নিশ্চুপ। কোন চাঞ্চল্য জাগলনা আপাতদৃষ্টিতে যুধিষ্ঠির বিনম্র ভঙ্গীতে কৃষ্ণকে নিবেদন করলেন যজ্ঞের অর্ঘ। বাসুদেব

তা শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিগ্রহ করলেন।

এক মুহূর্তের অবকাশ মাত্র। আচমকা সভায় উঠে দাঁড়ালেন। চেদিরাজ শিশুপাল। তীক্ষ্ণস্বরে শিশুপাল বলে উঠলেন, 'হে জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব যুধিষ্ঠির, আপনার এই ব্যবহার আমরা আশা করিনি। এই সভায় আরও অনেক শ্রেষ্ঠ ধর্মপরায়ণ রাজন্য উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আপনি কি ভাবে কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান করলেন? এ আমাদের চরম অপমান। ভীষ্ম বৃদ্ধ, ভীমরতী গ্রস্ত। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান সামান্যই। তাঁর কথায় কৃষ্ণকে অর্ঘ দান করে আপনি অন্যায় করেছেন।'

সভায় যেন বজ্রপাত হল।

যুধিষ্ঠির দ্রুত ছুটে গেলেন শিশুপালের কাছে। তিনি ক্রোধে বললেন 'এ আপনার অন্যায় অভিযোগ, চেদিরাজ। বয়োবৃদ্ধরাও কৃষ্ণের এই নির্বাচনে খুশি। আপনি ভীষ্ম ও কৃষ্ণকে এ ভাবে অপমান করতে পারেন না। আপনি অধার্মিকের মত কথা বলছেন।'

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'বৎস যুধিষ্ঠির, যে শোকবৃদ্ধ কৃষ্ণের অর্চনা চায় না তাকে কিছু বোঝানো অসম্ভব কাজ। শিশুপালের বুদ্ধি অপরিপক্ক।'

শিশুপাল আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মকে নানাভাবে অপমানিত করে চললেন। শিশুপালের পক্ষ নিলেন আরও কয়েকজন রাজা। তারা যুদ্ধ করতে তৈরি। কৃষ্ণকে গাল দিয়ে চললেন শিশুপাল।

বিদুর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। যজ্ঞসভায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে তিনি কল্পনাও করেন নি। কি হবে ভেবে তিনি আতঙ্কিত হলেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষার প্রয়োজন হলনা। বাসুদেব কৃষ্ণ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে উঠে এল সুদর্শন চক্র।

কৃষ্ণ বললেন, 'হে রাজন্যবর্গ, আপনারা স্বচক্ষে সমস্ত ঘটনা লক্ষ্য করেছেন। বিনা কারণেই চেদিরাজ শিশুপাল এ সভার ঐতিহ্য নষ্ট করেছে। এর জন্মের সময় আমি ঘোষণা করেছিলাম ওর শত-অপরাধ মার্জনা করব। আজ ওর সেই শত অপরাধ পূর্ণ হওয়ায়

আমি তাকে সবেহার করছি।'

কৃষ্ণের হাত থেকে সঙ্গে সঙ্গেই তীব্রবেগে ছুটে গেল চক্র, মুহূর্তের মধ্যেই শিশুপালের মাথা শরীর চ্যুত হল। সারা সভা স্থির স্তব্ধ হয়ে গেল।

বিদুর এ দৃশ্য দেখে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। শিশুপাল নিজ-দোষেই নিহত।

যজ্ঞ শেষে এবার শুরু হল প্রত্যাবর্তনের পালা। বিদুরও যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ জানিয়ে ফিরে এলেন হস্তিনাপুরে।

হস্তিনাপুরে এলে ভাবনার পোকা কুরে কুরে খেতে চাইছিল বিদুরকে তাঁর এ ভাবনা অকারণ নয়। তিনি শুনেছেন পাণ্ডব রাজসভায় যজ্ঞের পর উপহাসাস্পদ হয় দুর্যোধন। এ যেন আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। দুর্যোধনের ঈর্ষা তাই বাধ মানছে না। বিদুর গোপন সংবাদ পেয়েছেন হস্তিনাপুরের রাজঅন্তঃপুরে নতুন করে আবার এক ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত ঘটেছে। আর সেই ষড়যন্ত্রের প্রধান কুটিলতা শকুনি। পাণ্ডব আর কৌরবের মধ্যে বৈরীতা আজ বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতই এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু এবার কোন পথে পাণ্ডবদের শত্রুতা করবে দুর্যোধন ? যেভাবেই হোক ওদের ষড়যন্ত্রের আভাস বিদুরকে আগেই পেতে হবে, তাই গোপনে চর নিযুক্ত করতে হবে শকুনির উপর নজর রাখার জন্য। শকুনিই হবে পুরোধা, কোন সন্দেহ নেই।

চরের মুখে খবর সংগ্রহে ব্যর্থ হলেন না বিদুর। যে কূটচাল এবার শকুনি দিতে চায় তা সত্যিই মারাত্মক। যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে রাজি করিয়ে যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ জানাতে চায়। শকুনির উদ্দেশ্য পাশা খেলায় বাজি রাখার মধ্য দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে হারিয়ে তাঁর সমস্ত রাজত্ব আর সম্পদ জয় করে নেওয়া।

বিদুর এবার সত্যিই আতঙ্কিত না হয়ে পারলেন না। কারণ তিনি ভালই জানেন শকুনি অক্ষক্রীড়ায় অত্যন্ত দক্ষ। তাছাড়া যুধি

সে তুলনায় কিছুই নয়। অতএব তাঁর পরাজয় অবধারিত।
হস্তিনাপুরের মন্ত্রী হিসাবে বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে পাশা খেলা থেকে নিবৃত্ত থাকার উপদেশ দিতে পারেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সন্দেহ আছে ধৃতরাষ্ট্র তাতে রাজী হবেন কিনা। বিদুর বারণ করতে পারেন যুধিষ্ঠিরকেও কিন্তু সে ধৃতরাষ্ট্রের কথা অগ্রাহ্য করবে না, তাছাড়া সে পাশা খেলায় আগ্রহীও।
তাহলে এর ভবিষ্যত কি ?
বিদুর এখবরও পেয়েছেন দুর্যোধন সবসময়েই ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তার মনের দুঃখ জানিয়ে চলেছে। আর সে দুঃখ মোচনের পদ্ধতি কি হতে পারে, দুর্যোধন শকুনির সহায়তার তার কথাই বারবার বলে চলেছে ধৃতরাষ্ট্রকে। বৈরীতার আগুন দগ্ধ করে চলেছে কৌরবদের। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র কি কপট ওই অক্ষক্রীড়ার অনুষ্ঠানে রাজী হবেন ? আপাতদৃষ্টিতে না বলে মনে হলেও দুর্যোধনের অবিরাম চাপের কাছে পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র কতক্ষণই বা টিঁকবেন ? শেষ অবধি তাঁকে হার স্বীকার করতেই হবে।
আশ্চর্য মানুষের চরিত্র। এই রাজ্য দুভাগ করা হলেও শান্তির কোন পথ নেই। মূল সেই ঈর্ষা। ঈর্ষাই ডেকে আনবে অচিরেই সর্বনাশ। একথা নিশ্চিতভাবেই জেনেছেন বিদুর। এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।
বিদুরের মনে পড়ল কয়েকটা দিন আগের কথা। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ার পর একান্তে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের চরণে প্রণতঃ হয়েছিলেন বিদুর।
ব্যাসদেব আশীর্বাদ জানিয়ে বলেছিলেন ! 'বৎস বিদুর, অনাগত এক বিপর্যয় দেখতে পাচ্ছি। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধার্মিক যুধিষ্ঠিরকে উপলক্ষ্য করে আসবে সেই ভয়ানক সময়, ধ্বংস হবে সব ক্ষত্রিয় কুল··· ।'
বিদুর কেঁপে উঠে বলেছিলেন, 'এ থেকে কি কোন নিস্তার নেই, পিতা ?'
'এ সবই ভবিতব্য, ঈশ্বরের বিধান। দুর্যোধনের অপরাধ ও পাপেই

বিনষ্ট হবে কৌরবেরা, আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখছি ভীমার্জুনের বলে জয়ী হবে যুধিষ্ঠির···।' উত্তর দিয়েছিলেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
'একথা আমি যুধিষ্ঠিরকেও জানাতে চাই, বিদুর— ।'
'প্রভু, এক্ষেত্রে আমার কর্তব্য কি নির্দেশ করুন.' বিদুর কাতর কণ্ঠে বলেছিলেন।
'এই ভয়ঙ্কর ভ্রাতৃঘাতী কলহে তুমি নিমিত্ত মাত্র, বিদুর নিছক একজন ক্রীড়ণক। তোমার কাজ হবে ধর্মকেই অনুসরণ করা। উপযুক্ত সময়ে আবার আমি আসব, চিন্তা কোরনা···।'
ব্যাসদেবের ওই ভবিষ্যতবাণী হৃদয় তোলপাড় করে তোলে বিদুরের। শেষ পর্যন্ত ভাগ্যের হাতেই নিজেকে ছেড়ে না দিয়ে উপায় ছিলনা তাঁর। ভাগ্যই প্রবল কে তাকে অতিক্রম করতে পারে ?
বিদুর যা ভেবেছিলেন আপাতদৃষ্টিতে তাই ঘটেছে। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে পাশা খেলার যে প্রস্তাব দিয়েছে মহারাজ তা অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি বারবার দুর্যোধনকে ঈর্ষাপরায়ণ না হওয়ারই উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু নীচ দুর্যোধন মহারাজের সে উপদেশ কর্ণপাত করতেও রাজী নয়। সে আত্মহত্যা করারও হুমকি দিয়ে চলেছে। ধৃতরাষ্ট্র এতেও নরম হননি তিনি দুর্যোধনকে আত্মসম্বরণের আদেশ দান করেছেন।
কিন্তু বিদুর ভালই জানেন ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের এই কৌশলের কাছে হারতে বাধ্য। শেষ পর্যন্ত তাঁর সে আশঙ্কাই সত্যি হল যেদিন ধৃতরাষ্ট্র অসময়ে বিদুরকে ডেকে পাঠালেন।
নানা চিন্তা মাথায় নিয়েই বিদুর হাজির হলেন কৌরব অন্তঃপুরে। বাইরে মনসীকৃষ্ণ অন্ধকার। ধৃতরাষ্ট্রের কক্ষে জ্বলছিল ঘিয়ের প্রদীপ, গড়ে উঠেছে একটা অস্পষ্ট আলো আঁধারি।
ধৃতরাষ্ট্র মাথায় হাত রেখে তাঁর পালঙ্কে বসেছিলেন। দাসী তাঁর পদসেবা করে চলেছে। বিদুর আগমন বার্তা জানাতে ধৃতরাষ্ট্র দাসীকে বিদায় দিয়ে বিদুরকে পাশে বসতে বললেন।
'বিদুর, আমার আন্তরিক ইচ্ছা মহারাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে আগমন

করে কৌরবদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ অক্ষক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করুক।'

বিদুরের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। তিনি ব্যাসদেবের ভবিষ্যতবাণী স্মরণ করলেন। তবে কি এই শুরু ?

বিদুর কোন উত্তর দিতে পারলেননা। তাঁর মনে সত্যিই ঝড় উঠেছিল। বিদুরকে চুপ করে থাকতে দেখে ধৃতরাষ্ট্র আবার বললেন, 'তোমাকেই ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে ধার্মিক যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতে হবে। আমি ইতিমধ্যেই সুরম্য দ্যুতসভা তৈরি করার আদেশ দিয়েছি। পাণ্ডবদের সকলেই হবে আমন্ত্রিত।'

বিদুর এবার উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, আপনার এই পাশক্রীড়া অনুমোদন সমর্থন করতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে এতে অকারণ অনর্থকেই আহ্বান করা হবে। আপনি এই আদেশ ফিরিয়ে নিন, তাতে পাণ্ডব আর কৌরব দুপক্ষেরই মঙ্গল হবে।'

'এটা করা আমার অভিপ্রেত নয়।' সম্ভবও নয়, ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন।

'মহারাজ, এতে কুলক্ষয় আর বৈরিতার সম্ভাবনা। পাণ্ডব আর কৌরবদের মধ্যে জেগে উঠতে পারে সখ্যতার অভাব। আমি অনুনয় করছি এ প্রস্তাব বাতিল করুন,' কাতর কণ্ঠে বললেন বিদুর।

'বিদুর, দৈবকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না। আমিও তার অধীন ? তুমি যাও, কালহরণ না করে দ্রুত ইন্দ্রপ্রস্থে রওয়ানা হয়ে প্রিয় পাণ্ডুপুত্রদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর।'

ব্যথিত, বজ্রাহত বিদুরের নিজেকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করণীয় ছিলনা। ধৃতরাষ্ট্রের কক্ষ ছেড়ে বিদুর প্রবেশ করলেন ভীষ্মের কক্ষে।

ভীষ্ম বিদুরকে চিন্তিত দেখে প্রশ্ন করলেন, 'কোন অঘটন ঘটেছে, বিদুর ? তোমাকে নিদারুণ চিন্তাক্লিষ্ট মনে হচ্ছে আমার।'

'তাত, সর্বনাশ ঘটতে চলেছে,' বিদুর বললেন। 'মহারাজ পাণ্ডব আর কৌরবের মধ্যে পাশা খেলার আয়োজন করেছেন। আমার উপর আদেশ হয়েছে পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরে নিয়ে আসার জন্য। 'আমি বুঝতে পারছি কপট পাশা খেলাই এর উদ্দেশ্য।'

ভীষ্ম গম্ভীর হয়ে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন।

'আমি এ আশঙ্কা আগেই করেছিলাম। শকুনিরই এই চক্রান্ত। দুর্যোধন নিমিত্ত মাত্র। ধৃতরাষ্ট্র ক্লীব, পুত্রের বশীভূত। হ্যাঁ, অক্ষক্রীড়া আমিও অনুমোদন করতে পারি না। কিন্তু বিদুর, আমরা অসহায়, অক্ষম। আমরা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অন্নদাস, তার মতের বিরোধিতা করায় অশক্ত।

'তবে কি ভয়ঙ্কর ভবিতব্যকে এড়ানো অসম্ভব?'

'হ্যাঁ, দৈবকে কেউই অতিক্রম করতে পারবে না। এই পাশক্রীড়ার মধ্য দিয়ে যদি ভবিষ্যতের চরম অবস্থা ঘনিয়ে আসে তাকে ঠেকানোর ক্ষমতা তোমার বা আমার কারও নেই, বিদুর,' ভীষ্ম ক্লান্তস্বরে বললেন।

'তবে আমার কর্তব্য কি হবে?'

'মহারাজের আদেশ পালন কর।' ভীষ্ম উত্তর দিলেন।

মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলেন বিদুর। তাত ভীষ্মও তাকে নিরাশ করলেন।

অসহায় বিদুর, হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী। ভয়ঙ্কর খেলায় আবার মেতে উঠতে চলেছে দুর্যোধন। পিছনে যার মস্তিষ্ক কাজ করছে সে সৌবল শকুনি। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র হাতের পুতুল হয়ে গেছেন ওই দুজনের।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গীয় রাজসভা দেখে ঈর্ষায় জ্বলছে দুর্যোধন। রাজসূয় যজ্ঞে আমন্ত্রিত যাঁরা তাঁরা অফুরন্ত উপহারও দিয়েছে পাণ্ডবদের। আর এ দিয়েছে আগুনে ঘৃতাহুতি। মূল এটাই এই চক্রান্তের পিছনে।

কিন্তু বিদুরের করার কিছু নেই। হস্তিনাপুর থেকে মন্ত্রী হিসাবে

আজ তাকেই যেতে হচ্ছে পাণ্ডবদের কাছে তাদের দ্যূতক্রীড়ায় অংশ নেওয়ার জন্য।
বিদুর ভাবলেন এই মুহূর্তেই এ মন্ত্রীত্ব ছেড়ে চলে যাবেন কোথাও। এ অন্যায় পাশক্রীড়ায় তিনি অংশভাগী হবেন না।
পরক্ষণেই তাঁর মনে হল তাতে তাঁর স্নেহের পাণ্ডবদের কোন উপকার কোন ভাবেই করা সম্ভবপর হবেনা বরং তাতে তাদের বিপদ ঘটার সম্ভাবনাই হবে প্রবল। বিদুর রাজঅন্তঃপুরের প্রতি মুহূর্তে গড়ে ওঠার চক্রান্তের যে হদিশ পাচ্ছেন তা কাজে লাগাতে পারবেন না আজ তিনি হস্তিনাপুরে উপস্থিত না থাকলে।
মন থেকে এ চিন্তাটা সরিয়ে দিলেন বিদুর। বাস্তবকে মেনে নিতেই হবে। বরং যুধিষ্ঠিরকে কোনভাবে নিবৃত্ত করার প্রচেষ্টা করাই হবে ফলদায়ক।
কিন্তু মনে মনে দুঃখের হাসি হাসলেন বিদুর। যুধিষ্ঠির পাশাখেলার এ আমন্ত্রণ অস্বীকার করবে না, তার পক্ষে করা সম্ভবও নয়। ক্ষত্রিয় রাজার কাছে এই অক্ষক্রীড়ার আমন্ত্রণ যুদ্ধেরই আমন্ত্রণ, তার পক্ষে এ আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য হবে অসম্ভবও।
ইন্দ্রপস্থের দিকে ছুটে চলেছে বিদুরের রথ। বাতাসে শীতল পরশ। হাল্কা সোনালী সূর্যের আলো যেন সোনার আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে প্রকৃতির বুকে।
কাব্য করার অবকাশ বা মনোভাব ছিলনা বিদুরের। ইন্দ্রপ্রস্থ যত কাছে এগিয়ে আসছে ততই তিনি বিব্রত বোধ করছেন। কে বলতে পারে এই দ্যূতসভার পিছনে আসল কোন উদ্দেশ্য কাজ করে চলেছে শকুনির? অক্ষক্রীড়ার মধ্য দিয়ে কৌরবরা কি তবে খাণ্ডবপ্রস্থ হস্তগত করতে চাইছে?
একটু কেঁপে উঠলেন বিদুর। হয়তো তাঁর এই আশঙ্কাই ঠিক। না হলে এই অক্ষক্রীড়ার আচমকা আয়োজন কেন? সৌবল শকুনি চরম ধূর্ত, তার মনের অন্তঃস্থলে কোন গরল জন্ম নিয়েছে কে বলতে পারবে?

শকুনির কথা ভাবতেই আবার কেঁপে উঠলেন বিদুর। শকুনিকে আজও চিনতে পারলেন না তিনি। তার উদ্দেশ্য পরিমাপ করা সত্যিই কঠিন; জতুগৃহ দাহের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন বিদুর। গভীর এক মতলব কাজ করে চলে শকুনির প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যে, দুর্যোধন বা ধৃতরাষ্ট্র তার কাছে শিশু মাত্র। শকুনির মনোভাব জানা তাদের কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। ভয়ও তাই এখানে।

কিন্তু না, আর বৃথা কালক্ষেপ করার সময় হাতে নেই, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপুরীর সুউচ্চ চূড়া চোখে পড়ছে। বিদুরের রথ প্রায় কাছে এসে পৌঁছল।

ইন্দ্রপ্রস্থের মানুষ সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বিদুরকে সসম্মানে নিয়ে গেল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কক্ষে।

বিদুরকে দেখে যুধিষ্ঠির চমকে উঠলেন আবার আনন্দে উদ্বেলও না হয়ে পারলেন না।

বিদুরকে প্রণাম করে যুধিষ্ঠির বলে উঠলেন, 'তাত, বিদুর, আমাদের এ পরম সৌভাগ্য, বলুন হস্তিনাপুরে সকলে কুশলে রয়েছেন তো?'

'হাঁা, যুধিষ্ঠির সকলেই যথারীতি কুশলে আছেন,' বিদুর বললেন।

'তাহলে কোন মতোবাদ বয়ে এনেছেন আপনি, তাত বিদুর? আপনার মুখভাবে কিছুটা অপ্রসন্নতা ফুটে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি। এর কারণ প্রকাশ করুন, তাত, না হলে শান্তি পাচ্ছিনা।' যুধিষ্ঠির বললেন।

'হ্যাঁ, প্রকাশ করব বলেই আমি এসেছি, বৎস যুধিষ্ঠির। প্রকাশ তো আমাকে করতেই হবে,' গম্ভীর হয়ে বললেন বিদুর। 'আমি যে হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী।'

'আমি বুঝতে পারছি, তাত, কোন কারণে আপনি আজ চঞ্চল। কিন্তু এখনই নয় আগে বিশ্রাম করুন তারপর আপনার মানসিক ও চঞ্চলতার কারণ অবশ্যই শুনব।'

একে একে এরপর ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও কুন্তীর সঙ্গে দেখা হল বিদুরের। তাঁর মনে হল আবার পুরনো সেই আনন্দময়

জীবন ফিরে পেয়েছেন বিদুর।

নির্মম বাস্তবতার এ ক্ষণিক বিলাসে চুরমার করে দিল বিশ্রামের পরেই। কর্তব্য বড় কঠিন, তাঁকে সে কর্তব্য পালন করতেই হবে, অন্ততঃ যতদিন মহামন্ত্রী থাকবেন।

'বলুন, এবার তাত কেন আপনি এমন চঞ্চল?' যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন।

'যুধিষ্ঠির আমি হস্তিনাপুরের রাজদূত হিসাবেই তোমাকে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের এক বার্তা আর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, এজন্যই আমি এসেছি এই খাণ্ডবপ্রস্থে, বিদুর বললেন।

'বলুন, তাত, কিসের আমন্ত্রণ?'

'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে ভাইদের সঙ্গে হস্তিনাপুরে অক্ষবিদদের সঙ্গে পাশক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তোমার যেমন অভিরুচি হয় সেই ভাবেই একে গ্রহণ কর।'

যুধিষ্ঠির কিছুক্ষণ চিন্তা করে উত্তর দিলেন, 'তাত, অক্ষক্রীড়ায় অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ যে কোন রাজার কাছে শ্লাঘার বিষয়ও যেমন আবার তেমনই আশঙ্কার বিষয়। কিন্তু, তাত, আপনি জানেন আমি সর্বদাই আপনার বুদ্ধি আর বিবেচনায় নির্ভর করে চলি। তাই আমার আবেদন এ বিষয়ে আপনি আমাকে সদুপদেশ দিন। কি আমার করণীয়?'

'বৎস, যুধিষ্ঠির, দ্যূত অনর্থের মূল, তা আমি ভালই জানি। এই খেলায় যে পণ রাখা তাও আমি জ্ঞাত আছি। আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে নানাভাবেই এই দ্যূতক্রীড়া থেকে নিবৃত্ত নিয়ম করার আপ্রাণ প্রয়াস করেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যে ব্যর্থ হয়েছি। মহারাজ, আমাকে প্রায় আদেশ করেই তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। এবার তুমিই ঠিক কর কিকরতে চাও,' বিদুর কথা শেষ করলেন।

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, 'তাত, অক্ষে অংশ নিতে কারা উপস্থিত রয়েছে সেখানে?'

'দুর্যোধন ছাড়া শকুনি, চিত্রসেন, রাজা সত্যব্রত, এঁরাই।'

'আমি যে কোন প্রতিপক্ষকেই অক্ষে হারাতে পারি, কিন্তু আপনি যা বলছেন তাতে স্পষ্ট এই দ্যূতক্রীড়া কপটতায় পূর্ণ হবে। তারা

মায়াজাল বিছিয়ে দিতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবেন। এ রকম
ক্ষেত্রে পাশা খেলায় যোগদান করতে আমার মন চাইছে না,' যুধি
উত্তর দিলেন। 'তবে তাত বিদুর, আপনি ধার্মিক, বুদ্ধিমান
ভূয়োদর্শী। আপনি আদেশ করলে আমি দ্যূতসভায় যোগদা
করতে প্রস্তুত। সভায় আমন্ত্রণ না জানালে শকুনির সঙ্গে এ খেলা
আমার মত থাকত না। সভায় দ্যূতক্রীড়ায় আমন্ত্রিত হলে আ
তা অস্বীকার করি না, এ আমার নীতি, তাত বিদুর। আমি তাই
মহারাজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।'
বিদুর দুঃখিত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালেন।
'দৈবকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারে না আজ এ বিশ্বাস আমার দৃঢ়তর
হল,' তিনি বললেন। 'ভবিষ্যতই তাই উত্তর দেবে যুধিষ্ঠির, ভাগ্য
কোন পথে চালনা করতে চায় পাণ্ডব আর কৌরবদের। তোমার
কল্যাণ হোক, বিজয়ী হও।'

বিদুরের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাত ঘটল এবার পাণ্ডবদের জননী কুন্তীর।
কুন্তী পাশা খেলায় আমন্ত্রণের কথা শুনে বিচলিত।
তিনি বিদুরকে বললেন, 'দেবর বিদুর, তুমি তো জান যুধিষ্ঠির ধর্ম-
পরায়ণ কিন্তু সরল। মহারাজের এর মধ্যে কোন উদ্দেশ্য নেই তো?
আমি ভয় পাচ্ছি, বিদুর।'
বিষণ্ণ স্বরে বিদুর উত্তর দিলেন, 'অক্ষক্রীড়ায় আমারও মত ছিলনা
দেবী, কিন্তু আমি জানি যুধিষ্ঠির স্থিতধী, সে অবশ্যই ঠিক পথে এগিয়ে
যেতে সক্ষম। এবার ভাগ্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া পথ নেই।
মহারাজ যুধিষ্ঠির কথা ফিরিয়ে নেবে না।'
'হ্যাঁ, তা জানি বলেই আমার দুশ্চিন্তা, বিদুর।' কুন্তী বললেন।
'তোমার উপরেই আমার ছেলেদের ভবিষ্যত ছেড়ে দিলাম। তুমি
আছ বলেই ভরসা পাচ্ছি।'
'জীবন দিয়েও পাণ্ডবদের আমি রক্ষা করব,' উত্তর দিলেন বিদুর।

সেকথা তো আমার চেয়ে বেশি কেউ জানেনা, প্রিয় বিদুর। আমাদের
জীবন তোমারই সদা সতর্কতার ফসল, পার্থিব জীবনে যা বিস্মৃত
হওয়ার নয়,' কুন্তী স্নেহভরে বললেন।
বিদুর কুন্তীকে প্রণাম করে উত্তর দিলেন, 'ধর্মের পথ কণ্টকাকীর্ণ বটে
তবে অন্তে তা হয়ে ওঠে কুসুমাস্তীর্ণ, দেবী কুন্তী। এবার তাহলে
হস্তিনাপুরে রওয়ানা হওয়ার জন্য আমাদের বিদায় দিন। আপনার
শুভ কামনাই যুধিষ্ঠিরের কাছে জয়মাল্য হয়ে আসুক।'

যাত্রার সমস্ত আয়োজন এক সময় শেষ হল। সজ্জিত হল অশ্ববাহিত
রথ। বিদুরের সঙ্গে রথে উঠলেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল আর
সহদেব এবং অবশ্যই দ্রৌপদী।
যাত্রাপথ সমাপ্তও হল এক সময়। রাজঅন্তঃপুরে ব্যবস্থা করা হল
পাণ্ডবদের বসবাসের। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে নিয়ে বন্দনা করলেন
ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য আর গান্ধারীকে। তাঁরাও করলেন
আশীর্বাদ।
যুধিষ্ঠির একসময় একান্তে বিদুরকে বললেন, 'তাত বিদুর, মানুষের
তেজ বহুক্ষেত্রে নষ্ট করে দেয় তার স্বচ্ছ দৃষ্টি, দৈব আচ্ছন্ন করে দেয়
তার প্রজ্ঞা। হয়তো এর সবই ঘটে বিধাতারই নির্দেশে, মানুষ
সেখানে অসহায়।'
বিদুর যুধিষ্ঠিরের এ কথার মর্ম উদ্‌ঘাটনে ব্যর্থ হলেন না।
তিনি বললেন, 'তুমি বিদ্বান আর ধর্মশীল, যুধিষ্ঠির। তোমার
তিতিক্ষা আর প্রজ্ঞাই সমস্ত দৈব দুর্বিপাক অতিক্রম করতে সাহায্য
করবে এ আমি বিশ্বাস করি।'

বিশ্রামরত এবার পাণ্ডবেরা। বিদুর দেখলেন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূরা
দ্রৌপদীর অসামান্য রূপ আর সম্পদ লক্ষ্য করে কিছুটা ঈর্ষাপরায়ণা।
অথচ কপট সখ্যতা ফুটে উঠেছে ধার্তরাষ্ট্রদের চালচলনে। বিদুর
বুঝলেন এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে গভীর কোন উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটা

কি তিনি বুঝতে পারছেন না, তাঁর অস্বস্তি তাই বাঁধ মানছে না।
বিদুরের মনে অন্য এক আশঙ্কাও না জেগে পারেনি। আর তা হল, ভীম আর অর্জুনের দ্যূতক্রীড়ায় আপত্তি। ভীম স্পষ্টই বলেছে, 'অন্যায় খেলা আমি বরদাস্ত করব না'
অর্জুন শুধু বলেছে, 'শকুনিকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না, তাত বিদুর। আমাকে তাই তৈরি থাকতে হবে।'
এ সবই অনাগত এক সঙ্কটময় ভবিষ্যতকেই যেন নির্দেশ করছে মনে হয় বিদুরের। তিনি খবর পেয়েছেন শকুনি সারাদিনই পাশা নিয়ে নিজের ঘরে অভ্যাসে রত। দুর্যোধন, দুঃশাসনও কেমন খুশি, চঞ্চল। সারারাত নানা চিন্তায় নিদ্রাহীনভাবে কাটালেন বিদুর।
হস্তিনাপুরে আবার এক সূর্যোদয় হল। অন্যান্য দিনের সঙ্গে এই দিনটির কোন তফাত ছিলনা। আকাশে বাতাসেও স্নিগ্ধতা।
সময় এগিয়ে এল। একটু পরেই শুরু হতে চলেছে পণ রেখে দুই রাজপরিবারের মধ্যে পাশা খেলা।
ধৃতরাষ্ট্র এই উদ্দেশ্যেই প্রচুর অর্থব্যয় করে তৈরি করিয়েছেন অপরূপ এক দ্যূতসভা। কল্পনাকেও যেন এ সভা হার মানাতে পারে।
সভায় পাণ্ডবপক্ষ তখনও আসেন নি। কৌরবভ্রাতারা অবশ্য আগেই উপস্থিত। এসেছেন তাদের মাতুল সৌবল শকুনিও। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নিজের আসনে উপবিষ্ট। নিজের নিজের আসনে এসে বসেছেন পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য আর অন্যান্য অতিথিরাও।
বিদুর নিজের জায়গায় বসে সাতপাঁচ ভেবে চলেছিলেন।
অল্পক্ষণ পরেই সভায় এসে পৌঁছলেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বাকি চার-ভাই।
যুধিষ্ঠির উপস্থিত সকলকে যথারীতি প্রণাম ও অভিনন্দন জানিয়ে বসে পড়লেন। বসল ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেবও।
সকলের আগে মুখ খুললেন শকুনি। তিনি বললেন, 'মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই দ্যূতসভায় স্বাগতম। বিলম্বে প্রয়োজন কি, আসুন

খেলা শুরু করা যাক।'

যুধিষ্ঠির স্থিরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'আশা করি এই অক্ষে কোন কপটতার প্রকাশ ঘটবে না। কপট অক্ষক্রীড়া পাপ।'

শকুনি যেন এ কথায় আহত হয়ে বললেন, 'এ কি বলছেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির। কপটতাকে আমি ঘৃণাই করি। আর তাছাড়া দ্যুতক্রীড়া আর যুদ্ধ তো সমার্থক, তাই নয় কি?'

'অকপট যুদ্ধ যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনই দ্যূতক্রীড়াও তাই। দুটির ক্ষেত্রেই নিপুনতাই শ্রেয়ঃ,' উত্তরে বললেন যুধিষ্ঠির। 'তাহলে শুরু করুন।'

হঠাৎই এর মধ্যে দুর্যোধন বলে উঠল, 'আমার মাতুল শকুনি আমার হয়ে এ খেলায় অংশ নেবেন।'

চমকে উঠলেন একথায় বিদুর। তার মনে ক্ষণে ক্ষণে যে আশঙ্কার একটা অস্পষ্ট ছায়া মোহবিস্তার করতে চাইছিল এবারই তা আচমকাই যেন প্রকাশ পেতে চাইল। এরই মধ্যে লুকানো রয়েছে ষড়যন্ত্রের বীজ। তিল তিল করে দুর্যোধন আর শকুনি গড়ে তুলেছে এই ষড়যন্ত্রের বীজ।

বিদুরের অন্তর কেঁপে উঠল। সৌবল শকুনি ধূর্ত অক্ষক্রীড়াবিদ, যুধিষ্ঠিরের সাধ্য নেই তাকে পরাজিত করতে পারে। এই জন্যই দুর্যোধন শকুনিকেই অংশ নিতে দিতে চায়। বিদুরের ইচ্ছা হল চিৎকার করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'রাজী হয়ো না, যুধিষ্ঠির, এ কপটতাকে কিছুতেই মেনে নিওনা। খেলতে হবে শুধুমাত্র দুর্যোধনকেই, না হলে এ দ্যুতক্রীড়া বন্ধ থাকুক।

কিন্তু এবারও পারলেন না কিছু বলতে বিদুর। কে যেন তার কণ্ঠ চেপে ধরল। কিন্তু পরক্ষণেই বিদুরের ভুল ভেঙে গেল যুধিষ্ঠীরের কথায়। বিদুর তাঁকে বারণ করলেও কোন ইতরবিশেষ ঘটত না কারণ সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল যুধিষ্ঠিরেরই কথায়।

যুধিষ্ঠির শকুনিকে বললেন, 'একজনের প্রতিনিধি হয়ে অন্যের অক্ষক্রীড়া নিতান্ত অশোভন ও ক্রীড়াসুলভও নয়।'

'মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহলে ভীত?' হেসে উঠলেন শকুনি। 'তাহলে

বন্ধই থাকুক এ খেলা।'

'না, আমি ভীত নই,' উত্তর দিলেন যুধিষ্ঠির। 'খেলা আরম্ভ হওয়া তাই বাঞ্ছনীয়। কে অংশ গ্রহণ করবে তাতে আমি চিন্তিতও নই।'

বিদুর নিদারুণ দুঃখবোধ করলেন। যুধিষ্ঠির ধর্মজ্ঞ ঠিকই, কিন্তু তার বাস্তবজ্ঞান বড় অল্প। ভবিষ্যতকে সে দেখতে পারছেনা।

কিন্তু বিদুরের বাধা দেবার উপায় ছিলনা। প্রচুর ধনরত্ন পণ রেখে শেষ অবধি শুরু হল অক্ষক্রীড়া।

বিদুর যা ভেবেছিলেন বাস্তবেও তাই ঘটে গেল, পরাজিত হলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। তিনি হারালেন বিপুল স্বর্ণালঙ্কার, অর্থ আর মণিমুক্তাও।

কিন্তু আবার নতুন পণ রেখে শুরু হল খেলা। এবারেও যথারীতি হার হল যুধিষ্ঠিরের। যতবার হারছেন ততবারই তার জিদ বাড়তে চাইল। নতুন করে আবার বাজী রাখতে চাইলেন যুধিষ্ঠির। একে একে যুধিষ্ঠির হারালেন তার সেনা অশ্ব, হাতি, দাসদাসী, কিঙ্কর সবই।

বিদুর টের পেলেন সমস্ত সভা যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। পাণ্ডবপক্ষের পরাজয়ে প্রচণ্ড উৎফুল্ল হয়ে চিৎকার করে চলেছে কৌরবরা। ধৃতরাষ্ট্রের মুখে ও কিসের চিহ্ন ফুটে উঠেছে? আশ্চর্য হয়ে গেলেন বিদুর। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও তবে উপভোগ করে চলেছেন এই কপট পাশাখেলায় কৌরবদের জয়?

ঘৃণা জাগল এই প্রথম বিদুরের। এই কি একজন ন্যায়বান রাজার উপযুক্ত? কেন তিনি বন্ধ করার আদেশদান করছেন না এই কপট দ্যূতক্রীড়ার? হয়তো তিনিও এই চাইছেন, কে জানে।

আশ্চর্য হওয়ার আরও বাকি ছিল বিদুরের। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য আর কৃপাচার্যও কেমন নিথর, নিশ্চুপ। তারাও কি ক্লীব হয়ে গেছেন?

একে একে সমস্ত সম্পদ হারালেন যুধিষ্ঠির। তবুও তার ক্ষান্ত হওয়ার কোনরকমই লক্ষণ নেই দেখতে পাচ্ছেন বিদুর। যেভাবে যুধিষ্ঠির পণ রাখছেন তাতে কোথায় সে থামবে?

আর সহ্য করতে পারলেন না হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী। কিছু একটা বিহিত আর না করলেই নয়। এই অসম আর কপট পাশা খেলা একমাত্র বন্ধ করতে পারেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন ঠিকই, তবু কৌরবদের বিজয়ী হওয়ার হুঙ্কার নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন। অথচ আশ্চর্যের কথা তার চিত্ত বিকল হচ্ছে না।

বিদুর প্রায় ছুটে গেলেন ধৃতরাষ্ট্রের সামনে।

তিনি বললেন, 'মহারাজ, এই সর্বনাশা দ্যূতসভায় যা ঘটে চলেছে তা কি শুনতে পাচ্ছেন না? আপনাকে সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি এই কপট, অন্যায় অক্ষক্রীড়া এখনই বন্ধ করার আদেশ দিন। মহারাজ, আমি আগেই আপনাকে সাবধান করেছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সে উপদেশে আপনি কর্ণপাতও করতে চাননি। কিন্তু আজ এখনও সময় আছে, আদেশ দিন বন্ধ হোক কপট অক্ষক্রীড়া। এতে সর্বনাশ ঘটে যাবে—।'

ধৃতরাষ্ট্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'বিদুর, তোমার ব্যবহার আমার প্রিয়কারী মনে হচ্ছে না। পণরেখে এই অক্ষক্রীড়ায় দুপক্ষই রাজী হয়েছে সেক্ষেত্রে তুমি কেন অযথা উদ্বিগ্ন হতে চাইছ? তুমি পাণ্ডবদেরই পক্ষ নিতে চাও। যুধিষ্ঠির বিজয়ী হলে কি একই কথা বলতে তুমি?'

বিদুর বুঝলেন ধৃতরাষ্ট্র স্থবির হয়ে পড়েছেন। অনাগত ভয়ঙ্কর অবস্থা তার কল্পনাতে আসছে না। তাছাড়া কৌরবদের জয়ে তিনি উৎফুল্লও।

তবু বিদুর বললেন, 'মহারাজ, আমি জানি অসুস্থ মানুষকে ওষুধ প্রয়োগ করা কঠিন। তাই আমার এই উপদেশ বা অনুরোধ আপনার কাছেও আগেও সুখবর হয় নি, এখনও হবেনা। আপনি বুঝতে পারছেন না দুর্যোধনের এই নীচতার পরিণতি কি হতে পারে। কেউ সুরাসক্ত হলে তার ফল কত সাংঘাতিক হয় সে টের পায় না কারণ তার বুদ্ধি লোপ পায়। আপনাকে তাই এখনও বলছি সময় আছে এই অন্যায় খেলা নিবারণ করুন।'

ধৃতরাষ্ট্র একটু নড়েচড়ে বসলেন মাত্র, কোনই উত্তর দিলেন না।

ব্যথিত বিদুর শেষ চেষ্টা করলেন। তিনি কাতরভাবে আবার বললেন, 'মহারাজ, দুর্যোধনের জন্মের সময় অমঙ্গলকারক সেই চিহ্নের কথা ভাবুন। তাকে সকলে ত্যাগ করার কথাই বলেছিলেন স্নেহবশতঃ তা আপনি করেন নি, আজ তার বিষময় ফল ভোগ করতে হবে আপনাকে আর এই কুরুবংশকেও। শুনেছেন হয়তো কংসকেও এইভাবে একদিন ত্যাগ করেছিলেন, অন্ধক, ভোজ আর যাদবেরা। দ্যূতক্রীড়া থেকে কলহের সৃষ্টি হয় আজ তারই প্রমাণ আপনি দেখেও দেখছেন না। দুর্যোধন ভয়ঙ্কর শত্রুতা তৈরী করছে পাণ্ডবদের সঙ্গে। যুধিষ্ঠির ধর্মজ্ঞ, আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাকে এভাবে অপদস্থ করবেন না, মহারাজ। এখনই এই সর্বনাশা খেলা বন্ধ করুন। এর পরিণতি না হলে ভয়ানক। আমি দেখতে পাচ্ছি নিদারুণ এক যুদ্ধ হতে চলেছে—।'

ধৃতরাষ্ট্র নির্বাক এবারেও। কিন্তু হঠাৎই উঠে দাঁড়াল এবার দুর্যোধন। তার মুখ আগুনের মত লাল হয়ে উঠেছিল।

দুর্যোধন তীব্রস্বরে বলে উঠল, 'থামুন, তাত বিদুর। আপনি অনেকক্ষণ যাবতই পাণ্ডবদের গুণকীর্তন করে মহারাজকে হাত করার চেষ্টা করে চলেছেন লক্ষ্য করছি। পাশা খেলায় জয় পরাজয় আছে নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে, যুধিষ্ঠিরও সেটা জেনেই পণ রেখে খেলায় রাজী হয়েছেন। আপনি বাধা দেবার কে? কে আপনাকে এমন অধিকার দিয়েছে? আপনি আমাদের অন্নে পালিত হয়েও চিরদিন আমাদের শত্রুতা করে আসছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি দেখতে পাচ্ছি সমস্ত অধিকারের সীমাও লঙ্ঘন করেছেন। আমাদের আশ্রিত হয়েও কৌরবদের শত্রুরাই দেখছি আপনার প্রিয়। পাণ্ডবদের পক্ষ-পাতিত্ব করাই আপনার ধর্ম। আমাদেরই দোষ, অসতী স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলেও সে স্বামীকে ত্যাগ করে। মহারাজ আপনাকে রাজঅন্তঃপুরে ঠাঁই দিয়ে চরম ভুল করেছেন।'

দুর্যোধনের এই নিষ্ঠুর কথায় থমকে গেলেন বিদুর। হ্যাঁ, এই চরম

অপমানই বোধ হয় তার পাওনা ছিল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর বিচার-বুদ্ধি পুরোপুরিই যখন হারিয়েছেন তখন আর কি আশা করা যায়?
তবু বিদুর দুর্যোধনকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দুর্যোধন তুমি হয়তো ভুলে গেছ, তুমি এ রাজ্যের অধীশ্বর নও, যুবরাজ মাত্র। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এখনও সিংহাসনে উপবিষ্ট। আর আমি তাঁর সঙ্গেই কথা বলছি। নিজেকে তুমি জ্ঞানী আর আমাকে অনভিজ্ঞ মনে করেই কটুকথা শোনাচ্ছ আমাকে। মহারাজ যেক্ষেত্রে এমন পরুষবাক্য কখনও প্রয়োগ করেন না সেক্ষেত্রে তোমার আচরণ দুঃখজনক। আমি জানি তোমাকে উপদেশ দানের চেষ্টা কতখানি বৃথা তাই সে চেষ্টা করিনি।'
বিদুর দুঃখিত হয়ে নিজের আসনে ফিরে এলেন। ধৃতরাষ্ট্র কোন উত্তর দেননি। তার প্রচ্ছন্ন সমর্থনে আবার শুরু হল পাশা খেলা।
বিদুর মাথা নিচু করে ভাবতে লাগলেন এবার কি করবেন যুধিষ্ঠির। কোন পণ রাখবেন?
এবার যুধিষ্ঠির সব কিছু সম্পদ হারিয়ে পণ রাখলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুলকে। শকুনি হেসে অক্ষ নিক্ষেপ করেই বলে উঠলেন, 'আমাদের জয় হল।' যুধিষ্ঠির এবারেও যথারীতি পরাজিত হলেন।
সারা সভায় শুধু কৌরবদের আনন্দ উল্লাসের শব্দ। একে একে পাঁচ ভাইকে পণ রাখলেন যুধিষ্ঠির, আর প্রতিবারেই জয় হল শকুনির।
বিদুরের ইচ্ছা বল এই মুহূর্তেই এই সভা ছেড়ে চলে যান। কিন্তু কি লাভ হবে এতে? পাণ্ডবদের এই কপটতার শিকার হতে দিয়ে যে পাপ স্পর্শ করেছে আজ এই সভার সকলকে তিনিও তো তার বাইরে নন।
আত্মমগ্ন হয়ে ছিলেন বিদুর। আচমকাই তার কানে এল যুধিষ্ঠির নিজেকেই পণ রাখলেন এবার। বিদুর অসহায় দৃষ্টি মেলে দেখছেন। যুধিষ্ঠির কি তাঁর সমস্ত প্রজ্ঞিতা হারিয়েছে? কোন পথে সে চলেছে? এরপর কি ভেবে শিউরে না উঠে পারলেন না বিদুর।
এবারেও হারলেন যুধিষ্ঠির। কপট পাশায় যুধিষ্ঠিরের সমস্ত জয় করে নিয়ে উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন শকুনি, 'মহারাজ যুধিষ্ঠির, এবার

কি হবে? তাহলে আপনার শেষ সম্বল পাঞ্চালীকেই বাজী রেখে নিজেকে মুক্ত করুন।'

এবার থমকে গেলেন যুধিষ্ঠির। কিন্তু সে সামান্য এক মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, দ্রৌপদীকেই আমি পণ রাখছি।'

ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের একথায় বিদুরের সারা শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। যুধিষ্ঠিরের কি মতিভ্রম ঘটল? এ কি করল সে?

চারপাশে তাকালেন বিদুর। তার চোখ জ্বালা করছে। সারা শরীরে অগ্নিদাহের জ্বালা। ভীষ্ম, দ্রোনাচার্য, কৃপাচার্যের মধ্যেও কেমন অসহায়তা। সবাই কি তবে ক্লীবত্ত প্রাপ্ত হয়েছে। এতবড় অন্যায়কেও কেউ অন্যায় বলে স্বীকার করবে না? দুহাতে মাথা টিপে বসে রইলেন বিদুর।

ধৃতরাষ্ট্র এবার শকুনি অক্ষ নিক্ষেপ করা মাত্র আর নিজেকে আনন্দে যেন সামলাতে পারলেন না। তিনিও বলে উঠলেন, 'কার জয় হল? কার জয় হল?'

শকুনি উল্লাসে বলে উঠলেন, 'আমাদের জয়! কি মহারাজ যুধিষ্ঠির এবারে কি?'

উন্মত্ত আবেগে দুর্যোধন চিৎকার করে উঠল, 'দ্রৌপদী আর পাণ্ডব মহিষী নয়, সে আজ আমাদের দাসী। তাকে এখনই এসে আমাদের সেবা করতে হবে। তাত বিদুর, আপনিই যান।'

আর স্থির থাকা সম্ভব হল না বিদুরের। এ দৃশ্য চোখে দেখার চেয়ে বোধ হয় মৃত্যুই হবে শ্রেয়।

কম্পিত শরীরে আবার উঠে দাঁড়ালেন বিদুর। তার হৃদয়ে আগুন জ্বলে উঠল।

'মূর্খ দুর্যোধন, তোমার এ স্পর্ধা আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে। ন্যায় অন্যায়ের কোন বোধও আজ তোমার নেই। তোমার নীচতায় এ সভা কলঙ্কিত হয়েছে। কৌরববংশের সর্বনাশের বীজ বপন করলে তুমি। এখনও বলছি সতর্ক হও—।'

'স্পর্ধা আমার না আপনার, ক্ষত্তা বিদুর? তাত বলে আপনাকে

সম্মান করতেও ঘৃণা বোধ করি। ভয়ে সম্ভবত মতিচ্ছন্ন হয়েছেন আপনি। এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়াই আপনার পক্ষে শ্রেয়।'

দুর্যোধন বলেই একজন প্রহরীকে আদেশ দিল দ্রৌপদীকে রাজসভায় ধরে আনার জন্য।

প্রতিকামী ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল সভায়। দ্রৌপদী আসতে অস্বীকার করেছেন। দুর্যোধন এবার দুঃশাসনকে আদেশ করল দ্রৌপদীকে সভায় টেনে আনার জন্য।

বিদুর স্তব্ধ, নির্বাক হয়ে দেখলেন দুঃশাসন পরম উৎসাহেই অন্তঃপুরে ছুটে গেল।

একটু পরেই দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ তাকে স্খলিত বসনে সভায় এনে হাজির করল। দ্রৌপদী চিৎকার করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলে উঠলেন, 'আজ এই সভায় কি কুরুবৃদ্ধরা কেউ উপস্থিত নেই? তারা কি ক্লীবত্ব পেয়েছেন? অবলা নারীর প্রতি এই অত্যাচার কি তাঁদের চোখে পড়ছে না? আমার স্বামীরাও কি দাস হয়ে নির্বাক? আমি একবস্ত্রা, অসহায়া ছেড়ে দে—ছেড়ে দে আমাকে।'

বিদুরের গলা শুকিয়ে কাঠ। মনে হচ্ছে হৃদস্পন্দনও বুঝি স্তব্ধ হয়ে যাবে। হে ঈশ্বর, আমাকে অন্ধ বধির করে দাও। কৃষ্ণার এ অপমান আমি দেখতে চাইনা।

বিদুরের কানে এল কৌরবদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ। তারা দ্রৌপদীকে দাসী! দাসী বলে হেসে উঠল।

দ্রৌপদী ভীষ্মের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পিতামহ, আপনিও কিছু বলবেন না?'

ভীষ্ম মাথা নিচু করে উত্তর দিলেন, 'পাঞ্চালী, তোমার স্বামী তোমাকে পণ রেখেছে। স্ত্রী স্বামীর অধীন, তাই এক্ষেত্রে আমার বলার কিছুই নেই।'

চমৎকার উত্তর তাত ভীষ্ম, ভাবলেন বিদুর। কুরু জ্যেষ্ঠর পক্ষে যোগ্যই সন্দেহ নেই।

জ্বলে উঠলো ভীমই কেবল। কিন্তু কর্ণ বলে উঠলেন, 'দাসের এত

তেজ কি কারণে।'

এই কদর্যতার মাঝখানে শুধু তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল ধার্তরাষ্ট্র বিকর্ণ। সে তীক্ষ্ণ স্বরে দ্রৌপদীর প্রতি কৌরবদের ব্যবহারের প্রতিবাদ করে জানাল স্ত্রীকে কখনই পণ রাখা যায় না। এ অন্যায়। কিন্তু তার সে প্রতিবাদ ব্যর্থ হল দুর্যোধন যখন দুঃশাসনকে আদেশ দিল দ্রৌপদীকে সভার মাঝখানে বিবসনা করতে।

বিদুরের মনে হল এ ধরণী দ্বিধা বিভক্ত হচ্ছেনা কেন ? এ সভায় সকলেই জড়ত্ব, ক্লীবত্ব প্রাপ্ত। হায়, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, কুলবধূকে এভাবে দ্যূতসভায় লাঞ্ছিত করতে দিয়ে আপনি সর্বনাশের সমস্ত ব্যবস্থাই সম্পন্ন করলেন। কুরুবংশের ধ্বংস অনিবার্য, কেউই তা আর রোধ করতে পারবে না। আর তা হতে আর দেরী নেই। আপনি অন্ধ দেখতে পাবেন না, কিন্তু বিষের জ্বালা আপনাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবে।

কর্ণও ইতিমধ্যে দ্রৌপদীকে কুৎসিত কিছু ইঙ্গিত করল। দুঃশাসনও সভার মাঝখানে দ্রৌপদীকে বিবসনা করার উদ্দেশ্যে তার বসন টানতে শুরু করে দিল।

বিমূঢ় বিদুর দেখতে পেলেন এক আশ্চর্য দৃশ্য। লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর আর্তনাদে যখন সভার কেউই তাকে রক্ষার জন্য এগিয়ে গেলনা তখন সে দুহাত জোড় করে ডাকতে চাইছিল বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে, দুচোখে তার অবিরল ধারা।

বিদুরের মনে হল তিনি স্বপ্ন দেখছেন। দ্রৌপদীর বসন খুলে নেওয়ার প্রচেষ্টা সফল হলনা শয়তান দুঃশাসনের। সে যতই বসন টানতে থাকে ততই অবিশ্রান্ত বেরিয়ে আসতে চায় নানা ধরনের বস্ত্র। অবসন্ন হয়ে একসময় বসে পড়ল দুঃশাসন।

সভায় এবার স্তম্ভিত হতচকিত সকলেই, শুরু হল নানা কোলাহল। এমন ঘটনা কেউ কোনদিনই দেখেনি। উপস্থিত রাজন্যবর্গ দ্রৌপদীর প্রশংসা করে নিন্দা করলেন এবার দুঃশাসনকে।

এরই মাঝখানে উঠে দাঁড়াল মধ্যম পাণ্ডব ভীম।

চিৎকার করে ভীম বলল, 'সমস্ত ক্ষত্রিয়রা আমার শপথ শুনুন, যুদ্ধকালে আমি এই পাপিষ্ঠ দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত পান করব। সফল না হলে যেন আমার নরকেও স্থান না হয়।'
কেঁপে উঠলেন বোধ হয় ধৃতরাষ্ট্র, অন্ততঃ বিদুরের সেই রকমই মনে হল। তিনি ভাবলেন মহারাজ, এ আপনারই কৃতকর্মের ফল।
বিদুরের কানে কিছুই আর ঢুকছিল না। কান্নায় ভেঙে পড়া দ্রৌপদীর এ লাঞ্ছনা তাঁকে বিমূঢ়ই শুধু করে তোলেনি তার সমস্ত সত্তাকে করে দিয়েছে অবশ। সভায় চলেছিল তর্ক বিতর্কের ওঠানামা। দ্রৌপদীর আগের সেই প্রশ্নের উত্তর কেউই দিতে পারলেন না, বরং বলা যায় দিলেন না। কৌরবদের বিরোধিতা করার সাহস কারোরই নেই।

আবার কদর্য উক্তি করল কর্ণ। দুর্যোধন হেসে উঠে নিজের উরু দেখাল দ্রৌপদীকে। এবারেও উঠে দাঁড়াল ভীম। বজ্রগম্ভীর স্বরে সে আবার বলল, 'উপস্থিত রাজারা শুনুন, আমি শপথ করছি, যুদ্ধে গদাঘাতে এই পাপাচারী দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ না করতে পারলে আমার নরকেও যেন গতি না হয়।'
দৃশ্যতই এবার চমকে উঠলেন ধৃতরাষ্ট্র। আর বোধ হয় সময় নেই। কিছু একটা করা উচিত বলেই তাঁর সম্ভবতঃ মনে হয়েছে ভাবলেন বিদুর। চারদিকে শোনা গেল অমঙ্গলের শব্দ।
ইতিমধ্যে বিস্রস্ত বসনে সভায় প্রবেশ করলেন ধৃতরাষ্ট্র মহিষী গান্ধারী। দ্রৌপদী তাঁর কাছে যেতেই তাকে বুকে চেপে ধরে ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করলেন গান্ধারী, "মহারাজ, যে কলঙ্কময় অধ্যায়ের আপনি জন্ম দিলেন তার কোন ক্ষমা নেই। এখনও সময় আছে প্রায়শ্চিত্তের। আপনি কি হস্তিনাপুরের রাজা না আর কেউ? আপনার হাতে রাজদণ্ড নেই?'
কম্পিত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরলেন।
বিদুর! বিদুর! দ্রৌপদীকে আমার কাছে আসতে বল—,'

ধৃতরাষ্ট্র বলে উঠলেন।

তাই করলেন বিদুর।

দ্রৌপদী এগিয়ে আসতেই ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'কল্যাণী, তুমিই এই কুরুবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ কুলবধূ। তুমি আমার কাছে ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।'

দ্রৌপদী বলল, 'মহারাজ, এই বর তবে দিন যেন মহারাজ যুধিষ্ঠির দাসত্ব থেকে মুক্ত হন আর আমার সন্তানও যেন দাসপুত্র না হয়।'

ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন, 'তোমাকে সেই বর দান করছি, পাঞ্চালী। তুমি আরও এক বর প্রার্থনা কর।'

'হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহলে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকেও দাসত্ব মুক্ত করুন,' দ্রৌপদী বলল।

'তাই হোক, কল্যাণী। তোমাকে আর একটি বর দিতে আমি আগ্রহী,' ধৃতরাষ্ট্র আবার বললেন।

'না, মহারাজ ক্ষত্রিয়পত্নীর দুটি বরই প্রাপ্য, আমার আর প্রার্থনা নেই।'

বিদুর মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকালেন দ্রৌপদীর দিকে। একটু আগেই চরম লাঞ্ছনার শিকার হয়েছিল সে অথচ পরমুহূর্তে তার মধ্যে কি অদ্ভুত পরিবর্তন। সেখানে নেই কোন ঈর্ষা, প্রতিহিংসার স্পর্শ। একটু আগে তাকে ধৃতরাষ্ট্র সম্বোধন করলেন ভরতবংশের শ্রেষ্ঠ বধূ বলে, এতে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

ধৃতরাষ্ট্র এবার তীব্রস্বরে দুর্যোধনকে কুলাঙ্গার দুর্বিনীত বলে ভৎসনা করে চললেন।

বিদুর ভাবলেন দ্রৌপদীরই লাঞ্ছনা মুক্তির সেই দৃশ্যের কথা। পাঞ্চালীর সম্মান রক্ষা করেছেন স্বয়ং মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই অগতির গতি।

এত ঘটনার পরেও যুধিষ্ঠির শান্ত, অচঞ্চল। অবাক না হয়ে পারলেন না বিদুর।

যুধিষ্ঠির এবার ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করে বললেন, 'মহারাজ, আমাদের

কি কর্তব্য আপনি আদেশ করুন।'

ধৃতরাষ্ট্র স্নেহার্দ্র স্বরে উত্তর দিলেন, 'বৎস যুধিষ্ঠির তুমি অজাতশত্রু, মহাধার্মিক। তোমাদের কল্যাণ হোক। তোমাদের সমস্ত সম্পদ নিয়ে সসম্মানে খাণ্ডবপ্রস্থে ফিরে যাও। আমি দৃষ্টিহীন, বৃদ্ধ, তোমার কাছে যা ঘটে গেছে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। কুলকলঙ্ক দুর্যোধনের এই ব্যবহার মনে রেখনা।'

বিদুর মনে মনে ভাবলেন 'মহারাজ বড বেশি দেরি করে ফেলেছেন। স্ফটিক ভাঙলে আর জোড়া লাগেনা।'

কলঙ্কময় এক অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে। হস্তিনাপুর ছেড়ে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন করেছেন যুধিষ্ঠির আর বাকি পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে নিয়ে। কিন্তু সত্যিই কি সে অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে? নিদারুণ এক সন্দেহ হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী বিদুরের মনে। তিনি নিঃসন্দেহ এ হল প্রথম অধ্যায়, এরপর শুরু হবে অন্য অক্ষক্রীড়া। যার ঘুঁটি হবে কুরু আর পাণ্ডবেরা। কোথায় হবে তার পরিসমাপ্তি কেউই তা জানে না। যে অপমানের পাণ্ডবরা মুখোমুখি হয়েছে আজ তা তারা মেনে নেবেনা। কখনই না।

কিন্তু বিদুরের ভয় সেখানে নয়। তিনি জানেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অব্যবস্থচিত্ত। দুর্যোধন তার মুখের গ্রাস হারিয়ে আজ হিংস্র শ্বাপদে পরিণত। যে নতুন কৌশল খুঁজে বেড়াতে চাইছে। ইন্ধন জুগিয়ে চলেছেন সৌবল শকুনি।

বিদুর বুঝলেন তার কাজ আরও কঠিন জটিল হয়ে উঠতে চলেছে। দ্বিগুণ ভাবে নজর রাখতে হবে শকুনি আর দুর্যোধনের উপর। আগে জেনে নিতে হবে এই দুই দুষ্টের মনের অভিলাশ। বিদুর জানেন দুর্যোধন পাণ্ডবদের বিজিত সমস্ত ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু তার লোভ বশ মানেনি। কোন পথ অবলম্বন করবে কৌরবরা এটা বোঝা কঠিন।

বিদুরের আশঙ্কাই কয়েকদিনের মধ্যে সঠিক বলে জানতে পারলেন তিনি। বিশ্বস্ত এক অনুচর তাকে জানাল শকুনির মন্ত্রণা। শকুনি দুর্যোধনকে শান্ত করার জন্য মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে আবার চাপ দিতে শুরু করেছে পাণ্ডবদের ফের দ্যূতসভায় আমন্ত্রণ জানিয়ে অক্ষ ক্রীড়াতে অংশ নিতে।

আতঙ্কিত হলেন বিদুর। এ আশঙ্কা যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা। পাশা খেলায় আমন্ত্রণ জানালে সে নিশ্চিতভাবেই আবার সে আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে পারবে না। আগেকার চরম বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেওয়া যুধিষ্ঠিরের বোধ হয় সম্ভব নয়।

বিদুরের আসল আশঙ্কা অন্য জায়গায়। দুর্যোধনের মতলব কি সেটাই জানা একান্ত জরুরী। কে জানে এবার কোন পণ সে রাখতে চাইবে? নিঃসন্দেহে এবার যে ফাঁদ শকুনি আর দুর্যোধন পাততে চলেছে সেটা হবে আরও মারাত্মক। বিদুরের অস্বস্তি বাঁধ মানলনা। কয়েকদিনের মধ্যে ওদের আসল উদ্দেশ্য কি জানতে পারলেন বিদুর। দুর্যোধন অসহায় পুত্র স্নেহাতুর ধৃতরাষ্ট্রকে ঠিকই রাজি করিয়েছে তিনি যাতে যুধিষ্ঠিরকে আবার খেলায় আমন্ত্রণ করে আনেন। এবারের বাজি হবে সত্যিই বড় ভয়ানক। দ্বাদশ বছরের বনবাস আর এক বছরের অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাতবাসের সময় কোন ভাবে প্রকাশ ঘটলে আবার বারবছর বনবাস।

কৌশল বেশ আটঘাট বেঁধেই এবার তৈরি করতে চাইছে কৌরবরা। তারা নিশ্চিতভাবেই জানে কপট পাশা খেলায় তারা পাণ্ডবদের পরাজিত করবেই এতে শকুনির সমকক্ষ কেউই নেই। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হল যুধিষ্ঠিরের আচরণ সে এসব জেনেও খেলায় অংশ না নিয়ে পারবে না। এটাই হবে দুর্যোধনের তুরুপ। সবচেয়ে আশ্চর্য মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রর বিচিত্র ভূমিকা। কয়েকটা দিন আগে দ্যূতসভায় যে কলঙ্কময় অধ্যায় দেখা দিয়েছিল তারপরেও তিনি কিভাবে আবার দ্যূতক্রীড়ায় তাঁর সম্মতি জানতে পারেন?

বিদুর বুঝলেন কুরুবংশের অন্ত সত্যিই এবার ঘনিয়ে আসতে চলেছে।

পৃথিবীর কোন শক্তিরই ক্ষমতা নেই এই পরিণতির গতিরোধ করতে পারে।

নিজের কক্ষে ভাবনার অতলে তলিয়ে যাচ্ছিলেন বিদুর। নিজের অক্ষমতা তাঁকে ব্যথিত করে তুলছিল। চোখের সামনে কলঙ্কময় কুলবধূর অপমানেও কিছুই তিনি করতে পারেন নি। কে বলতে পারে আবার পাশা খেলার এই চক্রান্ত কোন বিপর্যয় আবার ডেকে আনতে চলেছে।

একটা বিষয় বোধগম্য হচ্ছে না কোনভাবেই হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী বিদুরের। বাসুদেব কৃষ্ণ কেন দূরে সরে রইলেন। অথচ তিনি লজ্জা রক্ষা করলেন অসহায়া দ্রৌপদীর। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নও তো দীর্ঘকাল দর্শন দেননি। এও কি কোন ভবিষ্যত ইঙ্গিত বয়ে আনতে চাইছে। কে এই সমস্ত জটিল প্রশ্নের উত্তর দেবে?

বিদুর ভগ্নমনোরথ হয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ পালনেও বাধ্য হলেন তিনি সত্যিই দুর্ভাগা নয়তো কি ভাবে এ রাজ্যের মন্ত্রীত্বের ভার বহন করে কলঙ্কিত হয়ে চলেছেন।

তিনি ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ শুনে বলেছিলেন, 'মহারাজ, দ্যূত ভ্রাতৃত্ব আর কুলনষ্টকারী, এ আদেশ ফিরিয়ে নিন।'

গান্ধারী বলেছিলেন, 'মহারাজ, আপনি দুর্যোধনের বশবর্তী হয়ে চরম দুর্ভাগ্যের দরজা উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন। এখনও সাবধান হওয়ার সময় চলে যায়নি। কুলাঙ্গার দুর্যোধনকে ত্যাগ করুন। বিদুর আপনাকে তার জন্মলগ্নেই এই উপদেশ দিয়েছিল ভুলে যাননি। নিশ্চয়ই? কুলবধূ দ্রৌপদীর কান্না কি আপনার কানে পৌঁছয় নি? আবার পাশা খেলার অর্থ সর্বনাশ। একে রোধ করুন। 'না হলে বংশ নাশ হবে।'

ধৃতরাষ্ট্র ক্লান্তস্বরে উত্তর দেন, 'কল্যাণি, মানুষ ভাগ্যের অধীন। এতে যদি বংশ নাশ হয় তবে তাই হোক। আমার পুত্রদের বিরোধী হওয়া শোভনীয় নয়।'

'সত্যিই বিচিত্র আপনার বিচার', গান্ধারী উত্তর দেন।
বিদুর অবাক হলেন মহারাজের মূর্খতা লক্ষ্য করে। তিনি এ ব্যাপারে ভীষ্ম, দ্রোণ বা কৃপাচার্যের উপদেশেও কর্ণপাত করলেন না। কানে তুললেন না অশ্বত্থামা, বিকর্ণ আর ভূরিশ্রবার অনুরোধও।
বিদুর স্পষ্টই বুঝলেন বংশনাশই বোধ হয় ধৃতরাষ্ট্রের কামনা। তাই হোক মনে করেই আবার ইন্দ্রপ্রস্থে রওয়ানা হলেন বিদুর। তিনি যে এ ব্যাপারে নিমিত্তমাত্র, এ বিশ্বাস তাঁর দৃঢ়তর হয়ে উঠল।
ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরকে আবার দ্যূতসভায় অক্ষক্রীড়ার আমন্ত্রণ পৌঁছে দিলেন বিদুর।
তিনি বললেন, 'যুধিষ্ঠির কপট পাশা খেলায় অংশ গ্রহণ আর চোখ বুজে গহ্বরে পদক্ষেপ একই। এ বিষয়ে তোমার প্রাজ্ঞতাই তোমাকে পথ দেখাবে এ আশা রাখি।'
যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, 'তাত বিদুর, আমার চিরকালের নীতি আহূত হলে দ্যূতক্রীড়ায় অংশ নিতে আপত্তি করব না। জ্যেষ্ঠতাত যখন আবার অক্ষক্রীড়ায় অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সে আমন্ত্রণ গ্রহণ না করলে অধর্মের কাজ হবে, তাই তো গ্রহণ করলাম।'
মনে মনে হাসলেন বিদুর।
হেসেই তিনি বললেন, 'ধর্মের সীমারেখা রক্ষার দায়িত্ব তো আমাদের একার নয়, যুধিষ্ঠির। কপটতার উত্তর কপটতায় দেওয়াই ধর্মের অনুশাসন। যাই হোক, আমি দূত মাত্র। তোমার উত্তর যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়াই আমার কাজ। তবে অনুরোধ পণ রক্ষার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন হবে এক্ষেত্রে তোমার কর্তব্য।'
বিদুর এরপর বিদায় নিয়ে রওয়ানা হলেন আবার হস্তিনাপুরের দিকে।

আমন্ত্রিত হয়ে হস্তিনাপুরে যথাসময়েই পৌঁছলেন পাণ্ডবেরা।
একসময় দ্যূতসভায় জমায়েত হল সকলে। উপস্থিত হয়েছিলেন হস্তিনাপুরের নাগরিকেরাও, যথারীতি ছিলেন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, দ্রোণ,

পাচার্য আর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সপারিষদ।

শকুনি যুধিষ্ঠিরকে খেলা শুরু করার আহ্বান জানাতে বিদুর একটু কেঁপে না উঠে পারলেন না। আবার শকুনিই দুর্যোধনের পক্ষে খেলা শুরু করতে চলেছে। যুধিষ্ঠিরের অপ্রয়োজনীয় সারল্যেরই সুযোগ নিচ্ছে কৌরবেরা। এক্ষেত্রে আশ্চর্য তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে রয়েছেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। তিনি জ্ঞাতসারেই এই কপটতার পৃষ্ঠপোষক। এ অতি লজ্জা আর কলঙ্কের বিষয়। আশ্চর্য হওয়ার আরও ছিল গঙ্গাপুত্র ভীষ্মই বা নীরব সাক্ষী কেন? দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য? তাঁদেরও কোন ভূমিকা নেই।

শকুনি বললেন, 'মহারাজ, এর আগে ধনসম্পদই ছিল পণের সামগ্রী। কিন্তু আজকের এই পাশাখেলায় পণ স্থির হয়েছে দ্যূতে যে পক্ষ পরাজিত হবে তাদের বার বছরের জন্য বনবাস আর এক বছর অজ্ঞাত বাস স্বীকার করতে হবে। তের বছর পার হলে পরাজিত পক্ষ আবার তাদের রাজ্য লাভ করবেন।'

সমস্ত সভা নিশ্চুপ। আচমকা হস্তিনাপুরের কিছু নাগরিক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এ এক ভয়ঙ্কর পণ। আপনারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে এই পণ রাখতে বাধ্য করতে পারবেন না, এ অন্যায়।

বিদুর অবাক না হয়ে পারলেন না যখন যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, 'যে কোন ধর্মপরায়ণ মানুষই দ্যূতে আমন্ত্রিত হলে অস্বীকার করেন না। পণের বিষয় সেখানে অকিঞ্চিৎকর। তাই এই অক্ষদ্যূত ক্ষতিকর জেনেও এ থেকে পিছিয়ে আসতে পারব না।

বিদুরের কাছে সব ব্যাপারটাই কেমন রহস্যময় বলে মনে হতে লাগল। যুধিষ্ঠিরের যে কাণ্ডজ্ঞান অতিমাত্রাতেই কম সেটা তাঁর বুঝে নিতে দেরি হল না। কৌরবদের উল্লাসও গোপন নেই বুঝলেন বিদুর। দ্বিতীয়বারের এই পাশা খেলাতেও যে পাণ্ডবদের নিশ্চিত পরাজয় ঘটতে চলেছে তাতে কণামাত্র সন্দেহ কারও বোধ হয় নেই

বিদুর এবার আরও অবাক হলেন এটাও দেখে ভীম, অর্জুন, নকুল,

সহদেব আর স্বয়ং দ্রৌপদীও উপস্থিত আর তাদের মধ্য থেকেও কোন বাধা পেল না যুধিষ্ঠির।
একটু পরেই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র খেলা আরম্ভ করার অনুমতি দিলে তা শুরু হল। সকলেই উদগ্রীব। শকুনি যথারীতি দুর্যোধনের হয়ে অংশ নিলেও যুধিষ্ঠির বাধা দিলেন না।
বিদুর উদগ্রীব। কিন্তু যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটে গেল। শকুনি অক্ষ নিক্ষেপ করেই চিৎকার করে উঠলেন 'আমরা জিতলাম।'
জয় হল কৌরবপক্ষের। তাদের প্রচণ্ড উল্লাসের শব্দে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও নিজের মনোভাব লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। বিদুর স্পষ্টই বুঝলেন ধৃতরাষ্ট্রের আনন্দ বাঁধভাঙা স্রোতের মতই মনে হচ্ছে।
দুঃশাসন আনন্দে চিৎকার করে বললেন, 'ওহে পাণ্ডব, তোমরা একদিন অহঙ্কারে আমাদের উপহাস করেছিলে। আজ এবার বল্কল পরে বনবাসে যাও। দ্রৌপদী, ভেবে দেখ কৌরবদের কাউকে বরণ করবে না বনবাসের দুঃখভোগ করবে?'
ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন বিদুর দুঃশাসনের কুৎসিত ব্যবহারে। তিনি প্রতিবাদ করার আগেই ভীম চিৎকার করে উত্তর দিল, কপটতার মধ্য দিয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তোরা পরাজিত করে আমাদের অসম্মান করছিস. দুরাত্মা। আমি শপথ করছি তোদের অল্প সময়ের মধ্যেই যমালয়ে পাঠিয়ে শান্তি লাভ করব।
দুর্যোধন এর উত্তরে কদর্যভঙ্গিতে কিছু উত্তর দিল।
ভীম জবাব দিল, 'শোন পাপাত্মা দুর্যোধন, আমাদের প্রতিজ্ঞা, বনবাসের শেষে আমি তোকে বধ করব, অর্জুন বধ করবে ক্রূড়কর্ণকে আর সহদেব বধ করবে কপট অক্ষ যার সেই শকুনিকে। কেউ এ পরিণতি রোধ করতে পারবে না।'
অর্জুন বললেন, 'বৃথা কথায় প্রয়োজন নেই। তের বছর পর আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে না দিলে যা ঘটবে তা ওরা দেখতেই পাবে।'
নকুল বলে উঠলেন, 'যে কৌরবরা আমাদের এমন অসীম দুঃখের

কারণ তাদের সবংশে নিহত করাই আমার ব্রত।'
বিদুর ক্লান্ত, ভারাক্রান্ত মনে এই বিচিত্র কথোপকথন শুনে গেলেম। চোখের সামনে তিনি যেন দেখলেন ভ্রাতৃরক্তে কলঙ্কিত হয়ে চলেছে হস্তিনাপুরের মাটী। পাণ্ডবদের প্রত্যেকের ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞার কথা শুনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যে কেঁপে উঠেছেন লক্ষ্য করেছেন বিদুর। পাণ্ডবরা এ শপথ যে রক্ষা করবেই তাতে কণামাত্র সন্দেহ নেই ধৃতরাষ্ট্রর অথচ এই ভয়ঙ্কর পরিণতির স্রষ্টা তিনিই। বারবার তিনি দুর্যোধনের চক্রান্তের অনুমোদন করে পাণ্ডবদের সর্বনাশে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছেন। এখন হাতের তীর ছোঁড়া হয়ে গেছে, আর তা ফিরিয়ে আনা যাবে না।

হস্তিনাপুরের অসংখ্য উদ্বেগাকুল জনতা এই মুহূর্তে রাস্তার দুকূল প্লাবিত করে আছে। তাদের শোকার্ত, অশ্রুসজল মুখভাবে পাণ্ডবদের প্রতি সহানুভূতি আর কৌরবদের প্রতি ক্রোধ স্পষ্ট।
রাজসভার এক বিচিত্র দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল সেই মুহূর্তে।
রাজপোশাক ত্যাগ করে বনবাসে যাওয়ার জন্য তৈরি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর দ্রৌপদী। জননী কুন্তীও তাই। সঙ্গে ছিলেন পাণ্ডব পুরোহিত ধৌম্য।
বিদুর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কুন্তীদেবীও বনগমন করবেন ভেবে তার উদ্বেগ বাধা মানতে চাইল না।
যুধিষ্ঠির একে একে পিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোনাচার্য, কুলগুরু কৃপাচার্য আর ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করে বনগমন করার অনুমতি চাইলেন।
বিদুরের অট্টহাসিতে ফেটে পড়ার ইচ্ছে হল যখন দেখলেন কুরুবৃদ্ধ আর অন্যান্যরা লজ্জিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে কিছু বলতে না পেরে নীরব সম্মতি জানালেন। একদল ক্লীব, অসহায় পৌরুষহীন মানুষ বলেই তাঁদের মনে হল বিদুরের। অন্যায়কে যাঁরা অন্যায় কপটাচরণ বলতে পারেন নি, পারেন নি রাজ্যের কুলবধূকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা

করার জন্য হাত তুলতে।

কুন্তীও বনগমনে তৈরি একথা জেনে ধৃতরাষ্ট্র কেবল বললেন, 'না, না, এ কেমন করে সম্ভব?'

'আমার পুত্রেরা আর পুত্রবধূ যেখানে যাবে আমি সেখানেই যেতে চাই,' কুন্তী উত্তর দিলেন।

এবার বিদুরকে বলতে হল, 'আর্যাপৃথা, রাজমাতা। তিনি বয়স্কা। কখনই বনবাসের এই কষ্ট তার সহ্য হতে পারেনা।' তিনি আমার কুটীরেই এই তের বছর সসম্মানে বাস করুন, প্রার্থনা আমার।'

যুধিষ্ঠির জবাবে বললেন, 'যথা আদেশ, তাত বিদুর। জননী কুন্তীর এর চেয়ে ভাল আশ্রয় কি হতে পারে? আমরা নিশ্চিন্ত হলাম।'

এরপর পাণ্ডবদের বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে এলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন কুন্তী। তিনি দুহাতে বুকে টেনে নিলেন দ্রৌপদীকে। দ্রৌপদীকে নানা উপদেশ দিলেন তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে।

বিদুরের বুক প্রায় গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল বিদায় লগ্নের করুণ দৃশ্য দেখে। তিনি কাতর কুন্তীকে কোনরকমে শান্ত করে পরাশরীর হাতেই সঁপে দিলেন। আশ্চর্য এক দৃশ্যও লক্ষ্য করলেন বিদুর। কৌরব অন্তঃপুরীবাসীনারা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পাণ্ডবদের আর পাঞ্চালীকে অজিন বসনে বনবাসে রওয়ানা হতে দেখে। এ যেন পঙ্কের মাঝখানে পদ্মফুলের সৌরভ। আবার এই করুণ দৃশ্যের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কপট পাশাখেলায় জয়ী হয়ে পাণ্ডবদের সর্বস্ব অপহরণ করে উল্লাসে ফেটে পড়েছে কৌরবেরা। হয়তো খুশিও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, শুধু লোকলজ্জাই তা প্রকাশ করতে দিচ্ছেনা।

রাজপ্রাসাদের সীমানা ছেড়ে এগিয়ে চললেন যুধিষ্ঠির সকলের পুরোভাগে থেকে। তার পিছনে একে একে দ্রৌপদী, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর ঋষি ধৌম্য। উত্তরদিকে চলেছিলেন সকলে। তাঁদের পিছনে অসংখ্য হস্তিনাপুরবাসীরা শোকাহত হয়ে চলেছে। স্থির পাথরের মতই সেই গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন মহামন্ত্রী বিদুর।

আরও এক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হল। এরপর নতুন অধ্যায় রচিত হতে চলেছে দৃঢ় নিশ্চিত বিছুর। সে অধ্যায় হবে রক্তাক্ত, ভয়ঙ্কর আর হৃদয়বিদারক। এটাই ভবিতব্য।

"মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন, মহামন্ত্রী।'

প্রতিহারীর কথায় ফিরে তাকালেন বিছুর। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্মরণ করেছেন শুনে হাসি পেল বিছুরের। ধৃতরাষ্ট্র চিন্তিত। না, বিছুর নিশ্চিত পাণ্ডুপুত্রদের বনবাসের কষ্টের কথা স্মরণ করে নয়। তিনি দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েছেন ধার্তরাষ্ট্রদের ভয়ঙ্কর পরিণতির আশঙ্কায়। বিছুরের মনে পড়েছে দেবর্ষি নারদের আচমকা সভায় উপস্থিতি আর তাঁর ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতবাণীর কথাই।

পাণ্ডবদের বিদায় নেওয়ার পরেই রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন দেবর্ষি নারদ। বজ্র কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আজ থেকে চোদ্দ বছর পরে দুর্যোধনের অপরাধ ও পাপে ভীম আর অর্জুনের হাতে কুরুবংশ ধ্বংস হবে—।'

বিছুর জানেন এর প্রতিকারের পরামর্শ চাইবেন ধৃতরাষ্ট্র। কিন্তু কে করবে সেই অসম্ভব কাজ?

বিছুর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে উপস্থিত হলেন এবার।

ধৃতরাষ্ট্র মাথায় হাত রেখে চিন্তাগ্রস্ত দেখলেন বিছুর।

'মহারাজ, আমাকে ডেকেছেন?' তিনি বললেন।

'বিছুর,' ধৃতরাষ্ট্র ভীত বিমর্ষ স্বরে বললেন, আমি নিজেকে স্মরণ করতে পারছি না কেন, কেন পাণ্ডুপুত্রদের বনগমন করতে দিলাম? হায়, আমি অন্ধ, সহায়হীন। বিছুর, বিছুর, কোনভাবেই কি এই ভয়ঙ্কর ভবিতব্যকে এড়ানো যাবে না?'

'এ আপনার স্বরচিত, মহারাজ,' বিছুর উত্তর দিলেন।

'জানি, তুমি একথাই বলবে। পাণ্ডুপুত্রদের কথা বল আগে, বিদুর। কিভাবে তারা বনগমন করল।'

'মহারাজ, ধীমান যুধিষ্ঠির আপনার শর্বতায় রাজ্য সম্পদ হারালেও তাঁর মন ধর্মকে পরিত্যাগ করেনি, বিদুর উত্তর দিলেন।' তিনি কাপড়ে মুখ ঢেকে রওয়ানা হন। তাঁর অনুগামী ব্যক্তি পাণ্ডুপুত্র আর দ্রৌপদী অর্জুন বালুকা ছড়িয়ে চলেছিলেন শরবর্ষনের ইঙ্গিত করতে চেয়ে। ভীম তাঁর দুই বাহু প্রদর্শন করছিলেন তার শক্তির প্রকাশ করতে। দ্রৌপদী তাঁর কেশের আড়ালে মুখ আবৃত রাখেন। ধৌম্য আর অন্যান্য পুরোহিতেরা সামগান করছিলেন। হস্তিনাপুরের নাগরিকেরা আপনাকে অভিসম্পাত দিয়ে চলেছিলেন। তারা নিন্দা করছিলেন ভীষ্ম, দ্রোণ আর কৃপাচার্যের। নিজেদের তারা অনাথ ভাবছিলেন পাণ্ডবেরা নেই বলে।'

পাণ্ডবদের রাজ্য দ্রোণাচার্যের হাতে রক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে জানেন বিদুর। তাই সে সম্পর্কে কোন কিছু বললেন না।

ধৃতরাষ্ট্র যেন নিজের কৃতকর্মের পরিণতি ভেবে শিউরে উঠলেন। তিনি কাতরভাবে শুধু বললেন, 'তুমি যেভাবে সম্ভব যুধিষ্ঠির আর সমস্ত পাণ্ডবদের এরাজ্যে ফিরিয়ে আন, বিদুর। আমি বুঝতে পারছি সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। কুরুবংশের এই বিপদে তুমিই একমাত্র ভরসা।'

'এ চেষ্টায় কোন ফল হবে না, মহারাজ। যুধিষ্ঠির শপথ ভাঙবেন না, তের বছর পার না হলে তিনি রাজ্যে প্রত্যাবর্তনও করবেন না।'

'তাহলে? তাহলে কি হবে?' ধৃতরাষ্ট্র বলে উঠলেন।

'মহারাজ, তের বছর পরে দুর্যোধন যেন পাণ্ডুপুত্রদের তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দেয় তার ব্যবস্থা করাই আপনার চেষ্টা হওয়া উচিত।' বিদুর উত্তর দিলেন।

বিদুরের কাছে সংবাদ পৌঁছল পাণ্ডবেরা কাম্যকবনে গমন করেছে। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন ধৌম্য আর অন্যান্য পুরোহিতেরাও।

ধৃতরাষ্ট্র এরই মধ্যে ডেকে পাঠালেন আবার বিদুরকে। বিদুর বুঝলেন ধৃতরাষ্ট্রও পাণ্ডবদের সম্পর্কে সম্ভবত জানতে ইচ্ছুক।
মনে মনে হাসলেন বিদুর। অস্থিরমতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনে শান্তি নেই। পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠিয়ে আজ মাঝে মাঝে অনুশোচনাও হয়ে চলেছে কোন সন্দেহ নেই। তার সঙ্গে মিশেছে পাণ্ডবদের শক্তির প্রতি স্বাভাবিক ভীতি।
এর সঙ্গে বিদুরের প্রকৃত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন শুধু মাত্র রাজমহিষী গান্ধারী। এই কপট পাশা খেলায় বারবার আপত্তি জানিয়েছিলেন গান্ধারী। অন্যায়কে তিনি কিছুতে মেনে নিতে পারেন নি। দুঃখের কথা, তিনি কোনরকমে ধৃতরাষ্ট্রকে স্বমতে আনতে পারলেন না।
বিদুর মনে মনে বললেন, 'হায় মহারাজ, আপনি গান্ধারীর মত মহিষীর অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না, এর পরিণতি হবে তাই হৃদয়-বিদারক।
ধৃতরাষ্ট্র নিজের কক্ষে বিশ্রাম রত। বিদুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।
'প্রণাম মহারাজ,' বিদুর বললেন।
'এখানেও মহারাজ বলে সম্বোধন করছ, বিদুর? এতো হস্তিনাপুরের রাজসভা নয়,' ধৃতরাষ্ট্র বললেন।
'মানুষ অভ্যাসের দাস', হাসলেন বিদুর।
'বিদুর, পাণ্ডুপুত্রদের অদর্শনে মন আমার সত্যিই ভারাক্রান্ত। কিছুতে ভাবতে পারছি না, দুঃখ আর ক্লেশ আজ বনবাসে তাদের সঙ্গী। তারা রাজপুত্র হয়েও আজ কুটীরবাসী। না, এ আমার অপরাধ, বিদুর। কিছুতে আমি যে দুর্যোধনের অন্যায় আচরণ দেখেও বাধা দিতে পারি না।' কিছুটা স্বগতোক্তির মতই শোনাল ধৃতরাষ্ট্রের আক্ষেপ।
'মহারাজ আমাকে কোন বিশেষ কারণে ডেকেছেন?' বিদুর আবার প্রশ্ন করলেন।
'হ্যাঁ, আমি তোমার পরামর্শ আর উপদেশ চাই প্রিয়তম, বিদুর। আমি জানি তুমি শুধু ধর্মজ্ঞই নও, ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গতি তোমার

করায়ত্ত। তোমার বুদ্ধি শুক্রাচার্যের বুদ্ধির মতই সৃজনশীল; কৌরব আর পাণ্ডব, দুপক্ষ তোমার স্নেহলাভে ধন্য। পাণ্ডবদের আর কৌরবদের দুপক্ষের মঙ্গল কামনা যে তোমারও ইচ্ছা এও আমি ভালভাবে জানি। ভবিতব্য আর কর্মফলকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না, হয়তো পাণ্ডুপুত্রদের এই যন্ত্রণাও তার ফল। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর দুঃখ কোরনা, বিদুর। বরং কিভাবে এই অবস্থা থেকে মুক্তি আসতে পারে তার উপায় স্থির কর। পুরবাসীরা আজ আমাদের উপর ক্ষুব্ধ, তাদেরও মনোগত ইচ্ছা যা তারই সৎ পরামর্শ তোমার কাছে চাই।'

বিদুর চুপ করে রইলেন। তিনি গুরুত্ব দিতে চাইলেন না ধৃতরাষ্ট্রের কথায়। ধৃতরাষ্ট্র চরম অস্থিরমতি, তার প্রমাণ বিদুর তো আগেই পেয়েছেন।

বিদুর মৌন থাকার ফলে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'বুঝেছি, তোমার এভাবে নিরুত্তর থাকার কারণ কি, বিদুর। আমাকে একটা সুযোগ দাও, বিদুর, এ আমার অন্তরের দাবী।'

'এভাবে বলবেন না মহারাজ,' বিদুর উত্তর দিলেন। 'আমি শুধু ভাবছিলাম, কিভাবে আপনার মনোযন্ত্রণা দূর করতে পারি। আমি একথা শুধু বলতে চাই, ধর্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ ত্রিবর্গ আর রাজ্যকেই ধর্মের মূল বলেছেন। তাই আমি এই পরামর্শ শুধুমাত্র আপনাকে দিতে পারি যে আপনি ধর্মের পথেই কৌরব আর পাণ্ডবদের পালন করুন। সত্যিই যদি আপনি কৌরবদের শুভাকাঙ্খী হয়ে থাকেন দুর্যোধনকে আদেশ করুন পাণ্ডবদের সঙ্গে রাজ্য ভাগ করে নিতে। আর সে রাজী না হলে তার সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য সমর্পণ করুন।' মহারাজ, আমার এই উপদেশ আপনি চাইছিলেন তাই এত বিষয় উপস্থিত করলাম।'

ধৃতরাষ্ট্র সহসা কোন উত্তর দিলেন না, তবু বিদুরের স্পষ্ট মনে হল এই পরামর্শ ধৃতরাষ্ট্রের মনঃপুত হয়নি। তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন, আজ আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত হল।

আমার কণামাত্রও আর সন্দেহ নেই যে তুমি পাণ্ডবদের একমাত্র শুভার্থী। কৌরবদের কোন কাজেই তুমি সততার চিহ্ন দেখতে অভ্যস্ত নও। তোমার স্পর্ধা মাঝে মাঝে আকাশচুম্বীও হয়ে ওঠে, না হলে কোন সাহসে তুমি যুবরাজ দুর্যোধনকে ত্যাগ করার পরামর্শ দিতে চাও? তুমি ভুলে যাচ্ছ, বিদুর, তুমি কৌরবদের আশ্রিত হয়ে হস্তিনাপুরে বাস করছ। তোমাকে আমি মাত্রাতিরিক্ত সম্মান দেখিয়েছি, আর সেটাই হয়েছে চরম ভুল। তোমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না আমি।'

বিদুর স্তব্ধ, নির্বাক। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর আসল রূপই এবার প্রকাশ করেছেন। তিনি কিছু উত্তর দেওয়ার আগের মুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন গান্ধারী।

'মহারাজ, আমি আপনার কথা শুনেছি,' গান্ধারী বলে উঠলেন। 'আজ বুঝতে পেরেছি আপনি সত্যিই ধর্মকে ত্যাগ করেছেন। না হলে ধার্মিক বিদুরকে এভাবে অপমানিত করে তাকে তাড়িয়ে দিতে চাইতেন না। কৌরবলক্ষ্মী এবার সত্যি এরাজ্য ত্যাগ করে যাবেন। সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না। মহারাজ, এখনও সময় চলে যায় নি, বিদুরকে এভাবে অপমানিত করে দূরে সরিয়ে দেবেন না, তার সৎ পরামর্শ গ্রহণ করুন, রাজ্যচ্যুত করে কারারুদ্ধ করুন দুষ্ট পুত্রকে। তারপর ফিরিয়ে আনুন পাণ্ডবদের এই সন্ধি রক্ষা করতে পারে কৌরবদের।'

ধৃতরাষ্ট্র কঠিন স্বরে উত্তর দিলেন, 'তোমার এই পরামর্শ গ্রহণ করতে পারি না আমি, প্রিয়া। কেননা এর অর্থ হল আমার দেহ থেকে উৎপন্ন দুর্যোধনকে অস্বীকার করা। তা কখনও সম্ভব নয়। ভাগ্য বলবতী, প্রবল। যা অবশ্যম্ভাবী তা ঘটবে। আমরা নিমিত্তমাত্র। যাও, বিদুর, তোমাকে আর আমার প্রয়োজন নেই। তুমি তোমার প্রিয় পাত্র সেই পাণ্ডবদের শরণাগত হও।'

ক্ষুব্ধ, অপমানিত বিদুর গান্ধারী আর ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করে বললেন, 'আপনার আদেশ শিরোধার্য, মহারাজ। বিদায়।'

আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন বিদুর। তিনি বুঝলেন ভবিতব্য সত্যি তার নিজের ছকে ফেলা গতিপথ ধরেই অগ্রসর হবে, কেউ সে গতিপথ বদলাতে পারবে না।

•

নিজের ঘরে ফিরে আসতেই বিদুরের মুখভাব লক্ষ্য করে এগিয়ে এলেন পরাশরী।

'কিছু হয়েছে ?' পরাশরী প্রশ্ন করলেন একরাশ উদ্বেগ নিয়ে।

'এরাজ্য আমাকে ত্যাগ করতে হবে, পরাশরী।'

'সে কি ? কেন ?'

বিদুর সব কথা খুলে বললেন স্ত্রীকে।

'তাই ভাল। চল, আমিও তোমার সঙ্গী হব— ।'

'এখন তো তা হয় না, পরাশরী', বিদুর সস্নেহ কণ্ঠে বললেন। 'সময় এলে আমি নিজে তোমাকে নিয়ে যাব।'

'কিন্তু কোথায় যাবে তুমি ?'

'যেখানে ধার্মিক শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আর অন্যান্য পাণ্ডুপুত্ররা রয়েছে,' বিদুর জবাবে বললেন। 'সেটাই হতে পারে আমার আশ্রয়। বুঝতে পারলাম কৌরবদের সঙ্গে পাণ্ডবদের আর কোন ভাবেই সন্ধি হওয়া সম্ভব নয়। দুপক্ষই এবার তরোয়ালে শান দিতে শুরু করবে, পরাশরী। ধ্বংসের লেলিহান অগ্নিশিখা গ্রাস করে নেবে একে একে সকলকে। আমার দুঃখ এটাই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞানপাপীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বলে। ভবিষ্যতের রক্তাক্ত ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের ছবি তিনিও অন্তরে দেখতে পাচ্ছেন, অথচ পুত্রস্নেহে তাঁর বিচার বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মহিষী গান্ধারীর সদুপদেশও তার ভাল লাগেনি, এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে ?'

'তোমার তো চেষ্টায় কোন ত্রুটি হয়নি, নাথ। হয়তো সত্যিই এ ভবিতব্য ছাড়া আর কিছুই নয়', পরাশরী বললেন।

'বৃথা দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই, পরাশরী। আমি এই মুহূর্তেই ছুটে যেতে চাই আমার প্রিয় সেই যুধিষ্ঠির, ভীমার্জুন, নকুল, সহদেব আর

কল্যাণি দ্রৌপদীর কাছে। সেটাই হবে আমার শান্তির আশ্রয়। তোমার সন্তানেরা রইল, তাদের তোমার কাছেই রেখে যাচ্ছি, তারপর ভবিষ্যতই নির্ধারণ করবে আমার কর্তব্য।

পরাশরী এবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

'আমিও তোমার সঙ্গী হতে চাই।'

বিদুর সস্নেহে হাত রাখলেন স্ত্রীর কাঁধে।

'তুমি অবুঝ হয়োনা, প্রিয়া। এই সবে শুরু। অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা আমাদের দিতে হবে,' কাতর হওয়া তোমার তাই যোগ্য নয়,' বিদুর বললেন। 'আজ আর চোখের জল নয় প্রিয়া আমাকে হাসিমুখে যেতে দাও। আমি এই মুহূর্তেই কাম্যকবনের দিকে রওয়ানা হব।'

বিদুর রথে রওয়ানা হলেন কাম্যকবনের দিকে। তার মন চঞ্চল হলেও একটু পরেই পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা হবে ভেবে কিছুটা আনন্দিত বোধ করছে।

ঘটনাস্রোত যে ভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে ভয়ঙ্কর এক অঘটন যে আর কয়েক বছরের পরেই ঘটবে তাতে কণামাত্র সন্দেহ নেই। বিদুরের একসময় মনে হল শকুনির সেই বিচিত্র ব্যবহারের কথাটাই।

আশ্চর্য, কোন সন্দেহ নেই। কি উদ্দেশ্য নিয়ে সৌবল শকুনি অনবরত উত্তেজিত করে চলেছে দুর্যোধন আর অন্যান্য কৌরবদের? এ সত্যিই মস্ত এক রহস্য। কোন স্বার্থ এতে রক্ষিত হতে পারে শকুনির ভেবে পাননি বিদুর। তার খালি মনে হচ্ছে এ হল আত্মঘাতী আর সর্বনাশা এক নীতি। যে নীতির নিশ্চিত পরিণতিতে কুরুবংশের অন্তিম দৃশ্যই জেগে উঠবে। অধর্মের পরাজয় কেউ রোধ করতে পারবে না। এ বোধ কুরু অন্তঃপুরে একমাত্র আছে মহারানী গান্ধারীর।

বিদুর এটাই বুঝলেন শকুনির কুটিল উদ্দেশ্য আর কেউ হৃদয়ঙ্গম না

করুক তিনি কিছুটা আঁচ করতে পারছেন আজ। শকুনির আসল উদ্দেশ্য কৌরববংশ ধ্বংস। কিন্তু তার এই ভয়ঙ্কর সঙ্কল্প কেন? কার উপর অভিমানে?

এর উত্তর জানা নেই বিদুরের।

রথ এগিয়ে চলেছিল দ্রুতবেগে। বাতাসে শীতের রুক্ষতা। গায়ের উত্তরীয় টেনে নিয়ে সামনে তাকালেন হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী। একটু তফাতেই ঘন গাছের সবুজ সীমানা জেগে উঠেছে। কাম্যকবনের কাছেই এসে পড়েছে রথ।

বিদুর জানেন না ওই সবুজ অরণ্যের অভ্যন্তরে যুধিষ্ঠির লক্ষ্য করে-ছিলেন হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী বিদুর এগিয়ে আসছিলেন।

অজানা একটা আশঙ্কা না জেগে পারেনি যুধিষ্ঠিরের মনে। তবে কি আবার কোন নতুন ষড়যন্ত্রের বার্তাবহ হয়ে আসছেন বিদুর?

সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, 'ভীম তাকিয়ে দেখ রথারূঢ় হয়ে এদিকে আসছেন মহামন্ত্রী বিদুর। জানিনা আবার নতুন কোন বার্তা তিনি বয়ে আনছেন। তবে কি আবার পাশা খেলায় আমন্ত্রণ জানাবেন তাত ধৃতরাষ্ট্র? আর এবার পণ হবে আমাদের সব অস্ত্র? আমি ভয় পাচ্ছি, ভীম। ভয় এজন্য দ্যূতসভায় আমন্ত্রণ জানালে আমি তা অস্বীকার করতে পারব না। অর্জুনের গাণ্ডীব পরের করায়ত্ত হলে আমাদের জয়ের কোন আশাই থাকবে না। ভীম তুমি তাত বিদুরকে অভ্যর্থনা করে কুটীরে নিয়ে এস।'

ভীম এগিয়ে গিয়ে বিদুরকে রথ থামার সঙ্গে সঙ্গেই প্রণাম করে অভ্যর্থনা জানিয়ে সঙ্গে করে কুটীরে নিয়ে এলেন।

বিদুরকে দেখে যুধিষ্ঠির তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। এগিয়ে এলেন দ্রৌপদীও। বিদুর সকলকে আশীর্বাদ করলেন।

তিনি বসতেই যুধিষ্ঠির বললেন, 'তাত বিদুর আপনাকে কাম্যকবনে দেখতে পাব একেবারেই ভাবিনি। হস্তিনাপুরের সমস্ত কুশল তো? কেমন আছেন মাতা কুন্তী?'

'হ্যাঁ, বৎস যুধিষ্ঠির। আশঙ্কার কোন কারণ ঘটেনি,' বিদুর উত্তর

দিলেন। 'কুন্তী ভালই রয়েছেন।'
'তাহলে ?'
'হস্তিনাপুর থেকে আমি বিতাড়িত, যুধিষ্ঠির।
'সে কি, তাত ? এর কারণ ?' যুধিষ্ঠির বলে উঠলেন।
'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব আর কুরুবংশের কিসে মঙ্গল হতে পারে সেই পরামর্শ চেয়েছিলেন আমার কাছে। আমি সেই পরামর্শ দিতে গিয়ে তোমাদের মধ্যে সন্ধির কথাই বলেছিলাম। বলেছিলাম পাণ্ডব আর কৌরবদের মধ্যেই দুভাগ হিসেবে থাকুক রাজ্য আর না হয় দুর্যোধনকে নিবৃত্ত করে তোমাকেই সিংহাসনে বসতে দেওয়া হোক।'
বাধা দিয়ে ভীম বলে উঠল, 'এর দরকার হবে না তাত, তের বছর শেষে এই বাহু দিয়েই ওদের শমন ভবনে পাঠিয়ে রাজ্য দখল করব।'
,তা আমি জানি, ভীম,' বিদুর বললেন। 'তবে ভ্রাতঘাতী লড়াই বন্ধ হলেই উভয় পক্ষের লাভ।'
যুধিষ্ঠির বললেন, 'তাত বিদুর, জননী গান্ধারী কি বলেছেন ?'
একমাত্র গান্ধারীই ধর্মানুসারিনী। তিনি দুর্যোধনকে নিবৃত্ত করার কথাই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন, কিন্তু মহারাজ কৌরববংশ ধ্বংস হলেও সে কাজ করতে অনিচ্ছুক। মহারাজ যদিও জানেন তাঁর এই কৃতকর্মই কুরুকুলবিনাশের কারণ হয়ে উঠবে। মহারাজ দৃষ্টিশক্তি হীন, আজ তিনি নিজের বিবেচনা বোধকেও স্বইচ্ছায় হারালেন। আমার উপদেশ তাঁর ভাল লাগেনি তিনি স্পষ্টভাবেই আমাকে জানিয়েছেন আমি যেখানে ইচ্ছে হয় সেখানেই যেতে পারি। রাজকার্যে আর আমার কোন পরামর্শ তাঁর প্রয়োজন হবে না। এই অবস্থায় তোমার কাছেই ছুটে এসেছি, যুধিষ্ঠির। তোমাকে কিছু সদুপদেশ না দিয়ে আমি শান্তি পাব না।
'বলুন, তাত বিদুর। আপনার উপদেশ চিরদিনই আমাদের পাথেয়।' যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন।

'তাহলে শোন, যুধিষ্ঠির। এই পৃথিবীতে চিরকাল ধার্মিক পুরুষই অক্ষয় শান্তি আর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। যে অশেষ ক্লেশ সহ্য করেও দুঃখিত হয়না, কালপ্রতীক্ষার শেষে সে একাকী সমস্ত পৃথিবী ভোগ করে। যে অপরের সহায় হয়, সহায়গণও তার দুঃখের অংশভাগী হয়ে সমব্যথীও হয়। সহায়গণের সমান বিষয় ভোগই শ্রেষ্ঠতম পথ। এক্ষেত্রে আত্মশ্লাঘা নিন্দনীয় আর বর্জনীয়। রাজন এই পথেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।'

যুধিষ্ঠির বিদুরকে প্রণাম করে বললেন, 'তাত বিদুর, এই আশীর্বাদ করুন যাতে আপনার এই উপদেশ চিরদিন মেনে চলতে পারি। কিন্তু আমি ভাবছি তাত ধৃতরাষ্ট্রের কথা। তিনি কিভাবে আপনাকে ত্যাগ করতে পারলেন? বুঝতে পারছি এ তাঁর ভ্রম। হয়তো সংশোধনও তাঁকে তা করতেও হবে।'

যুধিষ্ঠির জানতেন না হস্তিনাপুরের রাজঅন্তঃপুরে ঠিক ওই মুহূর্তে এক বিচিত্র নাটক অভিনীত হয়ে চলেছিল। যুধিষ্ঠির যা বলেছিলেন তাই ঠিক : বিদুরকে ত্যাগ করে মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে চলেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। তিনি চেতনাও হারিয়েছিলেন এক সময়। বিনা অপরাধে বিদুরকে অপমানিত করার অনুশোচনা ধৃতরাষ্ট্রকে তীব্রভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত সঞ্জয়কে আহ্বান করে কাতরভাবে বিদুরকে যেমন করে হোক হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি সঞ্জয়কে একথাও বলে দিয়েছিলেন বিদুর না ফিরে এলে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেবেন।

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কথা বলার ওই অবসরেই এসে পৌছলেন ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধ নিয়ে তাঁর দূত সঞ্জয়।

ততক্ষণে সকলে সেখানে হাজির হয়েছেন। পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী ঋষি ধৌম্য আর অন্যান্য পুরোহিতরাও।

সঞ্জয়কে দেখে বিদুরের দিকে তাকালেন যুধিষ্ঠির। তাঁর মুখে ইঙ্গিতময় অর্থবহ হাসি। হাসলেন বিদুরও।

সঞ্জয়কে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে ত্রুটি হল না। পরস্পর কুশল

বিনিময়ও ঘটল।

বিদুর প্রশ্ন করলেন, 'কোন বার্তা নিয়ে এসেছ, প্রিয় সঞ্জয় ?'

'হে বিদুর, তোমার অদর্শনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রায় চেতনাহীন হয়ে পড়েছেন। তিনি তোমার কাছে আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন আর আমাকে আদেশ দিয়েছেন যেমন করেই হোক তোমাকে হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। না হলে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেবেন। তাই তোমার কাছে আবেদন জানাচ্ছি ধার্মিক পাণ্ডবদের কাছে এখনই বিদায় নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের জীবনরক্ষা কর, বিদুর।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'তাত বিদুর, আপনার ফিরে যাওয়াই ঠিক মনে হয়, না হলে মহারাজের বিপদ ঘটা অসম্ভব নয়।'

'হ্যাঁ, ফিরে যাওয়া ঠিক করেছি আমি। তোমাদের কাছে তাই বিদায় নিচ্ছি। মনে রেখ ধর্মের পথে থাকাই শ্রেষ্ঠ পথ। আশীর্বাদ করি তোমাদের পথ নিষ্কণ্টক হোক।

দ্রৌপদী এগিয়ে এসে প্রণাম করল বিদুরকে।

বিদুর তাকে বললেন, 'কল্যাণি দ্রৌপদী, তুমি হবে পাণ্ডুপুত্রদের আনন্দের উৎস।

বনবাসের এ দুঃখ তোমাকে বিচলিত করতে পারবে না।'

এরপর এল বিদায় লগ্ন। বিদুর আর সঞ্জয় সকলের কাছে বিদায় নিয়ে কাম্যকবন ছেড়ে আবার ফিরে চললেন হস্তিনাপুরের দিকে।

বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে প্রণাম করতে ধৃতরাষ্ট্র অশ্রু-সজল চোখে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ভাই বিদুর, আমি চরম পাপী তোমার মত শুভানুধ্যায়ীকে তাই ত্যাগ করেছিলাম।' আমাকে তুমি ক্ষমা কর।'

'আপনাকে আগেই ক্ষমা করেছি, মহারাজ,' বিদুর বললেন। আপনার আহ্বান শুনে তাই থাকতে পারিনি।'

'আমি তা জানতাম, বিদুর। আমি জানতাম তুমি আবার ছুটে না

এসে পারবে না? কিন্তু বল, কেমন আছে আমার সন্তানতুল্য পাণ্ডুপুত্ররা?'

'আপনার আশীর্বাদ তাদের সদাসঙ্গী। তারা কুশলেই রয়েছে।'

ঘরে ফিরে এলেন বিদুর। কুন্তী ছুটে এলেন তাঁর কাছে।

'বিদুর, কেমন আছে আমার যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব? কেমন দেখেছ পাঞ্চালীকে? তারা অনাহার অর্ধাহারে কি কৃশ?' কুন্তী উদ্বেগের সঙ্গে জানতে চাইলেন।

'পাণ্ডুপুত্ররা আর পাঞ্চালী ভালই আছে, দেবী কুন্তী। চিন্তা করবেন না। ঋষি ধৌম্য আর পুরোহিতেরা তাঁদের সবসময়ের সঙ্গী। সূর্যদেবের অক্ষয়থালীর প্রসাদে পাণ্ডুপুত্রদের খাদ্যাভাব নেই। তারা বনবাসেও পরম সুখী।'

কুন্তী বিলাপের সুরে বললেন, 'হায়, মহারাজ পাণ্ডুর পুত্রদের কি দুর্দৈব। কপটতার শিকার হয়ে আজ তাদের বনবাসে দিন কাটাতে হচ্ছে।'

'আক্ষেপ করবেন না, দেবী, ধর্ম যাঁদের নিত্যসঙ্গী আর বাসুদেব কৃষ্ণ পরম সহায়, তাদের কণামাত্র ক্ষতি করার কারও শক্তি নেই,' বিদুর বললেন।

'কিন্তু বিদুর, আমার মন কিছুতেই তো শান্ত হচ্ছে না। মনে হয় আমিও তাদের কাছে ছুটে যাই,' কুন্তী উত্তর দিলেন।

'তের বছর তাদের বনবাস অন্তে রাজ্যলাভ করবে পাণ্ডুপুত্ররা। কারও শক্তি নেই তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করে,' বিদুর বললেন।

ইতিমধ্যে বিদুর তার অনুচরের কাছ থেকে খবর পেলেন তিনি আবার হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করায় দুর্যোধন, শকুনি আর কর্ণের ক্রোধ বাধা মানছে না। তারা গোপনে পরামর্শ করে ঠিক করেছে পাণ্ডবদের অতর্কিতে আক্রমণ করে হত্যা করে নিষ্কণ্টক হবে। আক্রমণ করার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ, যে কোন মুহূর্তে তারা সসৈন্যে আক্রমণ করতে রওয়ানাও হবে।

বিদুর বুঝলেন এ সংবাদ কোনভাবে কুন্তীর কানে না যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে আর যেভাবে হোক পাণ্ডবদের কাছে পাঠাতে হবে। তাঁর নিজের উদ্বেগও বাঁধ মানল না। পাণ্ডবদের বনে পাঠিয়েও দুর্যোধন শান্তি পাচ্ছে না, তাই তাদের অন্যায় পথে হত্যা করতেও সে কুণ্ঠিত নয়।

এরই মধ্যে বিদুর সামান্য নিশ্চিন্তও হলেন শুধু একথা ভেবে যে পাণ্ডবেরা হীন নয়। অর্জুনের হাতে গাণ্ডীব থাকলে কারও ক্ষমতা নেই তাদের ক্ষতি করে।

হঠাৎই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। যাঁকে দীর্ঘকাল মনে মনে আহ্বান করছিলেন বিদুর তাঁরই আবির্ভাব ঘটল আকস্মিকভাবেই।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হস্তিনাপুরে উপস্থিত হলেন। বিদুরের মন আনন্দে আর ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। জটিল সমস্যা উপস্থিত হলে মহর্ষি ব্যাসই তার সমাধান করতে পারেন। বিদুর শুনতে পেলেন মহর্ষি ব্যাসের কথাতেই দুর্যোধন, কর্ণ আর দুঃশাসন কাম্যক-বনে পাণ্ডবদের আক্রমণ করা থেকে বিরত হয়েছে। এই অন্যায় পথ তাদের বাধ্য হয়েই ত্যাগ করতে হয়েছে।

আপাতত নিশ্চিত বোধ করলেও উদ্বিগ্ন হয়ে রইলেন বিদুর। তিনি ভালই জানেন দুর্যোধন সুযোগ পেলেই পাণ্ডবদের হত্যা করতে কিছু-মাত্র দ্বিধা করবে না। শুধু ব্যাসদেবের নিষেধ শুনে সে পাণ্ডবদের আক্রমণ করা থেকে বিরত হয়নি, ধৃতরাষ্ট্র বাধ্য হয়েছেন এ আক্রমণ বন্ধ করতে।

মহর্ষি ব্যাসকে প্রণাম করার উদ্দেশ্য নিয়েই বিদুর তাড়াতাড়ি রাজ-সভায় হাজির হলেন। ব্যাসদেব বিদুরকে দেখেই স্মিত হাসলেন। বিদুর তাঁর চরণে প্রণত হতেই তাকে আলিঙ্গন করলেন মহর্ষি ব্যাস।

মহর্ষি ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, 'ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে আর বিদুরকে

আমি প্রাণের চেয়েও স্নেহ করি। পাণ্ডব আর কৌরব দুপক্ষই আমার কাছে সমান। তবুও আমি আশ্চর্য হচ্ছি কপটদ্যূতে স্বীকৃতি দিয়ে কৌরবদের চরম অমঙ্গল ডেকে এনেছ তুমি। তাছাড়াও কিভাবে দুর্যোধন বনবাসী, অসহায় পাণ্ডবদের হত্যা করতে চায়? আমি এখনও বলছি যদি কুরুবংশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হও দুর্যোধনকে নিবৃত্ত কর, না হলে তোমার অশেষ দুর্গতি হবে।'

ধৃতরাষ্ট্র কাতর ভাবে বললেন, 'আমি অন্যায় করেছি প্রভু। আমি বারবার গান্ধারী, বিদুর আর ভীষ্মর অনুরোধ অগ্রাহ্য করে দ্যূত-ক্রীড়ায় সম্মতি দিয়েছি। আপনার কাছে তাই প্রার্থনা করছি আপনি দুর্যোধনকে নিবৃত্ত করার উপায় নির্দেশ করুন।'

'শোন ধৃতরাষ্ট্র, তুমি রাজা, আমি নই, তাই রাজার ভূমিকা পালন তোমাকেই করতে হবে,' মহর্ষি ব্যাস উত্তর দিলেন। 'তবু এক উপায় নির্দেশ করছি, তাই পালন করলে পাপ স্খালন হতে পারে। বনবাসী পাণ্ডবদের অবস্থা দেখে আমার মন বিচলিত। অন্যায় ভাবে তুমি তাদের রাজ্যচ্যুত করেছ এর কোন ক্ষমা নেই। শোন, পথে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে ভগবান মহর্ষি মৈত্রেয়র সঙ্গে। তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে এখানে আসবেন। তিনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাত হলে যে আদেশ করবেন বিনা প্রশ্নে সে আদেশ তোমাকে অবশ্যই পালন করতে হবে। তুমি তা না করলে নিশ্চিতই তিনি দুর্যোধনকে অভিশাপ দেবেন আর তার ফলে তোমার সমূহ বিপদ।'

ব্যাসদেব একথা বলে চলে গেলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কাতর হয়ে বিদুরের শরণাপন্ন হলেন। প্রিয় বিদুর, আমি যেন ভয়ানক অমঙ্গল দেখতে পাচ্ছি। তুমি দেখ, ভগবান মৈত্রেয় উপস্থিত হলে যেন তাঁর অভ্যর্থনায় কোন ত্রুটি না ঘটে।'

সামান্য অপেক্ষা করার ফাঁকেই উপস্থিত হলেন মহামুনি মৈত্রেয় কৌরব রাজসভায়। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে জানাতেই তিনি বিদুর ও দুর্যোধনকে নিয়ে মৈত্রেয়কে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। সকলে

প্রণাম করলেন।
'আসুন, ভগবন্! পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?'
মৈত্রেয় উত্তরে বললেন, 'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, আমি কাম্যকবন ভ্রমণ করে এসেছি। পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করাই আমার অভিপ্রেত ছিল। কপটদ্যূতে তাদের ওই দুরবস্থা আমি লক্ষ্য করে অত্যন্ত ব্যথিত। আমি বিস্মিত ভীষ্ম বা তুমি দুর্যোধনের অন্যায় আচরণ বন্ধ করতে পারনি।'
ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'বলুন ভগবন্ আমার কর্তব্য কি?'
'আমি দুর্যোধনকেই সে কথা বলছি,' মৈত্রেয় উত্তর দিলেন, 'শোন দুর্যোধন, তোমার লোভ সংবরণ কর্তব্য। অন্যায় ভাবে তুমি পাণ্ডবদের শত্রুতাচরণ করে চলেছ। পাণ্ডবরা আজ প্রচণ্ড শক্তিমান। অর্জুন ও ভীমের সমান কেউই তোমরা নও। কৃষ্ণ, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাদের সহায়। তাই পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর।'
বিদুর ভাবলেন এবার দুর্যোধনের জবাবে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হবেন ভগবান মৈত্রেয়। আর তাঁর আশঙ্কাই ঠিক হল। দুর্যোধন মৈত্রেয়র কথায় কোন জবাব না দিয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে ব্যঙ্গ হাসি হাসতে চাইল তার উরু দেখিয়ে।
রাগে জ্বলে উঠলেন এতে মৈত্রেয়। ক্রুদ্ধস্বরে তিনি বললেন, 'দুর্যোধন তুমি আমাকে তাচ্ছিল্য করতে চাইছ? আমি তাই অভিশাপ দিচ্ছি যুদ্ধে ভীম তোমার ওই উরু ভঙ্গ করবে গদার আঘাতে।'
বিদুর দুঃখিত হলেন ধৃতরাষ্ট্রের অবস্থা লক্ষ্য করে। তিনি তাঁকে মৈত্রেয়কে তুষ্ট করতে অনুরোধ করলেন।
ধৃতরাষ্ট্র কাতরভাবে তাই মৈত্রেয়কে বললেন, 'ভগবন্, এ শাপ আপনি প্রত্যাহার করুন।'
'দুর্যোধন পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করলে তবেই এ শাপ ব্যর্থ হবে, নচেৎ নয়। তোমার রাজ্যে আমি আর থাকতে চাই না।'
মৈত্রেয় সেই মুহূর্তে সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন।
বিদুর দুর্যোধনকে বললেন, 'কাজটা ভাল হল না, দুর্যোধন।'

'থামুন আপনি, তাত বিদুর। ওই বৃদ্ধের অভিশাপ ব্যর্থ কি ভাবে করতে হয় আমার এই দুটি হাত তার উত্তর দেবে। আমি দেখছি পিতা, এঁরা সকলে পাণ্ডবের চর মাত্র।'

'না, দুর্যোধন, তুমি জাননা ভীম কি ভাবে রাক্ষস কির্মীরকে বধ করেছে, সে অমিতশক্তি ধরে,' ভীতভাবে বললেন ধৃতরাষ্ট্র। 'আমি ভয় পাচ্ছি।'

হা হা করে হেসে উঠল দুর্যোধন। 'মহারাজ, আপনার মন্ত্রী বিদুর আপনার মন দুর্বল করে তুলেছে। আপনার মন্ত্রী পরিবর্তন করাই ভাল।'

বিদুর দুঃখিত হলেও কোন কথা বললেন না একমাত্র ধৃতরাষ্ট্রের কথা ভেবেই। তারপর দুঃখিত ভাবেই ফিরে এলেন নিজের আশ্রয়ে। তিনি বুঝতে পারলেন কৌরবদের ভবিষ্যতে কি ভয়ঙ্কর পরিণতির সামনে দাঁড়াতে হবে।

কুন্তী আর পরাশরী একান্তে বসেছিলেন। বিদুর ঘরে এসে বসলে কুন্তী সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'বিদুর, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার সন্তানদের অদর্শনে আমার আহারেও রুচি নেই।'

বিদুর সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বললেন, 'মায়ের দুঃখ আমি বুঝেছি, কিন্তু শুধুমাত্র চিন্তা করে এর সমাধান পাওয়া যাবে না। আপনাকে তাই ধৈর্য ধরতেই হবে। পাণ্ডবদের জন্য দুশ্চিন্তা করবেন না, তাঁরা ভালই আছে। মহর্ষি বেদব্যাস আর ভগবান মৈত্রেয় তাঁদের দেখে এসেছেন। ধর্মপরায়ণ পাণ্ডুপুত্রদের কেউ কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।

শীতের রুক্ষ, পত্রবিহীন গাছে গাছে সবুজ পাতার সমারোহ দেখা দিয়েছে। বসন্তকাল এসে গেছে। দূর থেকে ভেসে আসছে কোকিলের কুহু রব।

একাকী চিন্তান্বিত ভাবে বসেছিলেন হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী বিদুর। দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছে। পাণ্ডবদের বনবাসের দিনগুলো তবু যেন তাঁর কাছে বড় দীর্ঘায়িত বলেই মাঝে মাঝে মনে হয়: যেন কতকাল তাদের দেখা পাননি তিনি। কুন্তীর বেদনা তিনি মর্মে মর্মে আজ অনুভব করতে পারেন। কিন্তু করার কিছুই নেই শুধু অপেক্ষায় থাকা ছাড়া।

পাণ্ডবদের সমস্ত সংবাদ তিনি নিয়মিতভাবেই জানার চেষ্টা করে চলেছেন শত কাজের মাঝখানেও। তিনি খবর জেনেছেন পাণ্ডবেরা বর্তমানে বাস করে চলেছে দ্বৈতবনে। তাদের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটেছে বাসুদেব কৃষ্ণের। কৃষ্ণের সাহচর্যে আনন্দময় হয়েছে তাঁদের বনবাসের দিন। বিদুর জানেন কৃষ্ণই পারবেন তাদের দুঃখ ভুলিয়ে দিতে।

বিদুর খবর পেয়েছেন কি কারণে বাসুদেব কৃষ্ণ সেদিন দ্যূতসভায় অনুপস্থিত ছিলেন। সৌভরাজ্যের অধিপতি শাল্ব আক্রমণ করে দ্বারকা। শাল্বের সঙ্গে নিদারুণ যুদ্ধ ঘটে দ্বারকার অধিবাসীদের। কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত সৌভ নগরী ধ্বংসের পর বধ করেন শাল্বকে।

এর মধ্যে আরও সুখের ঘটনা ঘটে গেছে। হস্তিনাপুরের রাজঅন্তঃপুরে যখন অহরহ চলেছে কৌরবদের কূট মন্ত্রণা ঠিক তখনই ব্যাসদেব উপস্থিত হয়েছিলেন দ্বৈতবনে। একথা জেনে আনন্দ বাঁধ মানেনি বিদুরের। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সস্নেহ উপদেশ স্বর্গের সুধা হয়ে আসবে পাণ্ডুপুত্রদের কাছে একথা জানেন বিদুর। ব্যাসদেবের আশীর্বাদ তাদের কাছে স্বর্গীয় আশীর্বাদ। ব্যাসদেবকে স্মরণ করে

প্রণত: হলেন বিদুর।

বিদুরের মনে হল তিনি মহর্ষি ব্যাসের সন্নিধানেই যেন রয়েছেন। মনে হচ্ছে তাঁর স্নেহসিক্ত আলিঙ্গনে তাঁর মনের সমস্ত গ্লানি দূরে চলে গেছে। মহর্ষির সামনে এলেই এক অপার আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে তাঁর মন, মনে ইচ্ছে জাগে আজীবন তাঁর পদসেবা করেই কাটিয়ে দেন।

কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন, নির্মম, তাই বিদুরের কল্পনাসাগরে সাঁতার কাটাও এক সময় শেষ না হয়ে পারে না। অহরহ কূট মন্ত্রণা চলেছে রাজপুরীতে। আর এর উদ্দেশ্য একটাই—পাণ্ডবদের সর্বনাশের পথ খুঁজে বের করা। এই ইচ্ছেটা আরও প্রবল হওয়ার কারণ জানেন বিদুর। সে কারণ অন্য কিছু নয়, তৃতীয় পাণ্ডব মহাবীর অর্জুনের অস্ত্রলাভের জন্য তপস্যায় রত হওয়া।

অর্জুন ইতিমধ্যেই লাভ করেছেন দেবদুর্লভ গাণ্ডীব। এবার সে ঘোর তপস্যা করতে চলেছে দেবরাজ ইন্দ্রের।

বিদুর এও শুনেছেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ধার্মিক যুধিষ্ঠিরকে দান করেছেন প্রতিস্মৃতি বিদ্যা। যে বিদ্যার প্রভাবে দেবাদিদেব মহাদেবকেও তুষ্ট করা সম্ভব।

যুধিষ্ঠির সে বিদ্যা শিখিয়েছেন তৃতীয় পাণ্ডব পার্থকে। মহর্ষি ব্যাস ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠিরকে এই উপদেশও দিয়েছেন অর্জুন যাতে দেবরাজ ইন্দ্রকে তপস্যায় তুষ্ট করে, আর এরই পরিণতিতে সে লাভ করতে পারবে সমস্ত দিব্যাস্ত্র। এই অস্ত্র লাভ করার অর্থই হবে পাণ্ডবপক্ষের অপরাজেয়তা।

সময় নিয়তই পরিবর্তনশীল। কোথা দিয়ে এই দীর্ঘসময় কেটে গেল, যেন সমস্ত কিছুই ঘটে গেছে এই মাত্র সেদিন। পাণ্ডবদের উপর কৌরবদের কপট আচরণে পাণ্ডবরা আজ রাজ্য হারিয়ে বনবাসী। কিন্তু তারা তা চিরকাল নিশ্চয়ই থাকবে না। এ অপমান তারা কখনই পরিপাক করবে না।

বিছুরের মনে পড়ছে ভীমের ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞার কথা। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার মুহূর্তে সে শপথ নিয়েছিল গদাঘাতে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করবে, দুঃশাসনের বুক চিরে পান করবে তার উষ্ণ শোনিত। কেঁপে উঠলেন ধর্মাত্মা বিদুর। দ্রৌপদীও শপথ করেছে সে তার কেশ দুঃশাসনের শোনিত লেপন না করে বাঁধবে না। বিদুরের আরও মনে পড়ল কিছুদিন আগের ভগবান মহর্ষি মৈত্রেয়র অভিসম্পাতের কথাটাও। তিনি দুর্যোধনকে শাপ দিয়েছেন ভীম গদাঘাতে তার উরু ভঙ্গ করবে।

এর সবই ছকে ফেলা আছে। ভাগ্যই এখানে প্রবল, কারও শক্তি নেই কেউ তা নড়চড় করতে পারে।

সব কিছুর মূলে রয়েছে একজন মাত্র মানুষ। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ সকলেই তার হাতের ক্রীড়নক মাত্র। সেই লোকটি আর কেউ নয় সৌবল শকুনি। শকুনি! শকুনির কথাটা মনে হতে কেঁপে উঠলেন বিদুর।

শকুনিকে আজও রহস্যে ঘেরাই মনে না হয়ে পারে না বিদুরের। বিরাট কোন চক্রান্তই উদ্দেশ্য সৌবল শকুনির। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য এরা সকলেই চক্রান্তের অসহায় শিকার মাত্র। এদের কারো ক্ষমতা নেই শকুনির মায়াজাল ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে।

সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হল অন্যখানে। শকুনির সমস্ত কপট চালের আসল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণই কৌরবদের বিরোধী। সে যা করছে তার সবই কৌরববংশ ধ্বংশের কূট চক্রান্ত। সে তার চালের ঘুঁটি করেছে দুর্যোধনকে, তার সাহায্যে আবার পুত্রস্নেহাতুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে।

বিদুর এসে কুন্তীকে জানালেন দারুণ এক সুসংবাদ।

তিনি কুন্তীকে বললেন, 'আজ পাণ্ডবদের সমকক্ষ এই ভারতবর্ষে আর কেউই নেই। মহাবীর পার্থ আজ অসাধ্যসাধন করে দেবলোকে

ভ্রমণ করছে। আমি দেখতে পাচ্ছি ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির অচিরেই শাসন করবে এই মহান দেশ। সমস্ত অন্যায় কপটতারও শেষ হবে, আর তার দেরী নেই, কুন্তী।'

কুন্তীর দুচোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল আনন্দাশ্রু।

তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমার কথাই সত্যি হয়ে উঠুক, বিদুর। কিন্তু আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না, বিদুর। আমাকে পৌছে দাও তাদের কাছে, যাদের এই দীর্ঘকাল না দেখে আমার মায়ের হৃদয় ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।' আমি বুকে টেনে নিতে চাই, নকুল, সহদেব দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জুনকে। বলতে পার, বিদুর আর কতদিন এই অদর্শনের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে আমাকে?'

'জননীর এ কাতরতা আমি জানি, বিদুর বললেন। 'কিন্তু আপনি তো জানেন কুন্তী, যুধিষ্ঠির ধর্মপরায়ণ! তাদের বনবাসের লগ্ন শেষ হওয়ার প্রান্তে। কয়েক বছর বাদে থাকবে বাকি শুধু অজ্ঞাতবাসের এক বছর মাত্র। এই এক বছরই হবে তাই দ্যূত পণের কঠিনতম সময়। এ সময় তাদের চঞ্চলতা না জাগানোই হবে উপযুক্ত। আপনার সন্তানদের নির্বিবাদে তা পালন করতে দিন কুন্তী।' অর্জুনও প্রত্যাবর্তন করবে অল্পকালের মধ্যেই। আপনি তাই বৃথা দুশ্চিন্তা করবেন না, সমস্ত মঙ্গল মত ঘটে চলেছে।'

কুন্তীকে সান্ত্বনা জানানোর ওই অবসরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের জরুরী ডাক এসে পৌছল বিদুরের কাছে। মহারাজ তার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছেন।

মনে মনে না হেসে পারলেন না বিদুর। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর গুপ্তচরদের কাছ থেকে পাণ্ডব মহারথী পার্থর দিব্যাস্ত্র অনুসন্ধানের কাহিনী শুনে উদ্বিগ্ন সেকথাই বলবেন কোন সন্দেহ নেই বিদুরের।

বিদুর কাছে যেতেই ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'বিদুর, এক চিন্তার কারণ ঘটে গেছে। 'সঞ্জয়ের কাছে সেকথা শুনে নাও।'

ঘরে সঞ্জয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'বিদুর, মহারাজ অর্জুনের কৃতিত্বের খবর শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। তোমার কি উপদেশ মহারাজকে বলে তাঁর উদ্বেগ দূর কর।'

'মহারাজ, শুনুন,' বিদুর বললেন। 'শুধুমাত্র চিন্তায় কর্মনাশ হয়। যে অন্যায় অবিচার আজ পর্যন্ত পাণ্ডুপুত্রদের করা হয়েছে তার যথা-যোগ্য প্রতিকার করতে হলে আপনাকে কঠিন হাতে কাজ করতে হবে।'

সঞ্জয় বললেন, 'হ্যাঁ মহারাজ, বিদুরের কথা আমারও মনের কথা। কুলবধূ পাঞ্চালীকে যেদিন সভায় এনে অপমানিত, লাঞ্ছিত হতে দিয়েছেন সেদিনই কৌরবদের ভাগ্যরেখা বদলে গেছে। পাণ্ডবরা এই চরম অপমান সহসা বিস্মৃত হবে না। অর্জুন আজ দেবতাদের প্রিয়পাত্র! তাঁরা তাঁকে দর্শনদানে সৌভাগ্যবান করেছেন। একাজ আর কারও পক্ষে এই মর্তধামে সম্ভব হয়নি।'

ধৃতরাষ্ট্র দুহাত মাথায় রেখে হতাশায় বলে উঠলেন, 'দ্রৌপদীকে দুষ্টেরা সভায় আনাতে এই অনর্থক শত্রুতার জন্ম হয়, সঞ্জয়। আমি আশ্চর্য না হয়ে পারি না এই দুরাচার দুর্যোধন, দুঃশাসনেরা কেমন করে আজও জীবিত রয়েছে। শকুনি আর কর্ণ তাদের মহা ক্ষতি করে চলেছে। আমি ভবিষ্যতকে দেখতে পাচ্ছি, অর্জুনের দিব্য অস্ত্রের সামনে কৌরবেরা ধ্বংস হতে চলেছে। হায়, আমার চেয়ে দুর্ভাগা বোধ হয় জগতে আর কেউ নেই। বাসুদেবকৃষ্ণ যাদের সখা কে তাদের গতিরোধ করবে? আমি শান্তনা পাচ্ছি না, বিদুর, সঞ্জয়।'

সঞ্জয় উত্তরে বললেন, 'মহারাজ, আজ আপনি কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন, কিন্তু যেদিন মূক ও বধির হয়ে ছিলেন। দুর্যোধনের কদর্য ব্যবহারে আপনার হাত উত্তোলন করেননি সেদিন। আপনি সঠিক অনুধাবন করেছেন, স্বয়ং মধুসূদন যাঁদের সহায় ও সখা, দ্রুপদরাজ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আত্মীয়, অলখ্যে রাজন্যবর্গ অধীন কেউ তাঁদের সামনে টিঁকতে পারবে না। অমিত শক্তিধর গদাধর ভীম আর গাণ্ডীব ও পাশুপত অস্ত্রধারী অর্জুন অপরাজেয়। হ্যাঁ, মহারাজ কৌরবদের পরিণতি ভেবে আমি চিন্তিত হচ্ছি।'

অশান্ত ধৃতরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে রাজঅন্তঃপুরে চলে গেলেন। বিদুর আর সঞ্জয়ও ফিরে চললেন নিজেদের আশ্রয়ে।

গঙ্গাপুত্র ভীষ্মকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন বিদুর। ভীষ্ম হঠাৎ তাঁর আলয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। একটু আশ্চর্যও হলেন বিদুর। নিশ্চয় এভাবে তাঁর কাছে আসার কোন নিগূঢ় কারণ আছে।

'একি তাত ভীষ্ম, আপনি এ সময়?' বিদুর প্রণাম করে বললেন।

'মন ভাল লাগছিল না, বিদুর,' বললেন ভীষ্ম। 'তাই তোমার কাছে চলে এলাম।'

'আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি এতে। বলুন তাত, কি কারণে আপনার মন এমন অশান্ত?'

'আমি শুধু এই কয়েক বছরের ইতিহাস রোমন্থন করে চলেছিলাম, বিদুর। আমার কেবলই মনে হচ্ছে এবার বিদায় নেওয়ার ক্ষণ বুঝি এসে গেল,' আনমনে বললেন ভীষ্ম।

'এ আপনি কি বলছেন, তাত? আপনার কাজ তো শেষ হয়নি এখনও', বিদুর বলে উঠলেন।

'কাজ? কাজের কথা বলছ? ভ্রাতৃঘাতী যে মহাযুদ্ধ ঘটতে চলেছে তাতে অংশ নেওয়া সেই কাজ?' ভীষ্ম বললেন।

মাথা নিচু করে রইলেন বিদুর, কোন উত্তর দিলেন না।

'আমার মনে হয় তুমি ভাবো, বিদুর আমি মাঝে মাঝে ক্লীবের মত আচরণ করি কেন, তাই নয়?'

'আমাকে ভুল বুঝবেন না, তাত—?'

'না, ভুল বুঝিনি, তবে—। না থাক এখনও সে কথা বলার সময় আসেনি। যদি কখনও ভবিষ্যতে অবকাশ মেলে তবেই তা প্রকাশ করব।'

'আমি পাণ্ডবদের যে সংবাদ পেয়েছি তাতে জানি তারা ভাল আছে, তাত,' বিদুর বললেন।

হাসলেন ভীষ্ম। 'তুমি ঠিকই ধরেছ পাণ্ডবদের অদর্শন আমাকে বড় ব্যাকুল করে তুলতে চায়, বিদুর। আমি জানি তুমি তাদের খবর রাখ।'

'ধর্ম যাদের প্রতি পদে পথ দেখাতে চান তাদের ক্ষতি করে সাধ্য কার?'

'তোমার কথাই সঠিক, বিদুর। তবু আমি ভীত হচ্ছি বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবেরা তাদের হারানো রাজ্য কি ফিরে পাবে?'

'তার অর্থ, তাত?' বিদুর তীক্ষ্ণস্বরে বললেন।

'সবই ভবিষ্যতের গর্ভে, এর বেশি আর কিছুই এই মুহূর্তে বলতে চাই না,' ভীষ্ম বলে ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

বিদুর চিন্তিত ভঙ্গীতে বসে রইলেন। তার মনের আশঙ্কা তাত ভীষ্মের চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক হয়ে মিলে গেছে। কূটচক্রী শকুনি কি এই পরামর্শই তাহলে দেবে দুর্যোধনকে?

কুন্তী এলেন সেই মুহূর্তে বিদুরের কাছে।

'তাত ভীষ্মের সঙ্গে তোমার কথাবার্তা সবই আমি শুনেছি, বিদুর,' কুন্তী বললেন। 'অর্জুন, কবে ফিরে আসবে তার প্রার্থিত দিব্যাস্ত্র নিয়ে, জান বিদুর?'

'চিন্তিত হবেন না আপনি। যুধিষ্ঠিরও একটু চিন্তিত অর্জুনের দীর্ঘকালের অনুপস্থিতিতে। এটুকু আপনাদের তো সহ্য করতেই হবে। অর্জুনই হবে পাণ্ডবদের প্রধান সহায়, তার প্রাপ্ত দিব্য অস্ত্রই পাণ্ডবদের জয়ে হবে মুখ্য হাতিয়ার। দেবতাদের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়ে চলেছে আজ পাণ্ডবদের উপর সর্বক্ষণ। আমি সংবাদ পেয়েছি মহর্ষি লোমশ স্বর্গলোক ভ্রমণ করে অর্জুনের কুশলবার্তা তাদের জানিয়েছেন।'

'আর কি জানতে পারলে, বিদুর সমস্ত খুলে বল,' কুন্তী আকুলস্বরে বললেন।

'হ্যাঁ, আরও সুসংবাদ আছে, আজই জানতে পেরেছি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ও দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হয়েছিলেন পাণ্ডবদের কুটীরে।

তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যতের কর্তব্যের কথাও বলেছেন। দেবর্ষি নারদ আর মহর্ষি ব্যাস অর্জুনের অদর্শনের দুঃখ ভুলে যাওয়ার জন্য পাণ্ডু-পুত্রদের তীর্থদর্শন করার উপদেশ দান করেছেন। স্বয়ং লোমশ ঋষি হবেন তাদের রক্ষক আর পথপ্রদর্শক। এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর কি বা হতে পারে?

'কোন কোন তীর্থে এরা যাবে, বিদুর? আমি কি তাদের সঙ্গী হতে পারিনা?' কুন্তী বললেন।

'সে সময় এখনও আসেনি, ঠিক সময়ে আপনারও তীর্থভ্রমণ নিশ্চয় হবে। পাণ্ডবেরা নিশ্চয় যাবে পুষ্কর, প্রভাস, কণ্বাশ্রম, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, শাকম্ভরী, মণিনাগ, গয়াতীর্থ, করতোয়া, গোদাবরী, নর্মদা, যমুনা এমন সমস্ত তীর্থেই। এই তীর্থভ্রমণের পুণ্যফলে পাণ্ডবেরা অসম সাহসী আর বিক্রমশালী হয়ে উঠবে কুন্তী।'

'কোনভাবে কি আমার সন্তানদের দেখা সম্ভব নয়, বিদুর?' কুন্তীর চোখে জল ভরে এল কথা বলার সময়।

বিদুর স্নেহভরা গলায় উত্তর দিলেন, 'এই মুহূর্তে তাদের মনকে উতলা না করাই উচিত। তাছাড়া পাণ্ডবদের বনবাসের দিনও শেষ হয়ে আসছে, তাদের পক্ষে তাদের অবস্থানের কথা কাউকে না জানানোই ভাল। আর কিছুকাল মাত্র তারপর আপনার সমস্ত দুশ্চিন্তার নিশ্চয়ই অবসান হবে।'

অর্জুনের সঙ্গে আবার মিলন ঘটে গেছে পাণ্ডুপুত্র আর দ্রুপদ কন্যা পাঞ্চালীর। বিদুর আজ যে রকম সুখী বলে নিজেকে ভাবতে পারছেন এমন আর কোনদিন পারেন নি। তিনি জেনেছেন অভাবনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেছে ভীম তীর্থভ্রমণের সময়। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং তাদের সাক্ষাৎ দান করে ধন্য করেছেন। তারা দর্শন করে ধন্য হয়েছে বিষ্ণুবাহন গরুড়কেও। গন্ধমাদন পর্বতেই ঘটেছে অর্জুনের সঙ্গে তাদের মিলন। অর্জুন তার অস্ত্রপ্রাপ্তির সমস্ত কাহিনী শুনিয়েছে পাণ্ডবদের সকলকে। ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ ঘটেছে কুবেরের

অনুচরদেরও আর স্বয়ং কুবের ভীমকে অভয় দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছেন সদুপদেশ। এর আগে ভীম বধ করেছে জটাসুরকে, সাক্ষাৎ পেয়েছে সে স্বয়ং হনুমানের। হনুমান তাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন কুবেরের পথ সরোবরের পথ। এক সময় এর আগে দ্রৌপদীর সামনে পড়েছিল কণক-কমল তারই অন্বেষণে গিয়েছিল ভীম। পাঞ্চালীর জন্য তুলে এনেছিল ভীম সেই স্বর্ণপদ্ম।

আরও কাহিনী শুনেছেন পাণ্ডবদের সম্বন্ধে বিদুর। সে কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর তেমন ধার্মিক শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের স্থির প্রজ্ঞার উদাহরণ। শাপগ্রস্ত অজগররূপী নাহুষের কাছ থেকে ভীমকে তিনিই উদ্ধার করেন।

পাণ্ডবদের কথা ভেবে চলার অবসরে বাস্তবকে ভুলতে পারে না বিদুর। হস্তিনাপুরের রাজপুরীর বিষাক্ত আবহাওয়ার পরশ তাঁকেও ছুঁয়ে না গিয়ে পারে না।

বিদুর যেদিন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের এক বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করলেন। রাজসভায় হাজির হয়েছিলেন সেদিন এক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ এর আগে ভ্রমণ করার ফাঁকে পাণ্ডবদের বনবাসের দুঃখ প্রত্যক্ষ করে এসেছিলেন। তিনি সেটাই জানিয়ে ছিলেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে।

বিদুর আশ্চর্য হয়ে দেখলেন সেদিন ধৃতরাষ্ট্র দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁর সন্তানতুল্য পাণ্ডবদের বনবাসের কষ্টের কথায় বিলাপ করছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন বলে উঠেছিলেন, 'হায় পাণ্ডবরা আজ বনবাসে কি কি ক্লেশই না সহ্য করে চলেছে। কুলবধূ দ্রৌপদী আজ নাথবতী হয়েও অসুখী। হায়, সত্যিই কৌরবেরা আজ পরম পাপে নিমগ্ন। ...এর সব কিছুই সেই কপট পাশা খেলার পরিণতি।...দুর্যোধন, শকুনি আর দুঃশাসন মহাপাপী। তারা ঘোর অমঙ্গল আজ ডেকে এনেছে হস্তিনাপুরে।...তারা রোপন করেছে অশুভ এক বিষবৃক্ষ... কৌরবরা যে অন্যায় করেছে তার চরম পরিণতির মুখোমুখি তাদের হতে হবে...মহাবীর অর্জুনের অস্ত্রে ধ্বংস হবে কুরুকুল এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি—!

দুঃখ বোধ করছিলেন হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের করুণ বিলাপ শুনে। বিদুর বুঝেছিলেন এ বিলাপ বেরিয়ে এসেছে ধৃতরাষ্ট্রের অবচেতন মন থেকে। তাঁর বিশ্বাস থেকে। এতে তাই মিশে ছিল সত্যিকারের ভয়।

আরও অবাক হওয়ার ছিল বিদুরের। ধৃতরাষ্ট্র যে সত্যিই ভীত তার প্রমাণ পেতে দেরী হয়নি বিদুরের। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর মনের কথা স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন পুত্র দুর্যোধন ও কর্ণকে।

বিদুর অবাক হয়েছিলেন এটা দেখেই যে দুর্যোধনও কিছুটা ভীত আর চিন্তিত ধৃতরাষ্ট্রের কথায়। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন আর কর্ণকে গোপনে একান্তে যে কথা শুনিয়েছেন বিদুর তা জানতে পেরেছেন তারই অন্তঃপুরবাসী এক বিশ্বস্ত অনুচরের মাধ্যমে।

কর্ণ আর শকুনি এরপর যথারীতি আশ্বস্ত করতে চেয়েছে ভীত দুর্যোধনকে। তারা তাকে বুঝিয়েছে দুর্যোধন এখন রাজরাজ্যেশ্বর, পাণ্ডবেরা সেখানে বনবাসী, ভিক্ষুকমাত্র। তাদের কাছ থেকে ভয়ের কোন কারণই থাকা উচিত নয়। শত্রুর দুঃখ দেখে উৎফুল্ল হওয়াই শ্রেয়। একথা ভাবিয়ে তুলছে বিদুরকে। কর্ণ আর শকুনি। হস্তিনাপুরের দুই ভবিষ্যত মহা শত্রু। বিদুর শুধু ভাবছেন শকুনি যেভাবে ঈর্ষা-পরায়ণ দুর্যোধনের মন আবার পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলে চলেছে তাতে হয়তো অল্পদিনের মধ্যেই নতুন কোন শত্রু তার সৃষ্টি হবে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু কোন পথে ঘটবে সেই আক্রমণ?

বিদুর তার বিশ্বস্ত অনুচরকে বিশেষ নির্দেশ দিলেন ওদের মতলব জানার জন্য।

বিদুর শেষ অবধি কৌরবদের বাসনার কথা অচিরেই জানতে পারলেন। সত্যিই দুর্যোধনের মতলব বিচিত্র। কর্ণ তাকে আশ্বস্ত করেছে এই বলে যে এই মুহূর্তে পাণ্ডবেরা বনবাসে যে দ্বৈতবনে রয়েছে তার কাছাকাছি তারা মৃগয়ার ছলে উপস্থিত হবে।

বিদুর বুঝতে পারলেন পাণ্ডবদের দুরবস্থা দেখে আত্মপ্রসাদ লাভ দুর্যোধনের উদ্দেশ্য। এ এক কদর্য মানসিকতা ছাড়া কিছু নয় বুঝলেন তিনি। পাণ্ডুপুত্রদের বনবাসে পাঠিয়েও কৌরবরা সুখী নয়, তাদের চরম অবমাননাই ওদের কাম্য।

কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের এ কাজে ভূমিকা কি? বিদুর আশা করলেন দৃতরাষ্ট্র একাজে মত দেবেন না। বিদুরের আশঙ্কা তাই অন্য জায়গায়। তিনি বুঝতে পারছেন ধৃতরাষ্ট্রকে নিশ্চয় ভুল বোঝানো হবে কৌরবেরা আসলে রওয়ানা হবে ঘোষযাত্রায়। শকুনি ইতি-মধ্যেই সেই পরামর্শ দিয়েছেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে একথা জানাতে আভীর পল্লীর গোধন সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন।

বিদুরের আশঙ্কিত ঘটনাই শেষ পর্যন্ত ঘটে গেল। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ঘোষযাত্রার উদ্দেশ্যে দ্বৈতবনে যাত্রার কথা প্রস্তাব করায় ধৃতরাষ্ট্র তাতে ঘোরতর আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন, বনবাসী পাণ্ডবদের কাছাকাছি যাওয়া তাঁর অভিপ্রেত নয়। কোনভাবে তাদের বিরক্তি উৎপাদনের ফলাফল ভয়ঙ্কর হতে পারে।

বিদুর জানেন ধৃতরাষ্ট্রের আসল ভয় অর্জুনকে। অর্জুন আজ দিব্য অস্ত্রের অধিকারী। তার তেজ সহ্য করা কৌরবদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু শেষ অবধি দুর্বল, পুত্রস্নেহাতুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের প্রতিটি কূটকৌশলে যেভাবে পরাস্ত হয়ে থাকেন এবারেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটল না। এই ভয়ই পাচ্ছিলেন বিদুর। ধৃতরাষ্ট্র কর্ণ আর শকুনির আবেদনে সাড়া দিয়ে আপাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৌরবদের দ্বৈতবনে ঘোষযাত্রায় অনুমতি দিলেন। তারাও সপরিবারে, সসৈন্যে যাত্রা করতে দেরী করল না।

বিদুর দেখতে পাচ্ছিলেন যেন আগামীকালকেই। এই মৃগয়ার ছলে কৌরবদের দ্বৈতবনের কাছাকাছি যাওয়ার ফল কি হতে পারে সেটাই তিনি ভেবে চলেছেন। আজ পাণ্ডবেরা কোন ভাবেই দুর্বল নয়, আজ বনবাসী হলেও তারা প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী। দেবতাদের

আশীর্বাদধন্য অর্জুন আজ অপরাজেয়। তাদের সঙ্গে সংঘর্ষের একটাই পরিণতি হতে পারে কৌরবদের—নিশ্চিত ধ্বংস। দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণের ক্ষমতা নেই গাণ্ডীব আর পাশুপতঅস্ত্রের অধিকারী অর্জুনের সম্মুখীন হয়।

মূর্খ দুর্যোধন। সে আজ শকুনি আর কর্ণের স্তাবকতায় নিজেকে অজেয় বলে মনে করতে চাইছে।

বিদুর জানেন এর পরিণতিতে দুর্যোধন চরম বিপদের মুখোমুখি হতে চলেছে।

কুন্তীর ব্যাকুলতা দেখে বিদুর বললেন, 'আপনার মনোবেদনা আমি বুঝতে পারছি, তবে চিন্তিত হবেন না। পাণ্ডবদের কেশাগ্র আর কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। দেবতাদের আশীর্বাদে তারা সত্যি আজ অপরাজেয়। ক্ষুদ্র কৌরবদের সাধ্য নেই তাদের সামনে দাঁড়াবে। অর্জুন আজ সমস্ত দিব্য অস্ত্র লাভ করেছে, দেবতারাও তার কাছে পরাজিত না হয়ে পারবেন না। এত অত্যাচার আর অধার্মিক আচরণেও ধর্মের পথ ত্যাগ করে নি ধর্মাত্মা মহান যুধিষ্ঠির। তারা বনবাসেও ক্লিষ্ট হয়নি। অজ্ঞাতবাস শেষ হলে নিজেদের রাজ্য অধিকার করবেই পাণ্ডবেরা।'

কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে রাজসভায় গেলেন বিদুর আর সেখানে শুনতে পেলেন আশ্চর্য এক সংবাদ। হা-হুতাশ করে চলেছিলেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র।

দ্বৈতবনের কাছে ঘটে গেছে বিচিত্র সেই ঘটনা। কৌরব সেনা দ্বৈতবনে প্রবেশ করতে গিয়ে গন্ধর্বদের কাছে বাধা পায়। এতে ক্ষিপ্ত দুর্যোধন কর্ণের সঙ্গে তাদের আক্রমণ করে। গন্ধর্বদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে কর্ণ শেষ পর্যন্ত পালাতে বাধ্য হয়। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের

প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরেই পালিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত মহাবীর কর্ণ।

দুর্যোধন প্রচণ্ড যুদ্ধ করে ব্যর্থ। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের হাতে অসংখ্য কৌরব সৈন্য নিহত। শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছে তা সত্যিই অবিশ্বাস্য সন্দেহ ছিল না। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন সপরিবারে দুর্যোধনকে বন্দী করে নিয়ে যান। দুর্যোধনের কয়েকজন অমাত্য উপায় না দেখে দ্বৈতবনে পাণ্ডবদের শরণাগত হয়ে তাদের প্রাণরক্ষার জন্য কাতর আবেদন জানাতে থাকে।

ধার্মিক শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির কৌরবপক্ষের সেই কাতর আবেদনে চুপ করে থাকতে না পেরে ভীম অর্জুনকে অনুরোধ জানান গন্ধর্বদের হাত থেকে দুর্যোধন আর অন্য কৌরবদের উদ্ধার করতে।

ভীম অবশ্য দুর্যোধনের ওই দুরবস্থা দেখে খুশি কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধ রক্ষা না করে সে পারেনি। ভীম আর অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ হয় গন্ধর্বদের সঙ্গে।

বিদুর চমৎকৃত হয়ে সমস্ত ঘটনার কথা শুনলেন। শুনলেন শেষ পর্যন্ত অর্জুনের মিত্র চিত্রসেন গন্ধর্ব কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন অর্জুনের সামনে। যুদ্ধও তখন শেষ হয়।

অর্জুনের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত চিত্রসেন মুক্তি দেন দুর্যোধন আর বন্দী সমস্ত কৌরবদের। দুর্যোধন লাঞ্ছিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে হস্তিনাপুরের দিকে রওয়ানা হয়।

দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করতেই হাসি ফুটে উঠল বিদুরের মুখে। যে চরম অবমাননার শিকার হতে হয়েছে দুর্যোধনকে তাতে তার জ্ঞান ফেরাই উচিত, কিন্তু বিদুর জানেন তা মোটে হওয়ার নয়। হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করার পরমুহূর্তে তার স্বরূপ ফিরে পেতে দেরি হবে না বিশেষতঃ কর্ণ আর শকুনির মত কূটবুদ্ধি দান করার মত মানুষ যেখানে আছে।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সত্যি এবার চিন্তিত। গন্ধর্বদের হাতে দুর্যোধনের পরাজয় তার মনের ভীতি হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে সন্দেহ ছিল না। গন্ধর্বরা যেখানে একান্ত অবহেলায় কৌরবদের যুদ্ধে পরাজিত করেছে, মহাবীর কর্ণকে পালাতে হয়েছে আর দুর্যোধন হয়েছে সপরিবারে বন্দী সেখানে পাণ্ডবদের হাতে তাদের অবস্থা কি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কৌরবদের যারা অবলীলাক্রমে পরাস্ত করে তাঁরাই আবার বনবাসী পাণ্ডবদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তার ব্যাকুলতা প্রকাশ করছিলেন মহামন্ত্রী বিদুরের কাছে।

'বিদুর, আমার অন্তরাত্মা আজ কেঁপে উঠছে,' ধৃতরাষ্ট্র বলে উঠলেন। 'আমি বারবার আপত্তি করেছিলাম ঘোষযাত্রায়। আমি জানি শকুনি আর কর্ণ যত অনিষ্টের মূল। তাদের প্ররোচনাই দুর্যোধনকে নিয়ে চলেছে চরম সর্বনাশের দিকে। মৃত্যুর মুখ থেকে আজ ফিরে এসেছে কৌরবেরা আর তাও যুধিষ্ঠিরের দয়া আর ভীমার্জুনের বীরত্বে। আমি আজ তাই ভীত, বিদুর। ভবিষ্যৎকে আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। দুর্যোধনের পক্ষে এ ভবিষ্যৎ হয়ে উঠবে পরম গ্লানিময়। আমি দেখছি, বিদুর, হস্তিনাপুরের রাজলক্ষ্মী কৌরবদের ত্যাগ করতে চলেছেন। ধিক দুর্যোধনকে, ধিক অহঙ্কারী কর্ণকে—গন্ধর্ব যুদ্ধে তারা পরাস্ত। পাণ্ডবদের দয়া ভিক্ষা করে তাদের আজ জীবিত থাকতে হল। তাই আমার আর জীবনে কোন স্পৃহা নেই, বিদুর।'

বিদুর ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'ভাগ্য মানুষ পরিবর্তন করতে পারে না, মহারাজ ভাগ্যরেখা অপরিবর্তনীয়। পাণ্ডবদের শত্রুতাই কৌরব-দের ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। এখনও সময় আছে, পাণ্ডবদের কাছে টেনে নিন। মহারাজ, ভুলে যাবেন না, পৃথিবীতে যুধিষ্ঠিরের চেয়ে ধর্মপরায়ণ আর কেউ নেই। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আপনি বহুবার পেয়েও সতর্ক হননি। আনন্দ ও সুখের কথা আপনি দুর্যোধন, কর্ণ আর শকুনির দুষ্টচক্রের প্রমাণ পেয়েছেন।

আপনি হস্তিনাপুরের মহারাজা, তাই তাদের রক্ষা করাও আপনার মহান কর্তব্য। পাণ্ডব কৌরব যুদ্ধ সংঘটিত হলে এ পৃথিবী ধ্বংস হবে। তাই আপনি যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এখনও উভয় পক্ষের মঙ্গল হতে পারে।

'তোমার উপদেশ বিরক্তিকর হলেও যুক্তিপূর্ণ, বিদুর,' ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন। 'তুমি যদিও পাণ্ডুপুত্রদের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তবুও স্বীকার করি তোমার বক্তব্য সঠিক।'

নিজের বাড়ি ফিরে এলেও ভাবনা শেষ হলনা বিদুরের। তিনি বুঝলেন কৌরবদের নিজেদের পথ আর চিন্তাধারা থেকে সরিয়ে আনার ক্ষমতা বোধ হয় কারোই আর নেই। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রকৃতই অসহায়। তাঁর পক্ষে দুর্যোধনের মতের বিরুদ্ধে যাওয়া অসম্ভব। দুর্যোধন তাঁর আত্মজ তাই তার শত অন্যায়কে শেষ পর্যন্ত না মেনে পারেন না ধৃতরাষ্ট্র।

তাহলে এসবের পরিণতি কি? কোথায় চলেছে হস্তিনাপুরের রাজনীতি?

বিদুর অচিরেই আর এক সংবাদ পেলেন তাঁর বিশ্বস্ত একজন অনুচরের কাছ থেকে। যুবরাজ দুর্যোধন নিজের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে আত্মহনন করতে ইচ্ছুক। যে পাণ্ডবদের সে নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত করে বনে পর্যন্ত পাঠিয়েছে তাদের সাহায্যে তাকে গন্ধর্বদের হাত থেকে জীবনরক্ষা করে হস্তিনাপুরে ফিরে আসতে হয়েছে। এ লজ্জা রাখার জায়গা তার আর নেই। এ লজ্জার চেয়ে মৃত্যুই তার কাছে বরণীয় এমন কথাই বলেছে দুর্যোধন। দুর্যোধন নগরে প্রত্যাবর্তন না করে দুঃশাসনকে রাজ্যে অভিসিক্ত করতে চেয়েছে।

মনে মনে হাসলেন বিদুর। হায় অহঙ্কারী দুর্যোধন তুমি নিরপরাধ পাণ্ডুপুত্রদের প্রতি চরমতম অন্যায় করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করনি। কুলবধূ পাঞ্চালীর বস্ত্রহরণ করার আদেশ দিয়ে কৌরব কুললক্ষ্মীর অমর্যাদা করেও শান্ত হওনি, কূট পাশা খেলার মধ্য দিয়ে পাণ্ডবদের

তের বছরের বনবাসে পাঠিয়েছ। অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস সেই পাণ্ডবদের হাতে তোমার জীবন রক্ষা পেয়েছে। আত্মহত্যা করলেও কুরুবংশের অপমানিত আত্মার শান্তি হবে না।

বিদুর এও শুনেছেন কর্ণ আর বাকি স্তাবকদের সান্ত্বনাতে দুর্যোধন আত্মবিসর্জনে বিরত হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

বিদুর জানতেন এই রকমই কিছু ঘটবে। কর্ণ আর শকুনি দুর্যোধনের সর্বনাশের পথপ্রদর্শক। তাদের কুপরামর্শই একদিন দুর্যোধনকে সম্পূর্ণ ভাবে শেষ করবে। পাণ্ডবদের হাতেই ঘটবে তার পরাজয় আর মৃত্যু। ইতিহাসের গতি কেউ রোধ করতে পারবে না। আত্ম-হত্যা করে পালাতে পারবে না দুর্যোধন।

কুন্তী একসময় বিদুরকে প্রশ্ন করলেন, 'বিদুর, যা বলছ এর সবই কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, সপরিবারেই বন্দী হয়েছিল দুর্যোধন গন্ধর্ব চিত্রসেনের হাতে। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের জন্যই তাদের মুক্ত করে অর্জুন ও ভীম।

'এও কি কোন ভবিতব্যের ছায়া বিদুর?'

'ভাগ্যই পথরেখা তৈরী করে, দেবী কুন্তী। না হলে কৌরব সেনা যুধিষ্ঠিরের শরণাগত হবে কেন?'

'হ্যাঁ, যুধিষ্ঠির ধর্মজ্ঞ,' কুন্তী উত্তর দিলেন,' তবে বাস্তববুদ্ধি কম—।'

হাসলেন বিদুর। ঘরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছিল, তারই ছায়া কাঁপছিল ঘরের দেয়ালে। বিদুর সেদিকে তাকিয়ে আনমনে বললেন, 'এই নৃত্যশীল ছায়ার মত আমরা সবাই। আমাদের চালনা করে চলেছেন বিধাতাপুরুষ তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে। কেউই আমরা তাই স্থির থাকতে পারি না। মহান যুধিষ্ঠির ধর্মপরায়ণ হবেন এও পূর্ব নির্ধারিত, দেবী। শরণাগতকে ফিরিয়ে দেওয়া তাই যে অধার্মিক আচরণ হত, আর শরণাগত চরম শত্রু হলেও।'

'বুঝেছি, বিদুর। তুমিও ধর্মজ্ঞ আমি তা জানি আর এও জানি যুধিষ্ঠিরই তোমার সবচেয়ে প্রিয়,' হেসে ফেললেন কুন্তী।

বিদুর বিশেষ কোন কারণে উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতে শুরু করলেন। তাঁর উদ্বেগের কারণ অন্য কিছু নয় কর্ণের দিগ্বিজয় যাত্রা আর নানা রাজ্য জয় করে ফিরে আসা। দুর্যোধন স্বভাবতই এই সংবাদে আন্তরিক খুশি সন্দেহ ছিলনা। পাণ্ডবদের সমকক্ষ হতে গেলে এটাই একমাত্র পথ জানতেন বিদুর। বিদুরের কানে আরও এক সংবাদ পৌছল। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের মতই রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে চায়। সে যে যুধিষ্ঠিরের চেয়ে কম নয়, সেটা জানানোই দুর্যোধনের ইচ্ছা।

কিন্তু কৌরব পুরোহিত তাকে জানালেন যুধিষ্ঠির জীবিত থাকতে আর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকলে দুর্যোধনের পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞ করা সম্ভব নয়, তবে সে ইচ্ছা হলে বৈষ্ণব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পারে।

বিদুর এটা ভালই জানতেন দুর্যোধন তাই করবে।

হস্তিনাপুরে যেন এবার উৎসবের আনন্দ দেখা দিল। যজ্ঞের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বিদেশে সকলের কাছে পাঠানো হল আমন্ত্রণ।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও উল্লসিত বৈষ্ণব যজ্ঞ হবে জেনে।

তিনি একসময় বিদুরকে একান্তে বললেন, 'বিদুর, দুর্যোধন বৈষ্ণব যজ্ঞ করতে চলেছে। আমার একান্ত অভিলাষ পাণ্ডুপুত্রদের এই যজ্ঞ দেখার জন্য নিমন্ত্রণ করা। তুমিই একাজের যোগ্য, বিদুর। তুমি সেই ব্যবস্থা কর।'

বিদুর একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'মহারাজ পাণ্ডবেরা তের বছর বনবাস স্বীকার করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা বনবাস ছেড়ে কোন নগরে আমন্ত্রিত হলেও সেখানে যাবে না। তাই এ নিমন্ত্রণের প্রয়োজন নেই।'

'তা হতে পারে না, বিদুর। পাণ্ডুপুত্রদেরও এ বংশের উৎসবে সমান অধিকার। তুমি নিজে না যাও কোন দূত পাঠাও আমন্ত্রণ

জানাতে।'

বিদুরের কোন পথ রইল না। বাধ্য হয়েই তিনি হস্তিনাপুরের এক দূতকে পাঠালেন দ্বৈতবনে দুর্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞে পাণ্ডবদের যোগ-দানের জন্য মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আমন্ত্রণ জানিয়ে।

উত্তর আসতে দেরী হলনা। যুধিষ্ঠির জানিয়েছে তাঁদের পক্ষে ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস আর অজ্ঞাতবাসের শপথ ভঙ্গ করে আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব নয়। ভীম উত্তরে দূতকে বলেছে যুদ্ধক্ষেত্রেই পাণ্ডবদের দেখা পাবে দুর্যোধন।

এরপর যথাযথ আড়ম্বরের সঙ্গেই যজ্ঞ সম্পন্ন করল দুর্যোধন। অসংখ্য রাজা, ব্রাহ্মণ আর সাধারণ মানুষ তাতে যোগদানও করল।

যজ্ঞ শেষ হওয়ার পর এমন কিছু ঘটল যাতে চিন্তিত না হয়ে পারলেন না বিদুর। কর্ণ যজ্ঞশেষে প্রতিজ্ঞা করল সে অর্জুনকে বধ না করে জলগ্রহণ করবে না।

বিদুরের মনে আশঙ্কা জেগে উঠল সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে। বিদুর এটুকু ভালই জানেন অর্জুন অপরাজেয়। সে দৈব অস্ত্রে বলীয়ান। কারও শক্তি নেই তাকে যুদ্ধে হারাতে পারে।

তবু বিদুর জানেন কর্ণও মহাবীর। তার চেয়েও বড় বিষয় কর্ণ এক দুর্ভেদ্য কবচ কুণ্ডলের অধিকারী। এই কবচ কুণ্ডল তাকে অজেয় করতে সক্ষম সন্দেহ নেই। বিদুর কর্ণের ওই শপথের কথা পাণ্ডবদের তাড়াতাড়ি জানিয়ে তাদের সতর্ক থাকার জন্য রাতের অন্ধকারে একজন দূতকে গোপনে দ্বৈতবনে পাঠিয়ে দিতে দেরী করলেন না।

কর্ণের অর্জুন বধের প্রতিজ্ঞার কথা হস্তিনাপুরে কারও অজানা ছিল না। দুর্যোধন যেন এই শপথের কথায় অর্জুনের মৃত্যুর আর দেরী নেই ভেবে উৎফুল্ল।

বিদুর নিজের ঘরে ঢুকে কুন্তীকে কান্নারত দেখে একটু বিস্মিত না হয়ে পারলেন না।

'কিছু ঘটেছে, দেবী কুন্তী?' বিদুর জানতে চাইলেন। 'গরীব এই

দেবরের বাড়িতে আপনার যত্নের কোন ত্রুটি ঘটেছে ?'
অশ্রুভেজা মুখ তুলে তাকালেন কুন্তী।
'দেবর বিদুর, তুমি আর আঘাত দিও না,' কুন্তী বললেন। 'তোমার এ গৃহ আমার নিজের গৃহের চেয়েও আনন্দের। আমি অর্জুনের কথা ভেবে—।'
'বুঝেছি,' বিদুর সামনে বসে বললেন। 'দুর্যোধনের প্রিয় তোষা-মোদকারী অঙ্গরাজ কর্ণ শপথ করেছে সে অর্জুনকে বধ করবে এই জন্যই আপনি কাতর হয়ে পড়েছেন দেবী কুন্তী ?'
'হ্যাঁ, বিদুর। আমার মন নিদারুণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে।'
বিদুর জানালার বাইরে দৃষ্টি মেলে ধরে বললেন 'চিন্তিত হওয়া হয়তো স্বাভাবিক, দেবী। তবে অর্জুন অর্জুনই। সে মহাবীর, দিব্যাস্ত্রে অধিকারী, তাকে তাই জয় করে এ শক্তি কর্ণ কেন কারোই নেই।'
কুন্তী কিছু বলতে গিয়েও যেন পারলেন না। বিদুর একটু আশ্চর্য হয়েও কিছু বলতে চাইলেন না। কুন্তী যেন শুধু অর্জুনেব জন্যই চিন্তিত নন। এর মধ্যে কোন রহস্য কোথাও যেন লুকিয়ে আছে।
কুন্তী এরপর কিছু বললেন না, বিদুরও পীড়াপীড়ি করলেন না।
ষড়যন্ত্রের কি ভয়ঙ্কর কোন গন্ধ থাকে ? কথাটা ভাবিয়ে তুলছিল বিদুরকে। এ ভাবনার কারণ হস্তিনাপুরের রাজঅন্তঃপুব। নতুন নতুন কূটচাল আর ষড়যন্ত্রের যেন প্রসূতিআগার এই রাজপুরীর প্রতিটি কোণ।
এরই মধ্যে বিদুরের দুঃখ না হয়ে পারল না ভীমের জন্য। বৃদ্ধ তাত আজ যেন দুর্যোধনের হাতের ক্রীড়নক। তবু তিনি আর দ্রোণাচার্যই তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছেন দুর্যোধনের অজ্ঞাতবাস সংক্রান্ত সময়ের ব্যাখ্যায়।
আকস্মিকভাবে ভাবনার মুহূর্তেই বিদুরের কাছে এসে দাঁড়ালেন ভীষ্ম।
'কি ভাবছ, বিদুর ? কিভাবে অর্জুনের নিক্ষিপ্ত শরে পরাস্ত হল

কৌরবেরা, এমন কি বিখ্যাত ধনুর্ধর তাত ভীষ্মও, তাইনা? ভীষ্ম হেসে বললেন।

'কখন এলেন তাত, একেবারেই টের পাইনি,' বিদুর প্রণাম করে বললেন।

'এবার সত্যিই বিদায় লগ্ন এসে গেছে, বৎস বিদুর। এখন শুধু সময়ের প্রতীক্ষা।'

কোন উত্তর দিলেন না বিদুর। ভীষ্মের মনের বেদনা উপলব্ধি করতে তার দেরী হলনা।

'বিদুর, আগামী যুদ্ধের দামামা ধ্বনি কি তোমার কানে পৌছেছে? তুমি কি টের পাচ্ছনা আকাশে বাতাসে বিষাক্ত নিঃশ্বাসের উত্তপ্ত আভাস? কে থাকবে, কে থাকবে না একথা তোমার মনে দোলা জাগাতে চাইছে না? ভাই ভাইয়ের রক্তে স্নান করবে এ দৃশ্য তোমার মনকে আকর্ষণ করবে না, বিদুর?' ভীষ্ম আপন মনেই যেন বলতে চাইলেন। প্রতিটি কথায় ঝরে পড়ছে হৃদয় নিঙড়ে আনা বেদনা।

মূক নিস্তব্ধ বিদুর। রাতের অন্ধকারে বাইরে কোথায় যেন পেঁচা ডেকে উঠল কর্কশ শব্দে। বিদুরের শরীর হঠাৎ শীতল বাতাসে কেঁপে উঠল।

ভীষ্ম এগিয়ে এসে বিদুরের কাঁধে হাত রাখলেন।

'এ সংবাদ কি তোমার জানা আছে, বিদুর, বাসুদেব কৃষ্ণের সহায়তা লাভ করে তাকে স্বপক্ষে আনতে অর্জুন আর দুর্যোধন দুজনেই কৃষ্ণের কাছে গিয়েছিল?' ভীষ্ম প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, তাত এ সংবাদ আমি শুনেছি,' বিদুর বললেন, 'তবে কি ঘটেছে জানি না।'

'যা ঘটা উচিত তার কোন বিকৃতি ঘটেনি, বিদুর। দুর্যোধন আগেই পৌছেছিল বাসুদেব কৃষ্ণের আলয়ে,' ভীষ্ম বলে চললেন। 'অর্জুনের উপস্থিতি ঘটে এর পরে। বাসুদেব তার নিদ্রাভঙ্গ হলে প্রথমেই দেখেছিলেন অর্জুনকে, কারণ অর্জুন বসেছিল কৃষ্ণের পদপ্রান্তে: দুর্যোধন তাঁর মাথার দিকে।'

'তারপর ?' বিদুর প্রশ্ন করলেন।

কৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকে বলেছিলেন 'তুমি কি নেবে বেছে নাও, অর্জুন। কোন যুদ্ধ হলে আমি যে পক্ষেই থাকি অস্ত্রধারণ করব না। অন্যদিকে আমার অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা। দুয়ের একটি একজন নিলে অন্যটি পাবে বাকি জন।' অর্জুন বাসুদেবকেই চেয়েছে। দুর্যোধন লাভ করেছে তাই নারায়ণী সেনা। এর মধ্যে কোন বিচিত্র পরিহাস কি তোমার নজরে আসছে, বৎস বিদুর ?'

'এর তাৎপর্য ?'

'যদি বলি তাই,' ভীষ্ম বললেন।

'দুর্যোধন কি আনন্দিত ?' বিদুর বললেন।

'শুধু আনন্দিত নয়, উৎফুল্ল।'

'তাহলে ?'

'তুমি বড় চতুর, বিদুর। কখনই সোজা উত্তর দিতে চাও না। দুর্যোধন ভাবছে সে অর্জুনকে হারিয়ে দিয়েছে নারায়ণী সেনা লাভ করে। তার ধারণা অস্ত্রহীন, যুদ্ধে অস্বীকৃত বাসুদেব কৃষ্ণকে নেওয়া বুদ্ধিহীনের কাজ; ভীষ্ম বললেন। 'নারায়ণী সেনা লাভ তাই দারুণ ব্যাপার।'

'আপনি কি তাই ভাবছেন, তাত ?' বিদুর বললেন।

'আগেও বলেছি, বিদুর তুমি বড় কৌশলী। তুমি যা ভাবছ আমার ভাবনাও তাই। হ্যাঁ, তুমি জানো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে পক্ষে যে ভাবেই থাকবেন সে পক্ষেরই হবে জয়লক্ষ্মীর করায়ত্ত। মূর্খ তাই দুর্যোধন। তবে আমি আজ আনন্দিত শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদেরই পক্ষে। এ যুদ্ধ হলে কৌরববংশের শেষ দিন আর অনাগত নেই।'

'আমি শুনেছি, তাত, একথাও বলদেব কোন পক্ষেই যেতে চান না,' বিদুর বললেন।

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। বলদেব সঠিক সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন,' ভীষ্ম আনমনা হয়ে গেলেন। 'শুধু ভাবছি এ কোথায় চলেছি আমরা ?'

'তাহলে কি, তাত, এটাই ধরে নিতে হবে পাণ্ডব কৌরবে সন্ধির

সম্ভাবনা নেই। ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবদের তবে ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরিয়ে দেবেন না মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ?' বিদুর বললেন।
'আমি অসহায়, বিদুর। আমি আর গুরু দ্রোণাচার্য কৌরবদের অন্ন-দাস। আমি দেখতে পাচ্ছি চরম বিপর্যয় নেমে আসছে, ধেয়ে আসছে প্রলংকর ঘূর্ণি—সে ঘূর্ণিতে তলিয়ে যাবে এই কুরুবংশ। এই বৃদ্ধ বয়েসে আমাকেও অস্ত্র ধারণ করতে হবে আমারই প্রিয় পাণ্ডব-দের বিরুদ্ধে। এই আমার বিধিলিপি', খেদোক্তি ঝরল ভীষ্মের গলায়। 'তোমারই কথার উত্তরে বলতে চাই, বিদুর, সন্ধি সম্ভব নয়। হয়তো এর জন্য চেষ্টা হবে, তার শুরুও হয়েছে, মহারাজ দ্রুপদ পাঠিয়েছেন তার একজন পুরোহিত। তিনি সন্ধির প্রস্তাব সহ উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু, হায় সবই বৃথা হবে এই আমার ভবিষ্যত-বাণী।'

আকাশে বাতাসে যেন কিসের স্পর্শ। মানুষের মনও আজ বিষাক্ত, পরস্পর অবিশ্বাস আর ঈর্ষা। হস্তিনাপুর আজ তার পুরোনো ঐতিহ্য যেন হারিয়ে ফেলেছে। ধর্ম কি আজ হস্তিনাপুরকে পরিত্যাগ করেছেন ?
এই ভাবনাটাই আজ হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রী বিদুরকে অহরহ উদ্বিগ্ন না করে পারে না। এক ভয়ঙ্কর, রক্তাক্ত অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে অদূর ভবিষ্যতে। যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নিজের হাতে সেই বৃক্ষ আজ মহীরুহ হয়ে উঠেছে। কারও শক্তি নেই এই বিধিলিপি খণ্ডন করে। যে চক্রান্তের জাল বিছিয়ে দিতে চেয়েছে গান্ধার রাজ সৌবল তারই ফলে ধ্বংসের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে আজ।
বিদুর শুনেছেন সন্ধির সম্ভাবনা আজ ক্রমেই দূরবর্তী হয়ে চলেছে।

র্যোধন আজ শঠতা আর লোভের উচ্চশিখরে উঠেছে। পাণ্ডব কৌরব দুপক্ষই অনিবার্য ভাবে যুদ্ধ সংঘটিত হবে জেনে সৈন্য সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বাসুদেব কৃষ্ণ পাণ্ডব পক্ষে থাকলেও তাঁর যাদব সেনা দান করেছেন দুর্যোধনকে। মহাবীর শল্যও যোগ দিয়েছেন কৌরব পক্ষে।

হৃদয়ের অন্তস্থলে চরম বেদনা অনুভব করলেন বিদুর। ভ্রাতৃঘাতী আগামী যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ছবি মনশ্চক্ষেই তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর একান্ত বাসনা হল এই চরম মুহূর্তে একজনের চরণে প্রণতি জানিয়ে তার মনের বেদনা প্রকাশ করেন। বহুদিন তাঁর দর্শন পাননি বিদুর। তিনিই পারেন বিদুরের কাছে শান্তির প্রলেপ এনে দিতে। তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

মহারাজ দ্রুপদের পুরোহিত রাজসভায় পৌঁছলে তাকে যথোচিত সমাদর করে আসন গ্রহণে অনুরোধ জানালেন মহামন্ত্রী বিদুর। ধৃতরাষ্ট্র আর ভীষ্মও জানালেন সমাদর।

ভীষ্ম বললেন, 'হে দূত শ্রেষ্ঠ, পুরোহিত, আপনি মহারাজ দ্রুপদের কাছ থেকে কি সংবাদ বহন করে এসেছেন মহারাজকে তা নিবেদন করুন। আমরাও শুনতে সমধিক আগ্রহী।'

পুরোহিত বললেন, 'মহারাজ দ্রুপদ আপনাদের কুশল সংবাদে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আর জানিয়েছেন আমারই মাধ্যমে পাণ্ডবদেরও কুশল সংবাদ। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহারাজ দ্রুপদ পাণ্ডবদের হয়ে এক শ্রেয়ঙ্কর সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। তিনি বলেছেন পাণ্ডবেরা কূট পাশা খেলায় প্রভূত দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, তবু তাঁরা চান কোন ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ যেন সংঘটিত না হয়। আজ পাণ্ডবেরা প্রভূত শক্তিধর তবুও তাঁরা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চায় না। তাই মহারাজ দ্রুপদ সন্ধিতে আগ্রহী যাতে পাণ্ডবেরা তাঁদের রাজ্য পুনরায় ফিরে পায়। এখন আপনি বিবেচনা করে আপনার মতামত প্রদান করুন।'

বিদুর উদগ্রীব হয়ে তাকালেন ধৃতরাষ্ট্রের দিকে। মহারাজ কি গ্রহণ করবেন এই সন্ধির প্রস্তাব? কে জানে? তবে সে সম্ভাবনা বড় কম জানেন তিনি।

প্রথমেই উত্তর দিলেন ভীষ্ম। 'হে মহাধন, আপনার কাছে পাণ্ডবদের ও মহারাজ দ্রুপদের মঙ্গল সংবাদে আমি আনন্দিত। আপনার বক্তব্য স্পষ্ট ও কল্যাণকর। আমি মনে করি পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে সন্ধি একান্তভাবেই সুখদায়ক হয়ে উঠবে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেই কল্যাণকর হবে।'

বিদুর আশ্চর্য হয়ে দেখলেন ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দেওয়ার আগেই সদম্ভে উঠে দাঁড়িয়েছে কর্ণ। সে বলে উঠল, 'হে ব্রাহ্মণ, ভুলে যাবেন না যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় স্ব-ইচ্ছাতেই অংশ নিয়েছিলেন। বনবাস আর অজ্ঞাতবাস ছিল শর্তের অঙ্গ। তার আবার বনবাসেই যাওয়া উচিত।'

ভীষ্ম ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন, 'কর্ণ, বৃথা অহঙ্কার না করাই শ্রেয়ঃ। অর্জুনের শরে তুমিই রণভূমি ছেড়ে কয়েকদিন আগেই পালিয়েছিলে ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই। যে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায় দর্প প্রকাশ করছ তাতে অর্জুনের হাতেই তোমার মৃত্যু অবধারিত।'

কর্ণ কোন উত্তর দেওয়ার আগেই ধৃতরাষ্ট্র বলে উঠলেন, 'কর্ণ, বৃথা আড়ম্বর ত্যাগ কর। শান্তনুনন্দন মহামতি ভীষ্ম যা বলেছেন এটাই আমাদের কাছে গ্রহণীয়। আমি তাই আদেশ দিচ্ছি আমার দূত সঞ্জয় এই মুহূর্তেই সন্ধির অনুকূল অবস্থা তৈরি করতে পাণ্ডবদের কাছে রওয়ানা হবে। বিদুর, সঞ্জয়কে ডেকে পাঠাও।'

বিদুরের আহ্বানে সঞ্জয় রাজসভায় সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেলেন।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করতে তিনি বললেন, 'সঞ্জয়, এক গুরুতর কাজের ভার তোমাকে কাঁধে নিয়ে পাণ্ডুপুত্রদের কাছে যেতে হবে। তুমি হবে আমার দূত।'

'আদেশ করুন, মহারাজ।'

'শোন, কি ঘটনা এই হস্তিনাপুরে ঘটে গেছে তোমার অবশ্য সেকথা

অজানা নেই। আজ পাণ্ডব আর কৌরবের মধ্যে জেগে উঠেছে বিদ্বেষ। অধার্মিক নীচ দুর্যোধন আজ আমার আজ্ঞাবহ থাকতে অনীহা প্রকাশ করছে। সে একান্ত মন্দবুদ্ধি। আজ তার পরামর্শ- শুধু অহঙ্কারী কর্ণ আর শঠ শকুনি। এদের অবিবেচনার জন্যই পাণ্ডবেরা কূট পাশায় পরাস্ত হয়ে বনবাসে অশেষ দুঃখবরণ করেছে, অথচ আমার উপর আজও তারা ক্রুদ্ধ হয় নি, যা তাদের হওয়া স্বাভাবিক। তারা একান্ত ধর্মপরায়ণ, অপাপবিদ্ধ। তারা তাদের সমস্ত সম্পদ আমাতেই অর্পণ করেছে।

'কৌরবদের ভবিতব্য আমি অন্তরের দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছি, সঞ্জয়। এখনও তাই সময় আছে, এখনও সতর্ক হতে পারে কৌরবেরা, না হলে ভয়ঙ্কর ভারতযুদ্ধ সংঘটিত হবে, তার প্রবল আঘাতে ধ্বংস হয়ে যাবে এই হস্তিনাপুর আর কুরুবংশ। এ যুদ্ধ যদি হয় তবে তা হবে ধর্মের সঙ্গে অধর্মের। আমি ভয় পাচ্ছি, সঞ্জয়, পাণ্ডবেরা অসীম ক্ষমতাধর, অর্জুন দৈব অস্ত্রের অধিকারী। রয়েছে প্রবল শক্তিধর মধ্যম পাণ্ডব ভীম। এছাড়াও আছেন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। কার ক্ষমতা আছে পাণ্ডুপুত্রদের ক্ষতি করে। তাই তুমি যাও, সঞ্জয়। বিরাট নগরে গিয়ে যাতে সমরাগ্নি না প্রজ্জ্বলিত হয় তারই ব্যবস্থা কর।'

বিদুর চুপ করে ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনলেন। মাঝে মাঝে বিদুরের মনে হয় এ কোন ধৃতরাষ্ট্র? একের মধ্যে দুই ভিন্ন রূপ ধৃতরাষ্ট্রের। এই মুহূর্তে তিনি সঞ্জয়কে যা বললেন হয়তো সেটা সত্যিই তাঁর অন্তরের কথাই। অথচ পরক্ষণে দুর্যোধনের বক্তব্য শুনলে তাঁর ভঙ্গী পাল্টে যেতে দেরী হয় না। এই দুই বিচিত্র পরস্পরবিরোধী রূপকে কিছুতেই মেলাতে পারেন না বিদুর। সমস্যাও তাই হয়ে ওঠে বিপুল থেকে বিপুলতর।

সঞ্জয়ের রওয়ানা হতে এরপর দেরী হয় না। বিদুর ফিরে এলেন নিজের আশ্রয়ে মনে চিন্তার ভার নিয়ে। তিনি জানেন যুধিষ্ঠিরের তরফে সন্ধি মেনে নিতে কণামাত্রও বাধা নেই। কিন্তু সঞ্জয় ফিরে আসা পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্র নিজের মতের বিরোধী হয়ে পড়বেন না তো?

বিদুর কথা বলছিলেন পরাশরী আর কুন্তীর সঙ্গে। আলোচনা স্বভাবতই পাণ্ডব কৌরবের ভবিষ্যত নিয়ে।

কুন্তী দুঃখের সঙ্গে একসময় বললেন, 'আমি তো কোন অন্যায় পাপ করিনি, বিদুর, তবু কেন আমাকে এ যন্ত্রণা বোধ করতে হচ্ছে?'

বিদুর উত্তরে বললেন, 'এ পরীক্ষা মাত্র, হয়তো তিতিক্ষা আর ধৈর্য্যের। এজন্য দুশ্চিন্তা করা ঠিক নয়। সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের দূত হিসাবে বিরাট নগরে গমন করেছে। সে হয়তো সফল হয়েই ফিরে আসবে।'

'বিদুর, আমি আর আশাবাদী নই,' কুন্তী উত্তর দিলেন।

বিদুর কোন উত্তর দেওয়ার আগেই ধৃতরাষ্ট্রের অনুচর এসে জানাল মহারাজ মহামন্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

পরাশরী চকিতে তাকালেন স্বামীর দিকে।

'এত রাতে মহারাজ ডেকে পাঠিয়েছেন?' পরাশরী বলে উঠলেন।

'মহারাজের দূত সঞ্জয় ফিরে এসেছেন', অনুচর জানাল।

অনুচর বিদায় নিলে বিদুর চললেন ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরের দিকে। তাঁর মন কিছুটা চঞ্চল না হয়ে পারল না। তবে কি কোন অঘটন ঘটেছে? না হলে সকাল অবধি অপেক্ষা করলেন না কেন ধৃতরাষ্ট্র?

ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন বিদুর।

'এস, বিদুর। তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটালাম। কেন জান? আমার মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে বলে। এইমাত্র সঞ্জয় ফিরে এসেছে। সে আমাকে তিরস্কার করেছে। আমি অধার্মিক, পরধন লোভে মত্ত, নিষ্ঠুরতার প্রতীক।'

বিদুর বললেন, 'এ আপনি কি বলছেন, মহারাজ?'

'হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি, বিদুর। সঞ্জয় কোন বার্তা নিয়ে এসেছে আগামীকাল সকলের সামনে সে তা প্রকাশ করবে। কিন্তু আমি এই মুহূর্ত থেকে নিদ্রাহীন রাত কাটাচ্ছি তাই ডেকে পাঠালাম তোমাকে। তুমি আমাকে ধর্মানুগত যুক্তির কথা শোনাও, বিদুর। কি কর্তব্য হবে আমার। আজ তোমার চেয়ে উপকারী সুহৃৎ আমার

আর কেউ নেই।'

বিদুর একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, 'মহারাজ, আমার এ উপদেশ আর পরামর্শ সত্যিই কি গ্রহণ করবেন আপনি?'

'হ্যাঁ, বিদুর, আমি গ্রহণ করব,' ধৃতরাষ্ট্র বললেন। 'তোমার প্রশ্নের তাৎপর্য আমি বুঝেছি, অতীতে তুমি উপদেশ দিলেও তা আমি শুনিনি একথা স্বীকার করছি। আমি বড় দুর্বল, বিদুর। দৃষ্টিহীন অসহায় আমি, তাই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি।'

বিদুর একটু অনুকম্পা বোধ করলেন। অন্ধরাজকে তিনি মনে মনে শ্রদ্ধা করেন বলেই তাঁর এই বেদনা।

তিনি বললেন. 'তবে শুনুন মহারাজ, পাণ্ডব জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সত্যিই পরম সহিষ্ণু আর ধার্মিক। তিনি ত্রিলোকের অধিপতি হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী আজ শঠ শকুনি আর যুবরাজ দুর্যোধনের নীচতাতেও তিনি আপনার উপর ক্রুদ্ধ হননি। তিনি নিত্য ধর্ম পালন করে চলেছেন। এহেন পুরুষ কখনও মূর্খের মত আচরণ করেন না। যিনি তা করেন তিনি পণ্ডিতমূর্খ। পাণ্ডিত্য থাকলেও তা হয় মূল্যহীন। যে ক্ষমতার লোভে আর ঈর্ষায় দগ্ধ হয় সে অপরিণামদর্শী। মহারাজ যে নৃপতি অন্যের ভাগ অপহরণ করে সে বুদ্ধিহীন। দ্বেষ, হিংসাপরায়ণ, পরস্ব লোভী মানুষ কখনও সুখী হয় না। হে কুরুনন্দন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রমত্ত, ক্রুদ্ধ আর অন্যায় পথে বিচরণ ত্যাগ করুন। পাণ্ডুপুত্ররা এত ক্লেশ, দুঃখ সহ্য করেও আপনার বিরোধী হয়নি। তাই আমার উপদেশ যদি গ্রহণে অনুরাগ থাকে তাহলে তাঁদের কাছে আকর্ষণ করার ব্যবস্থা করুন।'

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের উপদেশ শুনে লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'বিদুর, তুমি সত্যিকার বিদ্বান। যাতে শুভ হয় হয় তা অবশ্যই তোমার কাজে আশা করি। তুমি তেমন কিছুই বল।'

বিদুর একবার ভাবলেন অপ্রয়োজনীয় এই পরামর্শদান বৃথাই হবে; তবুও ধৃতরাষ্ট্রের অসহায়তাই বিদুরকে বাধ্য করল কথা বলতে॥

বিদুর এবার বললেন, 'মহারাজ, মনই মানুষের সমস্ত অবিবেচনার মূল। তাই মনকে জয় না করে কোন কাজেই জয়ী হওয়া যায় না। যিনি সত্যিই প্রথমে অমিত্ররূপে মনকে জয় করতে পারেন তিনি পরবর্তী সময়ে অনায়াসে অমাত্য আর বাকি সকলকে জয় করায় ব্যর্থ হননা। জেনে রাখবেন এই মানব শরীর হল রথ, আত্মা হল সারথি আর পঞ্চইন্দ্রিয় হল অশ্ব। যিনি চিন্তায় ধীর ও সত্যঅনুসারী, মন যার সবশে তার কোন কাজেই কেউ অসন্তুষ্ট হতে পারে না। অন্যপক্ষে হিংসা আর দ্বেষ কেবল অসাধু, কপট মানুষের সহায়, তাদের অস্তিমে ধ্বংস অনিবার্য। তাই আমার উপদেশ পাণ্ডবদের বিষয়ে মনকে সত্যপথে চালিত করে দৃঢ়তার পরিচয় রাখুন। কোন ভাবেই দুর্যোধন, দুঃশাসনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবেন না, মহারাজ এতে মঙ্গল হতে পারে না। এরা আপনাকে পাপের পঙ্কিলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে নরকের দ্বারই শুধু উন্মুক্ত করে দেবে। পাণ্ডু-পুত্রদের প্রতি আর কোন অন্যায় অনুষ্ঠান করবেন না। অনেক পাপাচারণ করা হয়েছে এবার ক্ষান্ত হোন। যুধিষ্ঠির প্রাজ্ঞ, ধার্মিক, বীর—সে সহায় থাকলে আপনার যশ ত্রিলোকে প্রচারিত হবে। পাণ্ডবদের তাই পুত্রস্নেহে কাছে টেনে নিন। আমার পরামর্শ, আর সন্ধি স্থাপনে কোন বিলম্ব করবেন না। দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ আপনাকে ভুল পথে টেনে নিতে চাইছে, ওদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিন। আপনিই এই কুরুকুলের মহানায়ক, তাই আগামীর ভয়ানক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ থেকে লোভী দুর্যোধনকে নিবৃত্ত করুন।'

বিদুর এরই সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রাচীন কিছু কাহিনীর উদাহরণ দিতে চাইলেন। মনুর ধর্মব্যাখ্যারও উল্লেখ করলেন। ব্যাখ্যা করলেন রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, গার্হস্থ নীতি আর অন্যান্য নীতি কথা। দ্যূতক্রীড়ায় নিন্দার সঙ্গে, যুদ্ধের পরিণাম সম্পর্কেও তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, বললেন জ্ঞাতির সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষার কথা।

ধৃতরাষ্ট্রকে এরপর বিদুরের প্রার্থণায় মহর্ষি সনৎসুজাত বেদের ব্যাখ্যা করে শোনালেন।

এরপর বিদায় নিয়ে চলে এলেন বিদুর। আসার সময় শুধু তাকালেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কি তার এ পরামর্শ সত্যিই গ্রহণ করতে পারবেন?

ধৃতরাষ্ট্রের মতই সঞ্জয়ের কথা শোনার আগ্রহ জেগেছিল বিদুরের মনে। সারারাত তিনিও কাটালেন উদ্বেগের মধ্য দিয়ে।
একসময়ে রাজসভাতে হাজির হলেন বিদুর। সেখানে সবাই ততক্ষণে হাজিরও হয়েছিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রই শুধু এখনও আসেন নি। সঞ্জয় যথাসময়েই এসেছেন।
একটু পরেই এলেন ধৃতরাষ্ট্র। বিদুর এগিয়ে গিয়ে তাঁকে হাত ধরে সিংহাসনে বসতে সাহায্য করলেন।
ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করলেন সঞ্জয়, 'মহারাজ, আপনার আদেশে আমি বিরাট নগর থেকে জ্যেষ্ঠপাণ্ডব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বার্তা নিয়ে এসেছি। আপনি অনুমতি দিলে তা বলতে পারি।'
ধৃতরাষ্ট্র সাগ্রহে বললেন, 'সঞ্জয়, তোমারই অপেক্ষায় রয়েছি আমরা। তুমি কি বার্তা এনেছ সকলের সামনে তা ব্যক্ত কর।'
'মহারাজ, পাণ্ডবেরা আজ কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধেরই প্রস্তুতি হিসেবে নিজেদের তৈরী করছেন। তারা এটা বোধহয় অনুমান করেছেন ন্যায় বিচার পাওয়া তাঁদের ভাগ্যে নেই। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ধার্মিক শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির।'
বিদুর একটু আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবার কি উত্তর দেবেন।
ধৃতরাষ্ট্র বলে উঠলেন, 'সঞ্জয়, সত্যিই কি পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করার জন্য আগ্রহী? কে কে তাদের সহায়তা করছেন?'
সঞ্জয় বললেন, 'মহারাজ, নিজেদের ন্যায্য অধিকার লাভ করতে না পারলে পাণ্ডবেরা নিঃসন্দেহে যুদ্ধই শ্রেষ্ঠপথ বলে ভেবে নিতে চলেছে। আর তাদের সহায়ের কথা বলছেন? মহারাজ দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারাজ বিরাট, কাশী, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, কলিঙ্গ এই সমস্ত

দেশেরই বিশাল সেনাবাহিনী আপনার সঙ্গে যুদ্ধে আজ প্রবল উৎসাহে প্রস্তুত। দিব্যাস্ত্রের অধিকারী অর্জুন আর মধ্যমপাণ্ডব ভীমও যে কোন মূল্যে জয় লাভে তৈরী। তাদের সহায় বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ।'

বিদুর স্পষ্টই বুঝলেন ধৃতরাষ্ট্র সন্ধির জন্য আদৌ লালায়িত নন, তাঁর আসল উদ্দেশ্য পাণ্ডবদের শক্তির পরিমাপ করে নেওয়া। তবে কি তিনিও চাইছেন যুদ্ধ সংঘটিত হোক? সমস্ত উপদেশ আজ তবে বৃথা, মূল্যহীন?

বিদুরের মন এবার সত্যিই বিতৃষ্ণায় মলিন হয়ে উঠল। হায়, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এত সদুপদেশ, বেদব্যাখ্যা এর সবই তুচ্ছ হয়ে গেল আজ।

ধৃতরাষ্ট্রের পরের প্রশ্নে কিন্তু বিদুরের সমস্ত সন্দেহই দূর হয়ে গেল। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে প্রশ্ন করলেন, 'সঞ্জয়, আমি জানি পাণ্ডবেরা প্রভূত বলের অধিকারী। ভীম মহাবীর। সে একাকীই ধরা জয় করতে পারে। অর্জুন দেবতাদের আশীর্বাদধন্য, দিব্যাস্ত্রের অধিকারী। তাঁর মত যোদ্ধা ত্রিভুবনেও দৃষ্টিগোচর হয় না। দুর্যোধন বা কর্ণ কারও শক্তি নেই ভীমার্জুনকে যুদ্ধে জয় করে। না, সঞ্জয় এই মহাযুদ্ধ সংগঠনের পরিণতি কৌরব বংশের নিশ্চিত ধ্বংস। আমি অন্তরের চোখে দেখতে পাচ্ছি এ যুদ্ধ হবে দুর্যোধনের পক্ষে ভয়ঙ্কর। তাছাড়া স্বয়ং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব সহায়। এছাড়াও পাণ্ডবদের পক্ষে আছেন মহারথীরাও। আমি বুঝতে পারছি কৌরবেরা ছিন্নভিন্ন হতে চলেছে, ভরতকুলের বিনাশকাল উপস্থিত হয়েছে।'

সঞ্জয় বললেন, 'আপনার শুভবুদ্ধি জেগে উঠেছে দেখে আনন্দিত হচ্ছি, মহারাজ। এ যুদ্ধ হলে কৌরবেরা সবংশে গাণ্ডীবের সামনে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হবে এ নিশ্চিত। মহারাজ, আমার অনুরোধ আপনি এখনও সময় থাকতে দুর্যোধনকে নিবৃত্ত করুন।'

দুর্যোধন এতক্ষণ ক্রোধে জ্বলছিল, সে বলে উঠল, 'মহারাজ, ভয় পাওয়া কাপুরুষের কাজ। এযুদ্ধে জয়লক্ষ্মী করায়ত্ত হবে আমাদেরই।

বনবাসী পাণ্ডবদের সাধ্য নেই আমাদের পরাস্ত করে। কৌরবপক্ষে মহাবীরের অভাব নেই। একা কর্ণই এক হাজার বীরের সমান। আপনি ভীত না হয়ে আমাদের জয়ের কথাই ভাবতে থাকুন। পিতামহ ভীষ্ম আর গুরু দ্রোণাচার্য বারবার সন্ধির প্রস্তাব মেনে নিতে বলছেন। এ কখনই হতে পারে না। জেনে রাখুন এ পৃথিবীতে পাণ্ডব আর কৌরব একসঙ্গে রাজত্ব করতে পারে না। যুদ্ধে হয় বেঁচে থাকবে কৌরব না হয় পাণ্ডব। বিনাযুদ্ধে সূচী পরিমাণ ভূমিও পাণ্ডবদের প্রদান করব না।'

'দুর্যোধন তোমার দর্প বৃথা,' ধৃতরাষ্ট্র আচমকা বলে উঠলেন। 'হে সমবেত ভূপতিগণ, আমি দুর্যোধনকে ত্যাগ করলাম। আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি সে শমনসদনে গমন করবে। ভীম আর অর্জুনই তাদের নিপাতিত করবে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সহায় হয়েছেন, কৌরবদের আর কোনই জয়াশা নেই।'

বিদুর চমকে উঠলেন। হয়তো উপস্থিত সকলেই তাই। এ কি সত্যিই ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরের কথা? এত সহজ হয়ে যাবে পাণ্ডব-কৌরব মনোমালিন্যের সমাধান?

ধৃতরাষ্ট্র যে কতখানি অব্যস্থচিত্ত বিদুরের সঙ্গে অন্যান্যরাও বুঝে নিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পরক্ষণেই সঞ্জয়ের কাছে কৃষ্ণ আর অর্জুনের কথা জানতে চাইলেন।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে আবার কৃষ্ণাজুর্ন আর পাণ্ডবদের শক্তির কথা শোনাতে শুরু করলে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বিদায় নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে চাইলেন।

ক্লান্ত, বিষণ্ণ হয়েই ঘরে ফিরলেন বিদুর। ধৃতরাষ্ট্র সম্পর্কে ইতিমধ্যেই তাঁর সম্পূর্ণ ভাবেই মোহভঙ্গ না হয়ে পারেনি। বিদুর স্পষ্টতঃই বুঝে নিয়েছিলেন দুর্যোধনকে ত্যাগ করার ইচ্ছা ধৃতরাষ্ট্রের আদৌ নেই। পাণ্ডবদের শক্তির কথাতেই শুধু তার ক্ষণিক দুশ্চিন্তা হওয়ায় একথা তিনি বলতে পেরেছেন।

বিদুর নিঃসন্দেহ হলেন ভয়ঙ্কর ভ্রাতৃঘাতী মহাসমর ঘটার আর দেরি নেই।

বিদুরের রাজসভায় যাওয়ার মত মানসিক অবস্থা ছিল না। তিনি এ রাজ্যের মহামন্ত্রী ভেবে লজ্জা পাচ্ছিলেন।

পরক্ষণেই তাঁর একথাও মনে হল, তিনি তো একা নন, এ লজ্জার অংশীদার যে আরও দুজন। হ্যাঁ, এ লজ্জা স্বয়ং গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম আর গুরু দ্রোণাচার্যেরও। তাঁরাও আজ ক্লীবে পরিণত।

ভাবতে ভাবতে রাজসভায় পৌছলেন বিদুর!

বিদুর এসেছেন জেনেই ধৃতরাষ্ট্র উল্লসিত হয়ে বললেন, 'বিদুর, বিদুর, তোমাকে এই মুহূর্তে একটা আনন্দ সংবাদ শোনানোর লোভ সংবরণ করতে পারছি না আমি। বলতে পার কি সে সংবাদ?

বিদুর একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'না মহারাজ।'

'তবে শোন, হয়তো কুরুপাণ্ডবের এই মনোমালিন্য এবার দূর হবে, বিদুর। সন্ধির সম্ভাবনাও উজ্জ্বল।'

বিদুর আরও আশ্চর্য হলেন।

'শোন, বিদুর, পাণ্ডবদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে আসছেন স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণ', ধৃতরাষ্ট্র বললেন।

সত্যিই আশ্চর্য হলেন বিদুর। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই দৌত্যকার্যের ভার নেবেন ভাবেন নি বিদুর। কিন্তু বাসুদেব কি সফল হবেন?

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে শ্রীকৃষ্ণের জন্য যথাযোগ্য সভা তৈরি করার আদেশ দিলেন।

একান্তে এবার কাছে ডাকলেন বিদুরকে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র।

'বিদুর, আমি আজ ধন্য। কৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত হতে চলেছেন। আমি তাঁর যথাযোগ্য সম্মান করার আয়োজন করব। তুমি দেখ, বাসুদেবের সম্বর্ধনায় কোন ত্রুটি যেন না ঘটে। দাস দাসী, সুবর্ণমণ্ডিত রথ, হস্তী, অশ্ব এ সবই তাঁর উপহার হিসাবে রাখতে ভুলোনা। শ্রেষ্ঠ বস্তুই তাঁকে আমি অর্ঘ হিসাবে প্রদান করব।'

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে থমকে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। মহারাজ

ধৃতরাষ্ট্রের অভিসন্ধি বুঝে নিতে দেরি হলনা তাঁর।

মনস্থির করে বিদুর উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, আপনি যে পথে চলতে চাইছেন সে পথ সঠিক পথ নয়। আপনি বাসুদেব কৃষ্ণকে পার্থিব লোভের বশবর্তী বলে হয়তো ধরে নিয়ে তাঁকে এই অর্ঘ প্রদান করতে চাইছেন। এ আপনার রসিকতা নয়, আপনি কৃষ্ণকে লুব্ধ করে স্বপক্ষে আনতে চাইছেন। আপনার ঈপ্সিত পথ কৌরবদের সর্বনাশা সাধনের পথ। এ পথ ত্যাগ করুন, মহারাজ। এ পথ ত্যাগ করে বাসুদেব কৃষ্ণকে সরলভাবে সম্বোধিত করুন। মনে রাখবেন, শ্রীকৃষ্ণ এখানে আসছেন পাণ্ডবদের, কৌরবদের আর তার সঙ্গে আপনারও শান্তি বিধান করতে। সদাচরণ করাই আপনার পক্ষে শ্রেয়।'

বিদুরের কথা শেষ হতে না হতেই দুর্যোধন শ্লেষের সঙ্গে বলে উঠল, 'তাত বিদুর অবশ্য ঠিকই বলেছেন শ্রীকৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনা কোন মতেই সম্ভব হবে না, পিতা। ধনসম্পদ দান করে একাজ করা শোভন হবে না। অবশ্য, কৃষ্ণ আমাদের পূজনীয় তাও ঠিক। তবে তিনি যখন আমাদের পক্ষে লাভজনক কোন কাজই করবেন না তাকে পূজা না করাই শ্রেয়।'

ধৃতরাষ্ট্র বলে উঠলেন, 'দুর্যোধন, তোমার মত তোমার নিজস্ব, এ রাজ্যের মানুষের নয়। বাসুদেবকে সৎকার করা বা না করায় তাঁর কিছুই আসে যায় না। তবুও আমি তাঁর অর্চনা করতে চাই।'

ভীষ্ম বললেন, 'ধৃতরাষ্ট্র, তোমার কথাই উপযুক্ত। তুমি বাসুদেবের অর্চনার যোগ্য আয়োজন কর।'

হেসে উঠলেন দুর্যোধন, 'পিতামহ, কৃষ্ণকে বশীভূত করতে পারব না আমি ভালই জানি, তাই এক উপায় ঠিক করে রেখেছি। শ্রীকৃষ্ণ এ সভায় উপস্থিত হলে তাকে বন্দী করে রাখব।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বিদুর। দুর্যোধনের শঠতা এতদূর যেতে পারে তিনি ভাবতে পারেন নি। পরক্ষণেই তাঁর মনে হল দুর্যোধনের অন্তিমলগ্ন সত্যি এবার এসে গেছে। পতঙ্গ যেভাবে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় হতভাগ্য, বুদ্ধিভ্রষ্ট, দুর্যোধনের সেই অবস্থাই আজ হতে

চলেছে সন্দেহ নেই।

ভীষ্ম দুর্যোধনের শঠ আচরণের প্রমাণ পেয়ে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তিনি ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে বললেন, 'ধৃতরাষ্ট্র! তোমার এ সভা আজ কলঙ্কিত এক অধ্যায় রচনা করতে চলেছে। দুর্যোধন আজ যে দুর্বুদ্ধির পরিচয় দান করেছে তা ভরতবংশের পক্ষে চরম অবমাননা-কর! কৃষ্ণের প্রতি এমন কদর্য আচরণের স্পর্দ্ধা একটি মাত্র পরিণতিকেই টেনে আনবে, আর তা হল কৌরববংশের নিশ্চিত ধ্বংস। আমি এই পাপাত্মা দুর্যোধনের কথা আর শুনতে আগ্রহী নই, তাই এ রাজসভা ত্যাগ করলাম।'

ভীষ্ম রাগে কাঁপতে কাঁপতে সভা ছেড়ে চলে গেলেন।

বিদুর তাকালেন ধৃতরাষ্ট্রের দিকে।

এই প্রথম ধৃতরাষ্ট্র যেন দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন। তিনি বলে উঠলেন, 'তোমাকে সাবধান করছি দুর্যোধন, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনায় বাধা সৃষ্টির প্রয়াস কোরনা।'

নিজের প্রাসাদে অপেক্ষা করছিলেন বিদুর। ভাবছিলেন কখন এসে পৌঁছবেন বাসুদেব কৃষ্ণ। দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেনি তার। মন উদগ্রীব। শ্রীকৃষ্ণের কাছে যে তিনি পাবেন তার একান্ত স্নেহের পাত্র পাণ্ডবদের কুশল সংবাদ। দুর্যোধনের দুর্মতির জন্য তাঁর কোন ভাবনা ছিলনা, কারণ বিদুর জানেন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করার ক্ষমতা কারো নেই। দুর্যোধনের তো নয়ই।

একটু পরে খবর পৌঁছল হস্তিনাপুরে প্রবেশ করেছেন শ্রীকৃষ্ণের রথ। বিদুর উঠে পড়লেন এখনই এগিয়ে গিয়ে সাদর সম্বর্ধনা জানাবেন কুরুবংশের সবাই, অবশ্য দুর্যোধনকে বাদ দিয়ে।

কুন্তী যে আকুল হয়ে কৃষ্ণের অপেক্ষায় রয়েছেন জানেন বিদুর। আজ দীর্ঘ তের বছর অতিক্রান্ত। কুন্তী তাঁর সন্তানদের দেখেন নি এত দীর্ঘকাল। কৃষ্ণের কাছে তিনি পাবেন তাঁর সন্তানদের খবর এই আশাতেই উদগ্রীব হয়ে আছেন কুন্তী।

বিদুর খবর পেলেন শ্রীকৃষ্ণ পৌঁছলে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য আর দুর্যোধন ছাড়া বাকি কৌরবেরা। কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের মহলেই গমন করেছেন।

বিদুরের আনন্দ তখন সীমাহীন।

একটু পরেই বাসুদেব কৃষ্ণ ধীর পায়ে এসে পৌঁছলেন বিদুরের কাছে তাঁর প্রাসাদে।

বিদুর কৃষ্ণের দুহাত জড়িয়ে ধরে তাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন, 'আজ আমি ধন্য। তোমাকে দেখে অতীব আনন্দ লাভ করলাম। আমার প্রিয় যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন নকুল, সহদেব আর কল্যাণি পাঞ্চালীর সংবাদ দিয়ে আমার মন শীতল কর, বাসুদেব।'

কৃষ্ণ হেসে প্রণাম করলেন বিদুরকে। বললে, 'পাণ্ডবেরা কুশলেই আছে, তাত বিদুর তারা জানে এতদূরে থাকলেও আপনার অবারিত স্নেহধারা তাদের উপরেই বর্ষিত হয়ে চলেছে, আর তাতে কোন খাদ মেশানো নেই।'

কৃষ্ণ বিদুরের সঙ্গে এবার কুন্তীর সামনে উপস্থিত হয়ে তাকে প্রণাম করতে কুন্তী সজল চোখে তাকে আশীর্বাদ জানালেন :

'কৃষ্ণ, তুমি আসছ জেনে আমার মন আকুল হয়ে উঠেছিল। কেমন আছে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর স্নেহের দ্রৌপদী তাদের কথা জানিয়ে আমার মন শান্ত কর, যশোদা নন্দন।''

'ধার্মিক শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যাঁদের পরিচালনা করেন তাঁদের তো কোন অমঙ্গল স্পর্শ করেনা,' কৃষ্ণ বললেন।

'তা জানি। তাছাড়া তুমি তাঁদের সঙ্গে আছ। এক গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার আমার পুত্রেরা অবর্ণনীয় দুঃখ বরণ করে চলেছে। আমার পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে কৌরবেরা রাজসভায় অপমান করেছে। ভীম আর অর্জুন যেন সে অপমানের কথা বিস্মৃত না হয়। দ্রৌপদীর এ অপমানে আমি যতখানি ব্যথিত হয়েছি কূট দ্যূতে পরাজয় আর পুত্রদের নির্বাসনেও ততখানি বঞ্চিত হইনি।

কৃষ্ণ কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আপনি বীরমাতা, দেবী। দুঃখ

সুখভোগ জীবনের রীতি। আপনি অল্পদিনের মধ্যেই পাণ্ডবদের অতুল ঐশ্বর্যশালী আর পৃথিবীর অধীশ্বর দেখতে পাবেন।'

বিদুরের কাছে খবর এলো বাসুদেব কৃষ্ণ দুর্যোধনের আতিথ্য গ্রহণের ও আহারের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধু এটুকুই নয় তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ আর কৃপাচার্যের সাদর আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করে তাঁর গৃহেই আহার করার বাসনা প্রকাশ করেছেন।

বিদুরের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এ তাঁর অভাবিত সৌভাগ্য স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণ আজ তাঁর অতিথি হবেন। দুর্যোধন যে এই প্রত্যাখ্যানকে অন্যদিকে চরম অপমান বলে ভাবতে চাইবে তাতে সন্দেহ নেই। সে কি কোন কূটচালের ষড়যন্ত্র করবে এবার? ব্যাপারটা বিদুরকে চিন্তায় ফেলতে চাইল।

শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের কাছে এসে পৌঁছলেন এবার। সাদরে তাকে জড়িয়ে ধরলেন বিদুর।

'এ আমার পরম সৌভাগ্য, কেশব, আজ তুমি হবে আমার অতিথি' বিদুর বললেন।

'আমি তো হস্তিনাপুরের মহামন্ত্রীর অতিথি নই', হেসে বললেন কৃষ্ণ 'আমি তাত বিদুরের অতিথি, তা নয় কি? কিন্তু আহারের কি ব্যবস্থা করবেন, তাত বিদুর?

হাসলেন বিদুর। তিনি বললেন, 'কৃষ্ণ, তোমার হস্তিনায় আগমনের কারণ আমি জানি। তুমি আজ সন্ধির দৌত্য নিয়ে এরাজ্যে এসেছ। জনার্দন, তুমি তো জান বধিরের কাছে সঙ্গীতের কোন মূল্যই নেই, চণ্ডালকেও উপদেশ দান বৃথা, মূঢ়কে পরামর্শ নেবার চেষ্টাও সে রকমই অকর্তব্য। পাপাত্মা দুর্যোধন অত্যন্ত দাম্ভিক, শঠ, লোভী আর ঈর্ষার অনুরাগী। যে আজ কুরু শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকেও গ্রাহ্য করে না, ধৃতরাষ্ট্র ক্লীব, পুত্র স্নেহে অন্ধ। তাই কোন সদুপদেশ তার কানে পৌঁছবে না। তাই আমার অনুরোধ এই সন্ধি প্রস্তাব উত্থাপন না করাই শ্রেয়।'

শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বললেন, 'চিন্তিত হবেন না, তাত বিদুর। আমি জানি

র্যোধনের অন্যায় আচরণের পরিণতিতেই আজ কুরুকূল ঘোর বিপদে পড়তে চলেছে। তবু আজ আমার একান্ত কর্তব্য কৌরব আর পাণ্ডবের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের প্রয়াস চালানো। হয়তো কৌরবেরা সভায় আমাকে অপমান করবে। তবু তাদের মৃত্যুপাশ থেকে রক্ষাই আমার কর্তব্য। সিংহ যেমন সমস্ত পশুকে স্বীয় শক্তিবলে বিনাশ করতে পারে তেমনি আমিও সমস্ত গুরুকূলকে অনায়াসেই বিনাশ করতে পারি। কিন্তু এখন আমি যে ক্ষুধার্ত তাত।'

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর ত্যাগ করে চলে গেছেন। হস্তিনাপুরের নানা দিকে যেন শোনা যায় নানা অমঙ্গলধ্বনি।

নিজের ঘরে বসেছিলেন বিদুর। তার মন বিষাদে ভরে উঠেছে। একটু আগেই কুন্তীকে তিনি শুনিয়েছেন বাসুদেবের দৌত্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে দুরাচার দুর্যোধনের জন্যই। আজ তাই পাণ্ডব কৌরবের মধ্যে অবধারিতভাবেই ঘটতে চলেছে এক মহাযুদ্ধ। যে যুদ্ধে নিশ্চিতভাবেই বিনাশপ্রাপ্ত হবে কৌরব রথীরা।

কুন্তী বললেন, 'দেবর বিদুর' এ কথা আমি শুনেছি স্বয়ং কৃষ্ণেরই মুখ থেকে। সে ফিরে যাওয়ার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে। আমি তাকে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেবকে কি জানাতে বলেছি জান ?'

বিদুর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমি বলেছি ক্ষত্রিয়ের ধর্মই যেন পালন করে পঞ্চপাণ্ডব। যুধিষ্ঠিরকে তাই একথাও জানাতে বলেছি সে যেন আর প্রতিজ্ঞাভঙ্গ না করে। রাজধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করাই তার কর্তব্য। সে যেন যুদ্ধে অমত করে অনুজদের সঙ্গে নরকে গমন না করে। আমি এর সঙ্গে তবু শোকার্ত না হয়ে পারছি না, হে মহাত্মা বিদুর। আমি জ্ঞাতিহত্যার মধ্য দিয়ে পরম দুঃখের লগ্ন আসার আতঙ্কও অনুভব করছি। আমি ভাবছি

কি ভাবে তাত ভীষ্ম আর গুরু দ্রোণাচার্য শিষ্যদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতরণ করবেন। আর ভাবছি—,' কুন্তী কথা শেষ করলেন না।

'কি ভাবছেন দেবী কুন্তী?' বিদুর বললেন।

'না, কিছু না।'

'আমি জানি দেবী, আপনি ভাবছিলেন কর্ণের কথা.' শান্তস্বরে বললেন বিদুর।

'বিদুর—বিদুর, তুমি কি .' কুন্তী বিহ্বল স্বরে বলে উঠলেন।

'আমি জানি, কিন্তু কিছুই করার নেই। এই আজ ভবিতব্য।'

দুচোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল নেমে এল কুন্তীর।

কৃষ্ণ ফিরে গেছেন তার প্রিয় পাণ্ডবদের কাছে। পাণ্ডবরা নিশ্চিত হয়েছে বিনা যুদ্ধে তাঁদের হৃতরাজ্য উদ্ধার করা যাবেনা।

মানুষ এত নীচ, লোভী আর শঠ হতে পারে ভাবতে পারেন না বিদুর! আবার ঘুরে ফিরে শকুনির কথাটাই মনে আসছে বিদুরের। শকুনি। শঠতার প্রতিমূর্তি শকুনি।

কিন্তু কেন শকুনি এইভাবে কৌরববংশের ধ্বংসের রাস্তা উন্মুক্ত করল এটাই এক বিচিত্র রহস্য হয়ে আছে। একথা ঠিক শকুনিই সমাভাবে বিষিয়ে দিতে চেয়েছে কৌরবদের মন, সে ইচ্ছে করলে হয়তো এর বিপরীতটাও করতে পারত বিদুরের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু সে তা করেনি কেন তার উত্তর আজও পেলেন না বিদুর। আজ যে মহাপ্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ ঘটতে চলেছে তাতে শকুনিরও নিশ্চিতভাবে মৃত্যু ঘটবে। তবু কেন শকুনির এ চেষ্টা!

হস্তিনাপুরের অসহায় মহামন্ত্রী বিদুর। এ যুদ্ধে তবে তাঁর ভূমিকা কি হবে? শুধু যন্ত্রনাদগ্ধ হয়ে বেঁচে থাকা? কৌরব আর পাণ্ডব দুপক্ষই যে তাঁর আপনার জন। ব্যথায় মন ভরে উঠেছে আজ বিদুরের। বিশেষ করে আজ বেদনায় মন ভেঙে যাচ্ছে অন্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে। সত্যিই কি তাঁর জানা আছে তাঁরই অন্নে পালিত। তাঁরই অন্তঃপুরের বাসিন্দা শকুনিই এই ভয়ঙ্কর

পরিণতির দিকে কৌরবদের টেনে নিয়ে চলেছে ?

বিদুরের মনের পরদায় আর একজনের মুখ ভেসে উঠল। সে মুখ দুর্যোধনের পরম সহায় আর মিত্র কর্ণের।

বিদুর স্পষ্ট জেনেছেন কর্ণ আর কেউ নয় সে পঞ্চপাণ্ডবেরই জ্যেষ্ঠ। সে কুন্তীর প্রথম সন্তান। সে কুন্তীর বিবাহপূর্ব সন্তান তাই তাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন কুন্তী, আর তা নিশ্চিতভাবেই লোকলজ্জার ভয়ে।

কিন্তু এই বিসর্জন বড় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে কর্ণের কাছে। সে আজ পাণ্ডবদের একজন হয়েও সূতপুত্র পরিচয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে।

বিদুর ভালভাবেই জানেন কর্ণ বাসুদেব কৃষ্ণের অনুরোধ রাখতে পারেনি। যে কোন ভাবেই দুর্যোধনকে ত্যাগ করবে না। হয়তো এটাই নীতিগত ভাবে সঠিক। দুর্যোধনই কর্ণকে আত্মসম্মান নিয়ে দাঁড়ানোর পথ করে দিয়েছে। কর্ণ অকৃতজ্ঞ নয়।

এত কথা কিলবিল করছে আজ বিদুরের মনে। ভাবছেন তিনি মাঝে মাঝেই নিজের কথা। কি ঘটতে চলেছে আজ হস্তিনাপুর আর ইন্দ্রপ্রস্থের মানুষের সঙ্গে সারা দেশের মানুষের ? ভয়ঙ্কর এক রক্তের বন্যাধারায় স্নাত হবে পৃথিবী। এ ভারতযুদ্ধে কেউ আর সরে থাকতে পারবে না। কেউ যোগদান করবে কৌরব পক্ষে আবার কেউ পাণ্ডব পক্ষে।

নিজের কথায় আবার ফিরে এলেন বিদুর।

কি করবেন তিনি ? কোথায় তাঁর আশ্রয় ? এই পৃথিবীতে তবে কি তিনি নিরাশ্রয়, একাকী হতে চলেছেন ? এতদিন যাবৎ কি তিনি তাহলে করতে পেরেছেন ?

এক একবার তাঁর মনে হয় সর্বস্বত্যাগ করে বল্কলপরিধান করে বনবাসী হবেন। এই সর্বগ্রাসী ভ্রাতৃযুদ্ধের কলঙ্কময় পরিবেশে তিনি আর থাকতে চান না। তিনি নিজে যোদ্ধা নন। যুদ্ধকে তিনি ঘৃণা করেন। যুদ্ধে কারও মঙ্গল হতে পারে না। বিদুরের মনে

চকিতে খেলে গেল মহর্ষি দ্বৈপায়নের কথা। কৌরব-পাণ্ডবের আলো দেখাতে পারেন স্বয়ং মহর্ষি বেদব্যাস। এই ভরতবংশের তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী মানুষ।

কিন্তু কোথায় মহর্ষি দ্বৈপায়ন? কেন এই সঙ্কটকালে তাঁর আবির্ভাব ঘটছে না?

বিদুর ভাবছিলেন কুরু পাণ্ডবের মহাসমরের সম্ভাব্য কালাগ্নিতে বারি সিঞ্চন করতে পারেন একমাত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। কিন্তু কোথায় সেই মহর্ষি ব্যাস?

কোনভাবেই শান্তি পেলেন না বিদুর। তাঁর সারা দেহ মনে যেন প্রচণ্ড জ্বালা। শান্তির আশা নিয়েই বিদুর পৌঁছলেন তাত ভীষ্মের কাছে।

শয্যায় শায়িত ছিলেন ভীষ্ম.

বিদুরকে চিন্তিত হয়ে আসতে দেখে তিনি বললেন, 'বিদুর, তোমার মুখ দেখে আমার মনে হচ্ছে, তুমি যেন শান্তি পাচ্ছনা কোনভাবেই, তাই না?'

বিদুর অশ্রুভেজা গলায় বললেন, 'তাত, আমি চেষ্টা করেছি কৌরব আর পাণ্ডবদের মধ্যে যাতে প্রীতি বজায় থাকে, কিন্তু আমি তা পারিনি। আজ মনে হচ্ছে আগামী যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতি যদি আমাকে না দেখতে হত তাহলে শান্তি পেতাম।

ভীষ্ম উঠে বসে বিদুরকে কাছে ডাকলেন।

'বিদুর, তোমার বয়স আমার চেয়ে অনেক কম। আমার দিকে একবার তাকাও। এই ঐশ্বর্য, আত্মীয় পরিজন, লোক লস্করের মধ্যে থেকেও তোমার চেয়েও আমি দুঃখী। আমি বড় একাকী বিদুর। বড়ই একাকী। আমি ইচ্ছে করলেই এই দেহ ত্যাগ করতে পারি। ইচ্ছামৃত্যু আমার। জীবনে সমস্ত কিছুই পেতে পারতাম আমি, এ রাজঐশ্বর্য, রাজদণ্ড আমারই হতে পারত। তবুও হাসিমুখে সে সব আমি ত্যাগ করেছি। কিন্তু একবার ভেবে দেখ, আজ এই বৃদ্ধবয়সে

সেই পিতৃরাজ্যের ধ্বংসাবশেষ আমাকেই দেখতে হবে। আমার মনোযন্ত্রণার চেয়ে, বল, বিদুর, তোমার মানসিক যন্ত্রনা কি বেশি ?'

'ক্ষমা করবেন, তাত,' বিদুর বলে উঠলেন।

'না, না, ক্ষমা চাইবার কিছু নেই', হাসলেন ভীষ্ম। 'তোমার, আমার, দ্রোণের সকলেরই ভাবনা একই পথে বয়ে চলেছে। কিন্তু কালের রথের যাত্রী আমরা, নিজেদের করার কিছুই নেই আমাদের। তাই ইচ্ছামৃত্যু বরণ করতে পারছি না ঠিক এই মুহূর্তে। উপযুক্ত সময়ের অবশ্য দেরী নেই। আমরা সকলেই যথাকালে, যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করব। তাই বৃথা দুশ্চিন্তা করতে চেওনা।'

'কিন্তু ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ কি বন্ধ করা যায় না, তাত ?' বিদুর প্রশ্ন করলেন।

'না।' তীব্রস্বরে বললেন ভীষ্ম।

'আপনিই তা পারেন, তাত। সে শক্তি আপনার আছে।'

'আবার বলছি 'না'। এযুদ্ধ হবে ধর্মের সঙ্গে অধর্মের। অধর্মের সমাপ্তি ঘটাতেই এ যুদ্ধ দরকার। বৃথা তার গতিরোধের চেষ্টা করোনা, বিদুর। স্রোতকে বিপরীতমুখী করতে চেও না, তাতে মঙ্গল হবে না।

'কিন্তু, তাত, আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণ, আপনি, মহর্ষি দ্বৈপায়ন, আপনারা কি সত্যিই এই অনর্থক ভ্রাতৃক্ষয়ী দ্বন্দ্ব করতে চাইছেন না ?' বিদুর আবার প্রশ্ন করলেন।

'কালের বিধান অমোঘ, বৎস বিদুর। এর বেশি কিছু বলতে চাইনা। ভীষ্ম বললেন।

'আমি এক হতভাগ্য,' বিদুর বললেন, 'আমি যোদ্ধা নই। এক ব্যর্থ চরিত্র আমি।'

'কখনও তুমি ব্যর্থ নও ; ভীষ্ম বললেন। 'তুমি এক ধর্মাত্মা পুরুষ। ইতিহাস তোমাকে বিস্মৃত হবে না। হস্তিনাপুরে, ইন্দ্রপ্রস্থে, ভারত-ভূমিতে তোমার সুনাম অক্ষত থাকবে।'

'এ সুনামের কোন মূল্যই আমার কাছে নেই, তাত', বিদুর উত্তর

দিলেন। 'এক ধ্বংস-যজ্ঞের সাক্ষী হয়ে আমার জীবন কাটানোর ইচ্ছে নেই।'

'এ কথা তোমার মুখে মানায় না, বিদুর। একথা বলতে পারি আমি। শান্তনুপুত্র ভীষ্ম', ভীষ্ম বললেন।' আর বৃথা চিন্তা না করে বিশ্রাম নিতে যাও বিদুর।'

বিদুর ফিরে চললেন।

যুদ্ধ আসন্ন। আকাশে বাতাসে তারই প্রতিধ্বনি। চারদিকে সাজ সাজ রব।

বিদুর মনে মনে ভাবলেন কেউ ভবিষ্যতকে দেখতে পাচ্ছেনা। যুদ্ধের উন্মাদনায় তারা উদ্বেল হয়ে উঠেছে। দুঃখে মন যেন অসাড় হয়ে পড়েছে বিদুরের। লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করবে এই মহাযুদ্ধে, তাদের ফেলে যাওয়া স্মৃতি অবলম্বন করে হয়তো বেঁচে থাকতে হবে অন্য সবাইকে।

পাণ্ডব আর কৌরব দুপক্ষই সংগ্রহ করতে শুরু করেছে সৈন্য, অশ্ব, রথ, হস্তী আর অস্ত্র। ভারতের কোন রাজাই আজ নিরপেক্ষ থাকতে পারবেন দুপক্ষের যে কোন একটিতে তাদের যোগদান নিশ্চিত।

বিদুর সংবাদ পেয়েছেন পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছেন কৈকেয়রা, ধৃষ্টকেতু, যজ্ঞসেন, কুন্তীভোজ, সাত্যকি, কাশীশ্বর, বিরাটরাজ, দ্রুপদ, আব তারই সঙ্গে অসংখ্য রাজন্যবর্গ। সংগৃহীত হচ্ছে অসংখ্য আর ভয়ঙ্কর সব আয়ুধ।

কৌরব পক্ষও বসে নেই, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অসংখ্য রথী মহারথী তাদের লক্ষ লক্ষ সৈন্য আর অস্ত্রসহ। তাদের মধ্যে রয়েছেন জয়দ্রথ, শল্য আর আরও বহু রাজন্য।

ধৃতরাষ্ট্রের অন্য এক সন্তান যুযুৎসু কিন্তু যোগ দিয়েছে পাণ্ডব পক্ষে। শুনে বিদুর বিষম বিস্মিত হলেন। গঙ্গাপুত্র ভীষ্মই কৌরব পক্ষে প্রথম সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেছেন জানেন বিদুর। ভীষ্মের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটে গেছে কর্ণের। কর্ণকে ভীষ্ম আর দ্রোণাচার্য অর্ধরথ আখ্যা দেওয়ায় সে শপথ করেছে ভীষ্মের পতন না হলে যুদ্ধে

অংশ নেবেনা।

পাণ্ডবপক্ষে সেনাপতি হয়েছে ধৃষ্টদ্যুম্ন। স্বয়ং বাসুদেব তা অনুমোদনও করেছেন। সব কথাই শুনেছেন বিদুর। তিনি আজ বুঝতে পেরেছেন এ যুদ্ধ আজ আর কল্পনার স্তরে নেই। ভয়ঙ্কর দিন আগত। শিবির গড়ে তোলা শুরু হয়ে গেছে পাণ্ডব আর কৌরব দুই যুযুধান পক্ষে। উল্লাসধ্বনি ভেসে উঠেছে সৈন্যদের আকাশে বাতাসে।

সবই কানে আসছে বিদুরের, চোখেও পড়ছে সবকিছুই। আন্তর্দাহে জর্জরিত বিদুর। এই আসন্ন সংগ্রামে একমাত্র তিনি সবচেয়ে শোকার্ত। কেউ আজ তার মতানুবর্তী নয়। কি করবেন তাহলে আজ তিনি? কার কাছে নেবেন আশ্রয়?

আবার সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে বিদুরের একান্ত বাসনা জাগল মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব? বিদুরের কাতর আর্তি কি তাঁর কানে পৌঁছেছে?

'মঙ্গল হোক তোমার, বৎস বিদুর!'

কারও ভরাট, দীপ্ত কণ্ঠস্বরে চমকে তাকালেন বিদুর।

এক বিরাট কৃষ্ণবর্ণ, জটাজুটধারী পুরুষ তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে তারই সামনে দাঁড়িয়ে। শিহরিত বিদুর দ্রুত তার চরণে পতিত হলেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং ভগবান দ্বৈপায়ন।

'ভগবান, আমার আকুল আহ্বান শুনেই কি আপনি উপস্থিত হয়েছেন?' বিদুর বলে উঠলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সাদরে বিদুরকে তুলে বুকে টেনে নিলেন।

'বৎস বিদুর', দ্বৈপায়ন বললেন, 'কিছুকাল ধরেই মনের মধ্যে কারও আকুল আহ্বানই যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম এমন আকুল আহ্বান জানাতে পারে একমাত্র ধর্মাত্মা বিদুর। তাই আর থাকতে পারিনি, ছুটে এসেছি তোমারই কাছে।'

'বড় ভয়ঙ্কর সময়েই আপনি এসেছেন ভগবান! আজ আপনিই পারেন এই মহাপ্রলয় বন্ধ করে রক্তপ্লাবন রুদ্ধ করতে।'

মৃদু হাসলেন দ্বৈপায়ন।

'বিদুর, এ পৃথিবী বড় বিচিত্র স্থান। জন্ম আর মৃত্যু যেখানে হাত ধরাধরি করে চলে। তুমি বা আমি সেখানে দর্শকমাত্র। কতটুকুই বা আমাদের শক্তি তার গতিরোধ করব?'

'প্রভু', কাতর স্বরে বললেন বিদুর, 'আমি আমার প্রাণপাত করে দেখলাম এই ভয়ঙ্কর ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ আমি রোধ করতে পারব না, তাই ডেকে চলেছিলাম আপনাকে। পারবেন না আপনি এই অন্যায়কে বন্ধ করে পাণ্ডব আর কৌরবকে রক্ষা করতে।'

'তোমাকে আগেই বলেছি এ হওয়ার নয়, 'দ্বৈপায়ন উত্তর দিলেন। 'কালের কষ্টিপাথরে ও ভবিতব্য লেখা হয়ে আছে। তোমার আহ্বান আমাকে বিচলিত করেছে বলেই আজ আমি উপস্থিত হয়েছি বিদুর। আমি ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়েছি তার পুত্রগণ আর অন্য সব পার্থিবদেব অন্তিমকাল সমাসন্ন। এই সংগ্রামে তারা সবাই বিনষ্ট হবে। কালের বৈপরীত্য ঘটানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁকে বলেছি পুত্রদের বিনাশ দর্শনে সে যেন শোকাকুল না হয়। আগামী এই যুদ্ধ দর্শন করার জন্য তাকে আমার শক্তি চক্ষুষ্মান করতেও চেয়েছিলাম, তবে সে তাতে রাজী হয়নি। পরিবর্তে সে সঠিক সংবাদ শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমার আশীর্বাদে সঞ্জয় অক্ষত থেকে সব বিষয় জ্ঞাত হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে অবহিত করবে।'

'ভগবান,' বিদুর আবার বললেন, 'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কি সত্যিই এই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারবেন না?'

'না, বিদুর পারবেন না।' দ্বৈপায়ন উত্তর দিলেন। 'তার পাপের পরিণতিতে সে জীবিত থেকেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে। সে ধর্ম অনুসারী নয়, শাস্তি তাকে তাই পেতে হবে। তারই পাপে ধ্বংস হয়ে যাবে কৌরবরা। আমি ধৃতরাষ্ট্রকে সম্যকভাবেই এই যুদ্ধ বন্ধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে ছিলাম বিদুর। কিন্তু সে রাজী হয়নি, সে বলেছে লোকক্ষয় অনিবার্য, এ কথা অদৃষ্টেই লিখিত। ভূপালেরা ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারেই সমরে কলেবর ত্যাগ করে বীরধর্ম পালন করবে। এর অন্যথা হবে না। তার অনুরোধ আমি

তাকে যুদ্ধ জয় লক্ষণ বর্ণনাও করেছি। ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়েছি যুদ্ধজয় লক্ষণ অনুসারে জয়লাভ করতে নিশ্চিতভাবে পাণ্ডবপক্ষ। ধৃতরাষ্ট্র স্নেহান্ধ। পুত্রস্নেহে সে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করেছে পাণ্ডবদের। আমার কাছে পাণ্ডব-কৌরব উভয়েই সমান স্নেহের—তবুও পাণ্ডবদের প্রতি যে অন্যায় আর অবিচার হয়েছে তার জন্য তারা আমার বেশি স্নেহের।'

'পিতা, একটা কথা আমাকে বলুন, আমার হৃদয়ে আজ কোন শান্তি নেই। আমি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেছি। আমি আমার কর্তব্য বিষয়ে আপনার কাছে জানতে চাই,' বিদুর কাতরভাবে বললেন। 'আমি একান্তই অপরাধী এ যুদ্ধ নিবারণ করতে পারলাম না।'

'বিদুর, তোমাকে আমি স্নেহ করি। তুমি আমার সন্তান। সন্তানের প্রতি তাই পিতার যে দায়িত্ব আমাকে অবশ্য পালন করতে হবে,' দ্বৈপায়ন উত্তর দিলেন। 'আমি তাই তোমাকে বলছি তোমার কণা-মাত্রও অপরাধ নেই। তুমি নিজেকে অপরাধী ভেবোনা। ধর্ম যখন কোনভাবে লুপ্ত হয়, ধূমহীন অগ্নির মতই সর্বনাশের চাপা আগুন অধার্মিকদের বিনাশ সাধন করে। তুমি বা আমি সেখানে নিমিত্ত-মাত্র। তুমি কি এখনও দেখতে পাওনি চারদিকে অশুভ উৎপাত-সূচক না উপদ্রব শুরু হয়েছে? দেখতে পাওনি গর্দভ জন্ম নিচ্ছে নিচ্ছে গোগর্ভে? দেখতে পাওনি অরণ্যে পাদপেরা অকাল ফল আর ফুলের জন্ম দিয়ে চলেছে? এর সবই বিনাশেরই পূর্বানুবৃত্তি। জেনে রাখ ছায়া পূর্বগামিনী। তাই অনুপাত আর অনুশোচনা করতে চেও না, তোমার মত ধর্মাত্মার অনুশোচনা উপযুক্ত নয়। সময়ে সকলেই এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করবে। তোমাকেও তাই করতে হবে। শোন, আমি পাণ্ডব ও কৌরব দুপক্ষেরই সৈন্যসজ্জা দেখেছি তাদের শক্তিরও পরিমাপ করেছি। দুপক্ষেই রয়েছেন মহারথী আর অগণিত সেনা। তবু পাণ্ডব পক্ষে রয়েছেন স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণ, তাই তাদেরই হবে জয়। রাজা হবেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির।

যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দশদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। মহাবীর ভীষ্ম শিখণ্ডীকে দেখে অস্ত্র ত্যাগ করেছেন। অর্জুনের তীব্র আঘাতে তাঁর দেহে কণামাত্র জায়গাও আর অক্ষত ছিল না। তিনি রথ থেকে পড়েও তাই ভূমি স্পর্শ করেন নি, শায়িত রয়েছেন শরশয্যায়।

বিদুরের বুক যেন যন্ত্রণায় গুঁড়িয়ে গেল। হায়, তাত ভীষ্মের কাছে এই মুহূর্তে উপস্থিত না হতে পারার এ কষ্ট কত মর্মান্তিক কেউই তা বুঝবে না। হতভাগ্য যিনি, ভীষ্মের এই মৃত্যু যন্ত্রণায় তাঁকে তিনি সান্ত্বনা দানে অপারগ। দু'চোখ বেয়ে অবিরাম ধারায় জল নেমে আসে বিদুরের।

এই তো সবে শুরু, ভাবলেন বিদুর। আজ যে নিদারুণ সংবাদ শুনতে পেল হস্তিনাপুরবাসী কালই তার দ্বিগুণ দুঃসংবাদই হয়তো পৌঁছবে। আজ তাঁরই মত হস্তিনাপুরের মানুষ আত্মীয়বিয়োগ ব্যথায় কাতর। ঘরে ঘরে আজ শোকের ছায়া। কে কাকে সান্ত্বনা দেবে? কবে শেষ হবে এই মৃত্যুর মিছিল।

পিতার আশীর্বাদে ভীষ্মের মৃত্যু ইচ্ছাধীন। তাই তিনি প্রাণত্যাগের জন্য প্রতীক্ষা করেছেন উত্তরায়ণে। আজ বিদুরের মনে হল এই পৃথিবীর যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবন ত্যাগ করাই সবচেয়ে উপযুক্ত।

তবু যে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায় না।

ভীষ্মের পর কৌরব পক্ষের সেনাপতির পদ গ্রহণ করেছেন গুরু দ্রোণাচার্য।

ভাগ্যের কি বিচিত্র পরিহাস। দ্রোণাচার্য শৈশব থেকে অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন পাণ্ডবদের। গড়ে তুলেছিলেন মনের মত করে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর অর্জুনকে। আজ সেই অর্জুনের সঙ্গেই তাকে করতে হবে মৃত্যুসঙ্কুল মহাযুদ্ধ। এ যুদ্ধে কারই বা জয় হবে? গুরুর হাতে শিষ্যের, না শিষ্যের হাতে গুরুর? যদি মৃত্যু আসে, তা আসবে কোন জনের?

শিহরিত হলেন বিদুর।

যে কর্ণ ভীষ্মের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে অংশ নেয়নি সেও ভীষ্মের পতনে যোগ দিয়েছে মহাসমরে। ভীষ্ম তাকে আশীর্বাদ করেছেন।

আহার নিদ্রা কোন কিছুতেই আর স্পৃহা নেই বিদুরের। ক্ষণে ক্ষণে তার কানে আসছে রথী মহারথীদের পতনকাহিনী। শুনে তার দেহের এক একখানি পাঁজর যেন ভেঙে পড়ছে। কৌরব আর পাণ্ডব দু পক্ষই তার পরমাত্মীয়। যে কোন পক্ষের এই মৃত্যু সংবাদ তার বুকে শেল হয়ে বাজতে চাইছে। পরম অসহায় আজ তিনি। কিছুই আজ তাঁর করার নেই।

বিদুর সংবাদ পেলেন পাণ্ডবপক্ষে ঘটেছে পরম বিষাদময় এক ঘটনা। অর্জুনের সন্তান বীর অভিমন্যু সপ্তরথীর অন্যায় যুদ্ধে নিহত হয়েছে। অভিমন্যু চক্রব্যূহে প্রবেশ করে নিদারুণ যুদ্ধে নিহত।

দু হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেললেন বিদুর। হায়, পৃথিবী আজ বীরশূন্য হতে চলেছে। একে একে মৃত্যু কাছে টেনে নিচ্ছে মহারথীদের। কে জানে কার অপেক্ষায় রয়েছে আগামীকাল। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছে আগামীকাল সূর্যাস্তের মধ্যে জয়দ্রথকে বধ না করতে পারলে সে অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দেবে।

চোখের জলে ভাসছিলেন অসহায় বিদুর। শুধু হত্যা আর প্রতি-হিংসা। মৃত্যু আর মৃত্যু! কোথায় এই নৃশংসতার শেষ? কোথায় ভগবান দ্বৈপায়ন, বাসুদেব কৃষ্ণ? এ হত্যাযজ্ঞকে কি কোনভাবেই প্রতিরোধ করা যায় না? পতিহীনা, পুত্রহীনা নারীর অসহায় ক্রন্দনে আজ ভরে উঠেছে আকাশ বাতাস।

ব্যাসদেবের কথা আবার মনে পড়ল বিদুরের। তিনি বলেছিলেন এর সবই ভবিতব্য, বৃথা শোক করে লাভ নেই। কিন্তু কিভাবে এই শোক সংবরণ সম্ভব বিদুর বুঝতে পারছেন না।

একে একে বিদায় নিচ্ছেন অসংখ্য মহাবীর। পৃথিবী আজ হতে চলেছে বীরশূন্য। কে তবে ভোগ করবে রাজ্য?

অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়েছে। নিহত জয়দ্রথ। দ্রোণাচার্যের

প্রচণ্ড বিক্রমে নিহত অসংখ্য পাণ্ডবসেনা। সঙ্কুল যুদ্ধে রুধিরস্নাত হয়েছে ধরিত্রী।

শেষ অবধি গুরু দ্রোণাচার্যও নিহত ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে।

বিদুর রুদ্ধ আবেগে প্রায় স্তব্ধ। হায় শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য এই বিচিত্র পরিণতিই বুঝি আপনার প্রাপ্য ছিল।

এরপর কে? বিদুরের সমস্ত দেহমন যেন অবসাদে ভেঙে পড়তে চলেছে। এই মহারণের সংবাদ আর তিনি শুনতে চান না।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কথা মনে পড়ল বিদুরের। সঞ্জয় তাকে শুনিয়ে চলেছেন যুদ্ধের সব সংবাদ। বিদুর আর দেখা করেন নি ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে। কি প্রয়োজন তাকে আর ধৃতরাষ্ট্রের? পারবেন তিনি এই কুরুক্ষেত্রের মৃত্যুর উৎসব বন্ধ করার আদেশ দান করতে? পারবেন দুর্যোধনকে নিবারণ করতে?

বিদুর জানেন তা সম্ভব নয়। বরং ধৃতরাষ্ট্র এখনও কৌরব পক্ষের জয়াশয়ে বুক বাঁধছেন। দ্রোণাচার্যের পর কৌরবপক্ষের সেনাপতি হয়েছেন আজ কর্ণ।

কর্ণের মনে হতেই কেমন আনমনা হয়ে গেলেন বিদুর।

কর্ণ! কর্ণ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, একথা তিনি জেনেছেন আগেই। কিন্তু সে পরিচয় প্রকাশ করা অসম্ভব। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে তার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূ কুন্তীর সম্মান।

বিদুর এও জানেন কুন্তী কর্ণের কাছে তাঁর জন্ম পরিচয় প্রকাশ করে তাকে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন কিন্তু কর্ণ তাতে রাজী হয়নি। দুর্যোধনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা তার পক্ষে সম্ভব নয় বলেই।

সত্যিই মহৎ কর্ণ। শ্রদ্ধা জাগল বিদুরের। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মন দুঃখে পরিপূর্ণ না হয়ে পারল না। হয়তো অর্জুনের শরাঘাতে বিনাশ ঘটবে মহাবীর কর্ণের। কিন্তু পাণ্ডবেরা জানবে না সে তাঁদের অগ্রজ, জ্যেষ্ঠ কুন্তীপুত্র।

এরই নাম পৃথিবী। এখানে জীবনকে ঘিরে রেখেছে, ঈর্ষা, স্বার্থ

আর লালসা। সত্যের কোন মূল্য আর নেই।

অন্ধকার, শুধুই অন্ধকার।

এ রাত কি আর শেষ হয়ে সূর্যোদয় ঘটবে না? পৃথিবীতে ভালবাসা আর সহমর্মিতা কি অদৃশ্য হয়ে গেছে?

কুরুক্ষেত্রে আজ হয়ে উঠেছে রথী, মহারথী আর শ্রেষ্ঠ বীরদেরই শেষ শয্যা। একে একে নিভে গেছে পরিচিত পরমাত্মীয় আর স্নেহাস্পদদের জীবন দীপ।

নিভেছে মহাবীর কর্ণের সঙ্গে আরও বহু রথীর জীবন। সতের দিন অতিক্রান্ত এই মহাযুদ্ধের। অশ্বত্থামা এই অবস্থায় দুর্যোধনকে সন্ধির প্রস্তাব দিলেও দুর্যোধন তা অগ্রাহ্য করেছে।

বিদুর জানেন এ যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় অবশ্যম্ভাবী। হতভাগ্য দুর্যোধন, মৃত্যুর করাল ছায়াই তাকে আজ ঘিরে রেখেছে। মৃত্যুই হবে তার শেষ পরিণতি।

পাণ্ডব কৌরব দুপক্ষই আজ হারিয়েছে তাদের মহান সুহৃদ মহারথীদেব। একে একে বিদায় নিয়েছেন, মহারাজ দ্রুপদ, বিরাট. ঘটোৎকচ, সকলেই। বিনাশ ঘটেছে শল্য, ভূরিশ্রবা আর দুঃশাসনের। আর তারই সঙ্গে কপটাচারী শকুনিরও।

দুঃশাসনের ভয়ানক বিনাশের কাহিনী শুনে শিহরিত হলেন বিদুর। পাপের প্রায়শ্চিত্ত বুঝি এই ভাবেই করতে হয়। ভীম তার আগের প্রতিজ্ঞা ভুলে যায়নি। দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ নিতেই সে দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করেছে।

এখন বাকি শুধু দুর্যোধন।

কৌরবপক্ষে একমাত্র রথী এখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা।

কুরুক্ষেত্রের এই মহামারণযজ্ঞের পরিসমাপ্তি যে এত ভয়ানক, এত করুণ জানতেন না বিদুর। শোকে, বিষণ্ণতায় তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় বুঝি অসাড় হয়ে গেছে। কোন সংবাদেই তিনি আর বিচলিত

হলেন না।

তাঁর কানে পৌঁছল সেই সংবাদ।

কৌরব পক্ষের সমস্ত সেনানী নিহত, নিহত, সমস্ত মহারথী। অসহায়, শোকার্ত দুর্যোধন রণক্ষেত্র ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল দ্বৈপায়ন হ্রদে। যুধিষ্ঠির বাসুদেব কৃষ্ণ আর ভ্রাতাদের সঙ্গে তারই খোঁজে বেরিয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা দুর্যোধনের সন্ধান পেয়ে যান হ্রদের কাছে এসে।

তীব্র শ্লেষ আর ব্যাঙ্গোক্তিতে দুর্যোধন হ্রদ ছেড়ে উঠে আসতে বাধ্য হয়। সেখানে ভীমের সঙ্গে শুরু হয় তাঁর মরণপন গদাযুদ্ধ। সেই গদাযুদ্ধে ভীমের প্রচণ্ড গদার আঘাতে উরু ভঙ্গ হয়েছে দুর্যোধনের।

বিদুরের মনে পড়ল সেদিন কৌরব সভায় কূটপাশার চক্রান্তের দৃশ্য। দ্রৌপদীকে উরু দেখিয়েছিল দুর্যোধন। ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিল গদাযুদ্ধে সে ওই উরু ভঙ্গ করবে। প্রতিজ্ঞা পালন করেছে সে। এই অন্যায় যুদ্ধের প্রতিবাদ জানিয়েছেন বলরাম।

কিন্তু কি হবে এই প্রতিজ্ঞা পালনে? প্রায় পুরুষশূন্য এক রাজ্যেরই বুঝি অধীশ্বর হবে পাণ্ডবেরা। কোন মূল্যে তারা এই রাজত্ব করল? বিদুরের ইচ্ছে হল এই মুহূর্তেই বনে চলে যাবেন। এ পৃথিবীর হিংসা-পরিবৃত আবহাওয়ায় তাঁর শরীর মন দুইই ক্লান্ত।

ভয়ঙ্কর সংবাদের শেষ তবুও হয়নি।

বিদুর শুনতে পেলেন প্রতিহিংসায় অন্ধ অশ্বত্থামা পাণ্ডব শিবিরে চকিতে প্রবেশ করে হত্যা করেছে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আর তারপর শিখণ্ডীসহ দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমর শেষ হয়েছে। চারদিকে শোনা যাচ্ছে শুধু বিলাপ আর ক্রন্দনধ্বনি। এই ভ্রাতৃঘাতী মহাযুদ্ধের প্রবক্তা দুর্যোধনেরও মৃত্যু ঘটেছে। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রই নিহত। শোকে পাথর হয়ে গেছেন অন্ধরাজা।

এরই নাম যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে আজ শুধু শৃগাল, গৃধিনী আর কুকুরের উল্লাস ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে নিহত। আকাশে বাতাসে আজ কটূগন্ধ। লক্ষ লক্ষ পুত্র শোকাতুরা নারীর কান্নায় সান্ত্বনা দেওয়ার আর কারও কিছু নেই। এই প্রথম ধৃতরাষ্ট্রের জন্য শোক অনুভব করলেন বিদুর। আঠারো দিন ধরে এই মহাসমর অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাননি। হয়তো এটা করেছিলেন কিছুটা অভিমান ভরেই কিন্তু আজ আর কোন কিছুই মনে রাখলেন না বিদুর। অন্ধ, অসহায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দেওয়া এই মুহূর্তে তাঁরই প্রধান কর্তব্য। পুত্রহারা শোকার্তা গান্ধারীর কথাও মনে পড়ল বিদুরের।

এরই সঙ্গে মনে পড়ল কয়েকদিন আগের কথা।

নিজের কক্ষে বিষণ্ণ হয়ে বসে নানা ভাবনায় ডুবে ছিলেন বিদুর। মনে পড়ছিল তাঁর পাণ্ডব আর কৌরবদের শৈশব আর কৈশোরের স্মৃতি। কি বিচিত্র এই পৃথিবী। ঈর্ষার অনল যাঁর হৃদয়কে একবার দগ্ধ করতে শুরু করে তা কোনকালেই নেভেনা। এমনই ঘটেছে দুর্যোধনের জীবনে। দুর্যোধনের ঈর্ষায় আজ পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেছে কুরুবংশ। সেদিন বিদুরের সামনে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন পাণ্ডব জননী কুন্তী। একটু আগেই হস্তিনাপুর জানতে পেরেছিল কৌরব সেনাপতি মহাবীর কর্ণ যুদ্ধে নিহত।

আকুল কান্নার আবেগে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিলেন কুন্তী।

বিদুর বাধা দেননি। ওই পবিত্র চোখের জলের অবিরাম ধারায় যদি শোকতপ্ত হৃদয় শীতল হয় কর্ণের গর্ভধারিনীর।

শেষ পর্যন্ত শান্ত হয়ে কুন্তী বলেছিলেন, 'কেন কর্ণকে এভাবে মৃত্যু-বরণ করতে হল, বিদুর। আজ সেই হতে পারত জ্যেষ্ঠপাণ্ডব।'

বিদুর শান্ত ভঙ্গীতে বলেছিলেন, 'অপরাধ তো কর্ণের নয়।'

'কিন্তু আমার মন যে মানতে চাইছে না,' উদ্গত কান্না চেপে বলেছিলেন কুন্তী।

'কার জন্য শোক করবেন আজ, দেবী কুন্তী? আজ ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য

অভিমন্যু কর্ণ সকলেই এক স্বার্থপর হিংসার আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছে। তারা নিমিত্ত মাত্র।

ধীর পায়ে বিদুর এসে দাঁড়ালেন হতভাগ্য অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। বিদুর প্রণাম জানাতে কম্পিত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালেন ধৃতরাষ্ট্র। দুহাত বাড়িয়ে তিনি কাছে টেনে নিলেন বিদুরকে।
'বিদুর!' উদভ্রান্তের মত রুদ্ধ আবেগে চিৎকার করে উঠলেন ধৃতরাষ্ট্র। 'আজ এতদিন পরে তুমি এলে? আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে বিদুর। আমি আজ একা।'
বিদুরের গলার কাছে কিছু ঠেলে উঠতে চাইছিল।
তিনি বললেন, 'মহারাজ, এ পৃথিবীতে তো কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। বৃথা আর শোক করবেন না। আজ মহারথীরা ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুই বরণ করেছেন। এ পৃথিবীতে যে সত্যিই কেউ কারও নয়, মহারাজ।'
'জানি, বিদুর, আমি সবই জানি। তবু মন যে শান্ত হয় না। তোমার উপদেশ আমি কোনদিন গ্রহণ করিনি আর সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। আজ আমার শতপুত্রের একজনও জীবিত নেই।' আমি আর জীবনধারণ করতে চাই না। আমি আজই এ শোকগ্রস্ত পাপী জীবন ত্যাগ করব।'
সেই মুহূর্তেই কক্ষে উপস্থিত হলেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
বিদুর আর ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে ব্যাসদেব বললেন, 'বৎস, ধৃতরাষ্ট্র তোমার দুঃখ আমি উপলব্ধি করতে পারছি। কিন্তু জেনে রাখ, এ জীবন অনিত্য। দুর্যোধনই এই অগণিত লোক সংহারের জন্য কলির অংশে গান্ধারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল। এ বিষয়ে পাণ্ডবদের কণামাত্রও অপরাধ নেই। এখন জীবনত্যাগে বাসনা ত্যাগ করে পাণ্ডবদের পুত্রস্নেহে পালন কর, তোমার পুত্রশোকানল নির্বাপিত হবে। এখন তোমার কর্ত্তব্য হল মৃত আত্মীয়পরিজন ও অন্যান্য নিহত সকলের ঔর্ধদৈহিক কর্ম সম্পন্ন করা। শোক ত্যাগ

করে একাজ সম্পন্ন কর, ধৃতরাষ্ট্র।'

ধৃতরাষ্ট্র কঠিন চেষ্টায় আত্মসংবণে করে উঠে দাঁড়ালেন।

বিদুরের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি বললেন, 'বিদুর, ভগবান ব্যাসের আদেশ পালনই আমার কর্তব্য। তুমি গান্ধারী, কুন্তী আর অন্যান্য রমণীদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চল।'

ভাগীরথীর তীরে বিদুর দেখতে পেলেন এগিয়ে আসছেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর দ্রৌপদী। তাঁদের সঙ্গে আরও রয়েছেন স্বয়ং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি আর ধৃতরাষ্ট্র পুত্র যুযুৎসু।

বিদুর বুঝলেন ওঁরা আসছে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হতেই।

একটু চিন্তিত হলেন বিদুর। কিভাবে ধৃতরাষ্ট্র গ্রহণ করবেন পাণ্ডবদের? সত্যিই কি মনে মনে তাঁদের ক্ষমা করতে পেরেছেন ধৃতরাষ্ট্র?

যুধিষ্ঠিরই প্রথম এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। তারপর একে একে সবাই।

বিচিত্র এক স্তব্ধতা।

কত কাছের, কত আপনার জন আজ কত দূরে।

ধৃতরাষ্ট্র কম্পিত কণ্ঠে শুধু বলে উঠলেন, 'কল্যাণ হোক তোমাদের। কিন্তু ভীম কোথায়? তাকে একবার আলিঙ্গন করতে চাই।'

চমকে উঠলেন বিদুর। ধৃতরাষ্ট্রের কণ্ঠস্বর ভাল লাগল না। সে কণ্ঠস্বরে যেন ক্রোধের ভয়ঙ্কর আগুন।

বিদুর চকিতে একবার তাকালেন বাসুদেব কৃষ্ণের দিকে। কৃষ্ণের চোখে চাপা আশ্বাসের ইঙ্গিত লক্ষ্য করতে ভুল হলনা বিদুরের।

কৃষ্ণ এক লোহার মূর্তি এগিয়ে ধরলেন ধৃতরাষ্ট্রের দিকে। ধৃতরাষ্ট্রের বজ্র আলিঙ্গনে সেই লোহার ভীমমূর্ত্তি চূর্ণ হয়ে গেল।

শিহরিত হলেন বিদুর। বাসুদেব কৃষ্ণের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিই আজ রক্ষা করেছে ভীমকে।

ধৃতরাষ্ট্র এবার আত্মগ্লানিতে ভেঙে পড়তে তাঁকে সান্ত্বনা জানালেন কৃষ্ণই। 'মহারাজ, আমি আন্দাজ করেছিলাম এমনই ঘটতে পারে

তাই ভীমের বদলে লৌহভীমকেই এগিয়ে দিয়েছিলাম। আপনি পুত্রশোক এবার ত্যাগ করুন মহারাজ।

পাণ্ডবরা হস্তিনাপুরে ফিরে এসেছেন।
কিন্তু এসবে আর মন নেই বিদুরের। বিদুর দেখতে পাচ্ছেন দুঃখিত ব্যথিত তাঁরই মত আর একজনও। সে আর কেউ নয়, যুধিষ্ঠির।
যুধিষ্ঠিরও এই মৃত্যুর উৎসব প্রত্যক্ষ করে বিষাদমগ্ন না হয়ে পারেনি। সে চায় বৈরাগ্য নিতে। রাজ্যলাভ করেও সে পরম অসুখী।
যুধিষ্ঠিরের মনোবেদনার সঙ্গে একাত্ম আজ বিদুর।
শুধু শোকার্ত মানুষ আজ এই দুটি রাজ্য জুড়ে। কি লাভ হল এই মহাসমরে? বিদুরের মত যুধিষ্ঠিরও চাইছেন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে বনগমন করতে।
কে পারবে আজ ধর্মানুসারী এই দুটি মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে।
বিদুর ভাবছিলেন ভগবান দ্বৈপায়নের কথা।
যথাসময়েই একদিন উপস্থিত হলেন তাই মহর্ষি দ্বৈপায়ন। যুধিষ্ঠির ইতিমধ্যে প্রায় মনস্থির করে ফেলেছিলেন রাজ্য ত্যাগ করে বনবাসী হবেন।
মহর্ষি দ্বৈপায়ন একসময় বিদুর আর যুধিষ্ঠিরকে কাছে ডেকে নিলেন। 'বৎস' যুধিষ্ঠির, ক্ষত্রিয়ধর্মঅনুযায়ী তোমার শোক করা উচিত নয়। তোমার জ্ঞাতিবর্গ নিজেদের অপরাধের ফলেই নিহত। তোমার ভুজবলে শত্রুরা পরাস্ত. এতে তোমার অপরাধ হয়নি। এই মুহূর্তে সিংহাসনে আরোহণ করে প্রজাপালনই তোমার ধর্ম। তোমাকে তাই এই উপদেশ দিচ্ছি, তোমার পিতামহ ভীষ্ম উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। তিনি কলেবর ত্যাগ করার আগে তাঁর উপদেশ গ্রহণ কর।
বিদুর ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভগবান, আমি কিভাবে শান্তি পাব তার উপায় নির্দেশ করুন। এ যুদ্ধে আমি অংশ গ্রহণ করিনি। শুধু চেষ্টা করেছিলাম এই মৃত্যুর উৎসব বন্ধ করতে। হায়, তা আমি পারিনি।'

মহর্ষি দ্বৈপায়ন উত্তর দিলেন, 'বিত্বর, সময় এখনও আসেনি। আর কিছুদিন অপেক্ষা কর। তারপর বনগমন করাই হবে তোমার কর্তব্য। এ যুদ্ধ তুমি বন্ধ করার চেষ্টা করেছ তা আমার অজ্ঞাত নয়, কিন্তু তুমি সফল হতে পারবে না এও ছিল ভবিতব্য। দুর্যোধন কলির অংশে এই ধ্বংসকর্ম সম্পন্ন করবে বলেই সে গান্ধারীর পুত্র হিসাবে জন্মেছিল। শকুনি, কর্ণ, আর তার সহচরেরাও একাজে তাকে সহায়তা করেছে। কারও সাধ্য ছিলনা এই ভবিতব্য খণ্ডন করে। তাই বৃথা দুঃখ করোনা। যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম পালনে সহায়তা করাই তোমার কর্তব্য হবে।'

বিত্বর বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, 'পিতা, আমাকে ক্ষমা করুন, রাজকার্যে আমার আর কণামাত্রও স্পৃহা নেই, আমি নিস্পৃহ থাকতে চাই।'

'তথাস্তু', ব্যাসদেব উত্তর দিলেন।

রাতের অন্ধকার নেমে আসতে চলেছে হস্তিনাপুরে। বাতাসে শীতলতা। চারিদিক নিস্তব্ধ, সেই উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে মহানগরী। ঘরে ঘরে জ্বলছে না নৈশপ্রদীপ। সভ্যসমাপ্ত মৃত্যুর উৎসবে সবাই শোকার্ত, আত্মীয় পরিজন হারানোর ব্যথায় তারা মূক। বাক্যহীন।

রাস্তা ধরে একাকী কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনের দিকে চললেন বিদুর। কেউ কোথাও নেই সম্পূর্ণ জনহীন পথ।

আকাশে একাদশীর চাঁদের আলোয় পথ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বিদুর দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলেছেন।

একসময় তিনি পৌঁছলেন কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে।

বিশাল প্রান্তর। কে বলবে কিছুদিন আগে এখানেই প্রাণ উৎসর্গ করেছে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা আর রথী-মহারথী ?

আজ এ প্রান্তর যেন মৌনী সাক্ষী সে ভয়ঙ্কর ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের।

পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালেন সেই জায়গায়, যেখানে কুরুবংশের

শ্রেষ্ঠ সন্তান শান্তনুপুত্র দেবব্রত ভীষ্ম শরশয্যায় চিরনিদ্রার অপেক্ষায়।
দেখলেন বিদুর তাত ভীষ্মকে।
বিদুরের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হল। বিশাল এক পুরুষ শরাধানে চক্ষু মুদ্রিত করে শয়ান রয়েছেন। সারা দেহ থেকে তার বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে তেজ। একটু দূরে তাঁকে প্রহরা দিয়ে চলেছে পাণ্ডব সেনা।
কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন বিদুর।
মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, 'তাত, আমি এসেছি— ।'
ধীরে ধীরে আঁখি উন্মুক্ত হলো। প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে তাকালেন ভীষ্ম।
'বিদুর? তুমি এসেছ? প্রশ্ন করলেন ভীষ্ম।
'হ্যাঁ, তাত এসেছি', বিদুর বলে ভীষ্মের দুটি পা মাথায় চেপে ধরলেন।
'আপনার কোন যন্ত্রণা নেই তো, তাত?'
'যন্ত্রনা? না, বৎস, কোন যন্ত্রনা আর নেই। বাসুদেব কৃষ্ণের কৃপায় আমার সারা দেহ যন্ত্রণামুক্ত। শোন বিদুর, যুধিষ্ঠির এসেছিল আমার কাছে, তাকে রাজধর্ম, ক্ষত্রিয়ধর্ম আর জ্ঞানযোগে দীক্ষা দিয়েছি। তাকে রাজকার্যে দীক্ষিত কর। আজ সে চরম অসুখী।'
'জানি, তাত, আপনার আশীর্বাদ তার পাথেয় হবে', বিদুর বললেন। তাঁর দুচোখে নেমে এল জলের ধারা।
,চোখের জল ফেলনা, বিদুর', ভীষ্ম উত্তর দিলেন। 'আজ আমার পৃথিবী ত্যাগ করার সময় উপস্থিত। এ পৃথিবীতে তোমার অনেক কাজ এখনও বাকি।'
'না, তাত, আপনি যে পৃথিবীতে থাকবেন না সে পৃথিবীতে আমিও থাকতে চাই না', কান্নায় ভেঙে পড়লেন বিদুর।
ম্লান হাসি ফুটে উঠল ভীষ্মের পাণ্ডুর মুখে। তিনি বললেন, 'বৎস বিদুর। পাণ্ডবদের প্রতি আমার স্নেহ অবারিত ছিল চিরদিন। আমার পতনের নিগূঢ় তথ্যও আমি তাদের জানিয়ে দিয়েছিলাম। তবুও আমাকে আজ এই শরশয্যায় শয়ন করতে হল কেন জান? এ আমার ললাটে লেখা বলেই। তোমাকেও তাই ললাটলিপি মেনে

না চলে উপায় নেই। এ যে নিয়তির বিধান। আশীর্বাদ করছি সময় উপস্থিত হলে তুমি বানপ্রস্থ অবলম্বন অবশ্যই করবে। এখন নিশুতি রাত নেমেছে, এবার নিজের গৃহে ফিরে যাও, বিদুর।'

উদ্গত কান্না চেপে রেখে এরপর উঠে দাঁড়ালেন। বিদুর। তাঁর সারা শরীর যেন অবসাদে ভেঙে পড়তে চাইছে।

ভীষ্ম শেষবারের মত বললেন, 'আমি জানি, বিদুর, এই শোকক্লায়কর অমানবিক মহাযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য একমাত্র তুমিই প্রাণপন চেষ্টা করেছিলে, আমরা কেউ তার সহায়তা করিনি। কেন সে চেষ্টা করিনি জান? এও নিয়তির বিধান। তোমার কল্যাণ হোক।'

অন্ধকার আকাশের নিচে সাক্ষী একমাত্র একাদশীর চন্দ্রমাকে রেখে নিজের ক্লান্ত পা দুটোকে টেনে নিয়ে চললেন, ব্যর্থ. ভগ্নমনোরথ মহাত্মা বিদুর।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ সফল। সমস্ত খবরই পৌঁছে গেছে বিদুরের কাছে। বিদুর শুধু স্থির, অটল। কোন কিছুতেই আর তাঁর স্পৃহা নেই।

বিদুর ভুলতে পারছেন না শুধু উত্তরায়ণের শুভ মুহূর্তে গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের প্রয়াণের দৃশ্য। কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে সেদিন সকলেই অশ্রুপূর্ণ চোখে বিদায় জানাতে এসেছিল তাঁদের প্রিয় পিতামহকে।

ক্লান্ত চোখ দুটি মেলে ভীষ্ম সকলকে লক্ষ্য করে জানালেন তাঁর শেষ আশীর্বাদ। বিদুর দেখলেন কিভাবে ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল মহামানব ভীষ্মের।

ক্ষণিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন বিদুর।

তিনি যেন দেখতে পেলেন অসামান্য এক তেজের পুঞ্জীভূত রাশি সেই শরাসনে শায়িত পবিত্র দেহ ছেড়ে অসীম আকাশে মিলিয়ে গেল।

যুধিষ্ঠিরের আকুল আহ্বানে সম্বিত ফিরেছিল বিদুরের।

'তাত, বিদুর উঠুন, জাগুন—।'

যুধিষ্ঠিরের কাতরতায় বিদুর বলেছিলেন, 'যুধিষ্ঠির, আমার সময় এসে গেছে, আমাকে এবার বিদায় দাও।

যুধিষ্ঠির কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন বিদুরের পায়ের উপর।

'না, না, তাত, আপনাকে ছেড়ে দিতে পারব না, আপনিই আমার আত্মার আত্মা', যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠে অসহায় আর্তি।

এবার বিদায়ের পালা।

হস্তিনাপুরের মানুষ আবার বজ্রাহত।

বনবাসের জন্য তৈরি আজ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী।

কুন্তী এসে দাঁড়ালেন। 'আমিও আপনাদের সঙ্গী হতে চাই, মহারাজ।

কোন বাধাই আজ মানলেন না ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী আর কুন্তী।

কিন্তু সকলের আগে আগে চলেছে ও কার মূর্তি?

বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী আর কুন্তী বনবাসের মুহূর্তে প্রচণ্ড দাবানলে ভস্মীভূত হয়েছেন।

দুঃখে শোকে উন্মাদ হস্তিনাপুরের মহারাজ যুধিষ্ঠির। তাঁর সঙ্গে নিদারুণ শোকার্ত ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব আর দ্রৌপদী। এ দুঃখে তাঁদের সান্ত্বনা জানাবার কেউ নেই। এই প্রথম হস্তিনাপুর অনাথ।

উন্মত্তের মত হস্তিনাপুরের মানুষ ছুটে গেল সেই অরণ্যপ্রান্তে যেখানে ভস্মীভূত হয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী আর জননী কুন্তীর পবিত্র শরীর।

এই মুহূর্তে শোকসন্তপ্ত পাণ্ডবদের সান্ত্বনা দিতে পারেন আর একজন বনবাসী মহাত্মা। তিনি মহাত্মা বিদুর। বিদুরও যে বনবাসী হয়েছিলেন তাঁদেরই সঙ্গে।

বনের মধ্যে ছুটে গেলেন যুধিষ্ঠির। কোথায় আছেন মহাত্মা বিদুর? দেখলেন একজন ছুটে চলেছেন নগ্ন দেহে, স্খলিত পদে।

ওই তো মহাত্মা. তাত বিদুর!

প্রাণপনে ছুটে চললেন যুধিষ্ঠির সেদিকে।

'তাত! তাত! আমি আপনার প্রিয় যুধিষ্ঠির—।'

বিদুরের প্রাণহীন দেহ থেকে সেই মুহূর্তে এক তীব্র রশ্মি বেরিয়ে এসে মিলিয়ে গেল যুধিষ্ঠিরের দেহে।